NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

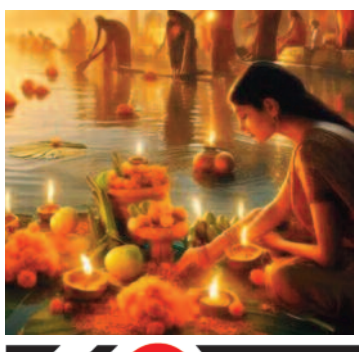

৪ ছট পূজা এবং উৎসবের নিজস্বতা

দুই ভাইয়ের অশান্তিতে দাদার মৃত্যু ৫

কলকাতা ৫ নভেম্বর ২০২৪ ১৯ কার্তিক ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৪৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 5.11.2024, Vol.18, Issue No. 144 8 Pages, Price 3.00

‘আসলদের বাঁচানোর জন্য ফাঁসিয়েছে, আমি নির্দোষ’

আদালতের বাইরে ধৃত সিভিকের প্রাণপন চিৎকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের একবার নিজেকে নির্দোষ দাবি করে আদালতের বাইরে চিৎকার করলেন আরজি কর কাণ্ডে অভিযুক্ত সঞ্জয়। আসলদের বাঁচানোর জন্য তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে বলে দাবি করলেন আরজি কর হাসপাতালে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার। সোমবার শিয়ালদহ আদালতে ওই সিভিকের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়। তার পর তাঁকে প্রিজন ভ্যানে তোলা হলে ভিতর থেকে চিৎকার করতে থাকেন তিনি। জানলার কাছে মুখ এনে বলেন, ‘আসলদের বাঁচানোর জন্য আমায় ফাঁসিয়েছে।’ সরকারের বিরুদ্ধে ফাঁসানোর অভিযোগও তোলেন তিনি।

ভারতীয় সংবিধানের প্রসঙ্গ তুলে ‘ন্যায়’ নিয়েও প্রশ্ন তুলতে দেখা যায় ধৃত ওই সিভিককে। চিৎকার করে তিনি বলতে থাকেন, ‘আমি জজসাহেবকে বলছি যে স্যর, আমি কিছু করিনি। আমায় উপর থেকে নীচে নামিয়ে দিল। এটা কি ন্যায়? ভারতীয় সংবিধানের ন্যায়?’

সোমবার দুপুরেই শিয়ালদহ আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় আরজি করে চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের মামলায় অভিযুক্তকে। চারদিকে ছিল নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ঘেরাটোপ। তার মাঝেই প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে

শিয়ালদহ আদালতে নিয়ে আসা হয় ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারকে। চার্জ গঠনের পর তাঁকে যখন ফের সংশোধনাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেই সময় প্রিজন ভ্যানের ভিতর থেকে চিৎকার করতে থাকেন তিনি। বলেন, ‘আমি এত দিন চুপচাপ ছিলাম। আমি কিন্তু রেপ অ্যান্ড মার্ডার করিনি। আমার কথা শুনছে না। সরকারই আমাকে ফাঁসাচ্ছে। আমি এত দিন চুপচাপ ছিলাম।’ একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, ‘আমায় সব জায়গায় ভয় দেখাচ্ছে যে, তুমি কিছু বলবে না, তুমি কিছু বলবে না। আমার ডিপার্টমেন্টও আমায় ভয় দেখিয়েছে। আমি কিন্তু নির্দোষ।’

সোমবার দুপুর ২টো নাগাদ ধর্ষণ এবং খুনের একাধিক ধারায় ধৃত সিভিকের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ঘটনার ৮৭ দিন এবং সিবিআইয়ের চার্জশিট পেশের ২৮ দিনের মাথায় ওই মামলায় চার্জ গঠন সম্পন্ন হয়েছে। তার পর শুরু হবে বিচারপ্রক্রিয়া। আদালতে জানানো হয়েছে, আগামী ১১ নভেম্বর থেকে ওই মামলায় শুনানি শুরু হতে চলেছে। শুনানি চলবে রোজ। আদালত সূত্রে খবর, বিচারকের সামনেও নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন আরজি কর হাসপাতালের ধর্ষণ-খুনকাণ্ডে একমাত্র অভিযুক্ত ধৃত ওই সিভিক।

আজ ট্রাম্প বনাম কমলা, বিশ্বের নজরে আমেরিকা

রায় দেবেন লক্ষাধিক বাঙালিও

ওয়াশিংটন, ৪ নভেম্বর: প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার পারদ চড়েছে আমেরিকায়। ডেমোক্র্যাট নেত্রী কমলা হ্যারিস নাকি রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প? সমস্ত ভোটসমীক্ষা, বিশেষজ্ঞদের কাটাছেঁড়াকে পিছনে ফেলে শেষ হাসি কে হাসবেন সেদিকে তাকিয়ে বিশ্ব। ভারত, চিন, বাংলাদেশ, ইজরায়েলের মতো একাধিক দেশের পাশাপাশি ভাইস প্রেসিডেন্ট বনাম প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই লড়াইয়ে তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেনেরও। এই মুহূর্তে রক্তক্ষয়ী লড়াই জারি রয়েছে যুযুধান দুদেশের মধ্যে। কমলা বা ট্রাম্প, মসনদে যেই বসুন না কেন, দুদেশের সঙ্গেই কূটনৈতিক সমীকরণ বদলে যেতে পারে আমেরিকার।

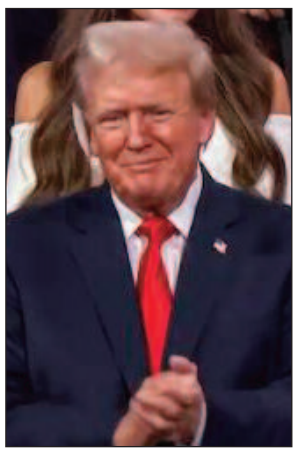

অন্যদিকে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাংলার উজ্জ্বল উপস্থিতি। একমাত্র এশীয় ভাষা হিসাবে ব্যালট পেপারে স্থান করে নিয়েছে বাংলা। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর খবর অনুযায়ী, নিউ ইয়র্ক প্রদেশের ব্যালট পেপারে অন্য ভাষার সঙ্গে রয়েছে বাংলাও। প্রতিবেদন অনুসারে, এশীয়-ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলাই প্রথম ছাপা হল নিউ ইয়র্কের ব্যালট পেপারে।

আজ আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। মূলত দ্বিমুখী এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লড়াই ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের সঙ্গে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের। তবে আমেরিকার সব প্রদেশেই আগাম ভোট দেওয়ার সুযোগ রয়েছে, যাকে বলা হয়ে থাকে ‘আর্লি ভোটিং’। নিউ ইয়র্কের ভোটারেরা আগাম ভোট দিতে গিয়ে দেখেন ব্যালট পেপারে প্রার্থী এবং দলের নাম বাংলাতেও লেখা রয়েছে।

প্রসঙ্গত, আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রদেশগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম রয়েছে। ২০২০ সালে যেমন হিন্দিভাষী ভোটারদের কথা মাথায় রেখে ইলিনয় প্রদেশের ব্যালটে অন্য অনেক ভাষার সঙ্গে হিন্দিও রাখা হয়েছিল।

আরজি কর-কাণ্ডে সিভিকের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জ গঠন

বিচার শুরু ১১ নভেম্বর, শুনানি হবে রোজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিয়ালদহ আদালতে আরজি করে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় একমাত্র অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শেষ হল। জানিয়ে দেওয়া হল, এক সপ্তাহ পর ওই মামলার বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে।

সোমবার দুপুর ২টো নাগাদ আরজি কর মামলায় ধর্ষণ এবং খুনের একাধিক ধারায় চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই প্রতিবেদন প্রকাশ করার কিছুক্ষণ আগেই, ঘটনার ৮৭ দিন এবং সিবিআইয়ের চার্জশিট পেশের ২৮ দিনের মাথায় ওই মামলায় চার্জ গঠন সম্পন্ন হয়েছে। এর পর শুরু হবে বিচারপ্রক্রিয়া। আদালত জানিয়েছে, আগামী ১১ নভেম্বর থেকে ওই মামলায় শুনানি শুরু হতে চলেছে। শুনানি চলবে রোজ। যদিও সিবিআইয়ের আইনজীবী জানিয়েছেন, প্রাথমিক চার্জশিটের ভিত্তিতে আপাতত বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত একজনের নামেই চার্জশিট গঠন হয়েছে। বাকিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং প্ররোচনার অভিযোগের ভিত্তিতে এখনও তদন্ত

চলছে। ঘটনার পরেই টালা থানার তৎকালীন ওসিকে ফোন করেছিলেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। সে সবও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সোমবার দুপুরেই শিয়ালদহ আদালতে নিয়ে আসা হয় আরজি করে চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের মামলায় অভিযুক্তকে। চারদিকে ছিল নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ঘেরাটোপ। তার মাঝেই প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে শিয়ালদহ আদালতে নিয়ে আসা হয় ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারকে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানি রয়েছে। তার আগেই সোমবার আরজি কর-কাণ্ডে দুই মামলার শুনানি চলছে দুই আদালতে। আলিপুরে সিবিআই বিশেষ আদালতে আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলার শুনানি চলেছে। অন্যদিকে, শিয়ালদহ আদালতে শেষ হল আরজি করে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় একমাত্র অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া।

তবে আদালত সূত্রে খবর, বিচারকের সামনে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন আরজি কর-কাণ্ডে একমাত্র অভিযুক্ত। শিয়ালদহ আদালত থেকে বেরোনোর সময়ে মুখ খোলেন ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার। সংবাদমাধ্যম এবং উপস্থিত মানুষজনের সামনেই চিৎকার করে বলেন, ‘আমি এত দিন চুপচাপ ছিলাম। কিন্তু আমি নির্দোষ। আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে। আমাকে ডিপার্টমেন্ট চুপ থাকতে বলেছে।’

পুরীর মন্দিরে ফাটল

■ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে একাধিক ফাটল দেখা দিয়েছে। পড়েছে শ্যাওলার পুরু আস্তরণও। সমস্যা এড়াতে তড়িঘড়ি ডাক পড়েছে পুরাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের (আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বা এএসআই) সাহায্য চেয়েছে ওডিশা সরকার। তারাই দেওয়ালের ফাটল মেরামত করবে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

৩৭০ ধারা বাতিল, উত্তেজনা

■ সরকার গঠন করেছে ন্যাশনাল কনফারেন্স। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ওমর আবদুল্লা। যার পর সোমবার প্রথম দিনের অধিবেশনেই ৩৭০ ধারা বাতিল নিয়ে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হল। এদিন মেহবুবা মুফতির দল পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টির বিধায়ক ওয়াহিদ পাররা ৩৭০ ধারা বাতিলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ করেন। এর বিরোধিতা শুরু করে বিজেপি বিধায়কেরা।

ট্রুডো সরকারকে কড়া বার্তা

■ কানাডার ব্রাম্পটনের হিন্দু মন্দিরে খালিস্তানি সমর্থকদের হামলার তীব্র নিন্দা করল বিদেশ মন্ত্রক। সোমবার মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এক সরকারি বিবৃতিতে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র, রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, ‘গতকাল অন্টারিওর ব্রাম্পটনের হিন্দু সভা মন্দিরে চরমপন্থী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হামলার নিন্দা করছি।’ এই ধরনের হামলা থেকে রক্ষা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।

ভেঙে পড়ল মিগ

■ প্রশিক্ষণ চলাকালীন আগ্রার কাছে ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার মিগ-২৯ যুদ্ধবিমান। সোমবার বিকালের দিকে এই ঘটনা ঘটে। তবে শেষ মুহূর্তে বিমান ছেড়ে বেরিয়ে আসান পাইলট। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন তিনি। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, বিমানটিতে বড়সড় কোনও যান্ত্রিক সমস্যার জেরেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ছট উপলক্ষে নির্দেশ

■ ছট উপলক্ষে নদী বা জলাশয়ের ঘাটগুলি পরিদর্শন করে বুধবারের মধ্যে রিপোর্ট দিতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনকে সমন্বয় বৈঠকের আয়োজন করতে হবে বলে জানিয়ে সরকারি ভাবে ১১ দফা নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। আগামী বৃহস্পতি ও শুক্রবার ছটপুজোর দিন জেলা প্রশাসনকে কন্ট্রোল রুম চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শাহের পরে ঝাড়খণ্ডে সরব মোদি

‘ভোটের জন্য অনুপ্রবেশে এবার মদত দেওয়া হচ্ছে’

রাঁচি, ৪ নভেম্বর: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পরে এবার ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে বিরোধীদের নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার পলামু অঞ্চলের গড়ওয়ায় বিজেপির সভার তিনি দুষলেন, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, কংগ্রেস, আরজেডির জোট সরকারকে।

মোদি সোমবার বলেন, ‘তোষণের রাজনীতিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, কংগ্রেস এবং আরজেডি। এই তিনটি দলই অনুপ্রবেশকারীদের সমর্থন করে। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভোট পাওয়ার জন্য এদের গোটা ঝাড়খণ্ডে বসবাসের জায়গা করে দিচ্ছে এই তিনটি দল।’ এর পরেই তাঁর মন্তব্য, ‘পরিস্থিতি এখানে এমন হয়ে গিয়েছে যে সরস্বতী বন্দনার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে বিপদ কতটা গুরুতর। যখন উৎসবে পাথর ছোঁড়া হয়, দুর্গামাকেও আটকে দেওয়া হয়, যখন কার্ফু জারি করা হয়, তখন জানা যায়, যে পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ। মেয়েদের সঙ্গে বিয়ের নাম করে যখন প্রতারণা হচ্ছে, তখন বুঝতে হবে জল কোথায় পৌঁছেছে।’

রবিবার ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে প্রচারে গিয়ে অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের পাশাপাশি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি দাবি করেন, বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের ভারতে ঢুকে পড়া চাইলেই আটকে দিতে পারে পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ড সরকার। কিন্তু তারা তা করছে না। একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ভোট পাওয়ার জন্য ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশ্রয়ে অনুপ্রবেশ বেড়ে চলেছে। তিনি বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ এখনও বন্ধ হয়নি। কারণ, স্থানীয় প্রশাসনই সেখানে অনুপ্রবেশকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। ঝাড়খণ্ডেও অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়নি একই কারণে। স্থানীয় প্রশাসন প্রশ্রয় দিচ্ছে। বিএসএফ তো সব জায়গায় আছে। অসমেও আছে, বাংলা এবং ঝাড়খণ্ডেও আছে।’

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্তকে নিশানা করে শাহ রাঁচির ওই সভায় বলেন, ‘বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সীমান্তে কোথাও নদীনালা রয়েছে, কোথাও পাহাড় রয়েছে। সর্বত্র সুরক্ষা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি হেমন্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, ঝাড়খণ্ডে যদি কোনও অনুপ্রবেশকারী ঢোকে, আপনার ভূমিরাজস্ব দপ্তর তখন কী করে? জেলাশাসকেরাই বা কী করছেন? পুলিশে কোনও অভিযোগ দায়ের হচ্ছে না কেন? কেন্দ্রীয় সরকারকে কেন জানানো হচ্ছে না?’ মোদি মঙ্গলবার হেমন্ত সরকারকে নিশানা করে বলেন, ‘প্রশাসন যখন অস্বীকার করে, তখন বুঝতে হবে সরকারতন্ত্রেই অনুপ্রবেশ হয়ে গিয়েছে।’পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের বিরোধী জোটকে ‘অনুপ্রবেশকারীদের জোট এবং মাফিয়াদের দাস’ বলেও মন্তব্য করেন মোদি।

প্রসঙ্গত, আগামী ১৩ এবং ২০ নভেম্বর ঝাড়খণ্ডের ৮১টি আসনে দু’দফায় বিধানসভা ভোট হবে। ভোটের ফলাফল জানা যাবে ২৩ নভেম্বর। জেএমএম- কংগ্রেস-আরজেডির ‘মহাগঠবন্ধন’-এর সঙ্গে রয়েছে বাম দল সিপিআইএমএল (লিবারেশন)-কে। ক্ষমতাসীন জোটের সঙ্গে মূল লড়াই বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র। বিজেপি এ বার প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সুদেশ মাহাতোর ‘অল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্টস ইউনিয়ন’ (আজসু), বিহারের নীতীশ কুমারের দল জেডিইউ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ানের দল এলজেপি (রামবিলাস) জোট করেছে।

উত্তরাখণ্ডে খাদে বাস উল্টে মৃত অন্তত ৩৬

দেরাদুন, ৪ নভেম্বর: উত্তরাখণ্ডে দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবোঝাই একটি বাস গিয়ে পড়ল খাদে। এই ঘটনায় অন্তত ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বাসটি দুর্ঘটনার অভিঘাতে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় উদ্ধারকাজ। বাসটিতে ৪০ জনের বেশি যাত্রী ছিলেন। কয়েক জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃতদের পরিবারের জন্য চার লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, নৈনিতাল জেলার অন্তর্গত রামনগরে সোমবার সকালে বাসটি খাদে পড়ে যায়। তারা ঘটনাস্থল থেকে যে ভিডিয়ো প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা গিয়েছে, পাহাড়ি খরস্রোতা নদীর ধারে একটি বাস উল্টে পড়ে রয়েছে। বাসের অধিকাংশ তুবড়ে গিয়েছে। স্থানীয় বহু মানুষ বাস থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে যান। ওই অংশে

ক্ষতিপূরণ ঘোষণা ধামী সরকারের

নদী গভীর না হওয়ায় অনেকে নদী পেরিয়ে বাসের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের তরফেও উদ্ধারকাজের একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করা হয়েছে। উদ্ধারকাজে হাত লাগায় উত্তরাখণ্ডের রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। সঙ্গে ছিল পুলিশও।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিতে ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি যাত্রী ছিলেন বলে কেউ কেউ অভিযোগ করছেন। মহকুমাশাসক সঞ্জয় কুমার জানিয়েছেন, কয়েক জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। ভিতরে অনেকেই এখনও আটকে রয়েছেন। তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। প্রশাসনের কাছে দুর্ঘটনাটির খবর যায় সকাল ৯টা নাগাদ। বাসে যে যাত্রীরা ছিলেন, তাঁরাই কোনও রকমে খবর দেন। পুলিশ পৌঁছনোর আগে উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয়েরাই।

জেলাশাসক অলোক কুমার পাণ্ডে জানিয়েছেন, ৪০ জনের বেশি যাত্রী ছিলেন বাসটিতে। গাড়োয়াল থেকে কুমায়ুনের দিকে বাসটি যাচ্ছিল। ২০০ মিটার গভীর খাদে সেটি পড়ে গিয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী এই ঘটনার পর দুঃখপ্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, প্রশাসনিক আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘রামনগরের কাছে বাস দুর্ঘটনার খবর অত্যন্ত দুঃখজনক এবং দুর্ভাগ্যের। জেলা প্রশাসনকে উদ্ধারকাজের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় প্রশাসন এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যাঁরা গুরুতর জখম, তাঁদের প্রয়োজনে আকাশপথে উড়িয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হবে।’

কেরল, পঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে উপনির্বাচনের দিন বদল

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর: কেরল, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশের ১৪টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের দিন বদলে গেল। ১৩ নভেম্বরের বদলে ২০ নভেম্বর ওই ১৪টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। ২৩ নভেম্বর হবে ফলাফল ঘোষণা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ভোটের দিন পরিবর্তনের আর্জি জানিয়েছিল। সেই আর্জি মেনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তিন রাজ্যের বিধানসভা আসনগুলিতে উপনির্বাচন সময় বেশ কিছু উৎসব রয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, কলপথি রসথোলসভম (১৩-১৫ নভেম্বর), কার্তিক পূর্ণিমা (১৫ নভেম্বর), গুরু নানকের প্রকাশ পর্ব (১৫ নভেম্বর)-এর জন্য রাজনৈতিক দলগুলি ভোটের দিন বদলের আর্জি জানিয়েছিল। তাদের আশঙ্কা, ওই সময়ে উৎসবে মেতে থাকবেন সাধারণ মানুষ। তাই ভোটদানের হার কমতে পারে। সেই যুক্তি মেনে ভোটগ্রহণের দিনক্ষণ পরিবর্তন করা হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের ন’টি, পঞ্জাবের চারটি এবং কেরলের একটি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে ২০ নভেম্বর। উত্তরপ্রদেশের মীরাপুর, কুন্দার্কি, গাজিয়াবাদ, খৈর, করহাল, সিশামৌ, ফুলপুর, কাটেহারি, মাঝাওয়ান, পঞ্জাবের ডেরা বাবা নানক, ছাব্বেওয়াল, গিদ্দেরবাহা, বর্নালা, কেরলের পলাক্কড়ে হবে উপনির্বাচন। ১৩ এবং ২০ নভেম্বর ঝাড়খণ্ড এবং মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনের পাশাপাশি ১৫টি রাজ্যের দু’টি লোকসভা আসন এবং ৪৮টি বিধানসভা আসনে হচ্ছে উপনির্বাচন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৪/১০/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৬ নং এফিডেভিট বলে Alfaj Mollick S/o. Afsar Mollick ও Alfaj Mollik Alfaj Mallik S/o. Afsar Mollik, Afsar Mallik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Bhuton Sekh ০৪/১০/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা Anchhar Ali Sk ও Anchar Sekh উভয়ে একই ব্যক্তি। পিতার আসল নাম Anchhar Ali Sk.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৫ ই নভেম্বর। ১৯ শে কার্তিক। মঙ্গলবার। চতুর্থী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা। বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : কোন স্বপ্নপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা, যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন তাদের সাফল্য নিশ্চিত। দূর ভ্রমণের কথা ছিল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর ছারা পূর্ণ সহযোগিতা। বান্ধবযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। যারা নতুন কর্মের আবেদন করেছেন তাদের শান্তির বাতাবরণ। দুর্গা নামকরণ শুভ হবে।

বৃষ রাশি : সকালবেলা পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। সতর্ক থাকা ভালো, হঠাৎ করে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাজার, দোকান, পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে আজ প্রয়োজনে কথা বলা শুভ। বিদ্যা যোগে বাধা। বিদ্যালয়ের কোন পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির বাতাবরণ। জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : যে বন্ধুকে বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য, আপনি সম্মান প্রাপ্তি করবেন। যারা টেকনিক্যাল কাজে আছেন তাদের সাফল্য। সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের উন্নতির সোপান তৈরি হবে আজকে। কোন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আজ কোন ডাক্তারের সহায়তায় কর্মে প্রশান্তি লাভ করবেন। সন্তানের কারণে সম্মানযোগ। ব্যবসা বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে দুর্গা নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : কর্মে শান্তির বাতাবরণ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভ নজর আপনার দিকে থাকবে। যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন তারা এক ধাপ এগিয়ে যাবেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়কথা পাকা হতে পারে। যারা এন জি ও বা সেবামূলক কর্মে আছেন তাদের খুবই সম্মান প্রাপ্তির দিন। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শরীরে যে ছোট অপারেশন হয়েছিল, আজ তা থেকে প্রশান্তি মিলবে। প্রাণায়াম পূজা পাঠে, আনন্দ বৃদ্ধি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা আটকে ছিল এতদিন, তা সফলতার পথ দেখা দিচ্ছে। যারা শিক্ষকতা করেন। অধ্যাপনা করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গণেশ দেবতার নাম করুন, এগিয়ে চলুন, শুভ হবে।

কন্যা রাশি : অযথা বিতর্কে কেন জড়িয়ে পড়ছেন। আপনার উচিত একটু মাথা ঠান্ডা করে, আজকের দিন টা অতিবাহিত করা। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। বিদ্যায় দুশ্চিন্তা যুক্ত ভাগ্য। দূর ভ্রমণে বাধ্য। যে বান্ধব কে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি করতে না পারার জন্য মানসিক অশান্তি। জয় তারা জয় তারা বলুন, এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : শুভ গ্রহ সংস্থান। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহবধূদের পূর্ণ সহায়তা লাভ দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে শুভ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি হাবে, প্রতিবেশীর দ্বারা। সম্মান প্রাপ্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তবে একটু বৃদ্ধি খরচ করে আজকের দিনটা বাক্য প্রক্ষেপণ করতে হবে। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ ব্যয় বৃদ্ধি। যেটা হাতের নাগালের মধ্যে নয়, তার জোর করে পেতে গেলে, অর্থ বা শক্তি প্রয়োগ করা দরকার। খুব সুচিন্তিত ভাবে, কাজ করুন, নয়তো বিবাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। শশুর বাড়ির একজন প্রবীণ সদস্যের জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। তবে জয় অবশ্যম্ভাবী জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন। ব্যবসা বাণিজ্যে বৃদ্ধি সম্ভব।

ধনু রাশি : পুরাতন বান্ধবীকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার দ্বারা আজকে উপকৃত হবেন। যে স্বজন আপনাকে কাজটির জন্য এতদিন বাঁধা দিয়ে এসেছেন, আজকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। একটু মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্য ধরে আজকের দিনটা অতিবাহিত করুন। দোকান ব্যবসা, যারা করেন, মাছের ব্যবসা যারা করেন, কোল্ডিংস বা স্ক্রিনের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ হলুদ পুষ্প প্রদানে সর্ব দোষ খন্ডন হবে।

মকর রাশি : আজ ধৈর্য ধরে চলার দিন। আজ গ্রহ সংস্থান খুব একটা ভালো নয়। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুশ্চিন্তার বাতাবরণ। কোন ছোট সন্তান বা একেবারে কনিষ্ঠ সদস্যকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। কর্মে কালো পথ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অশুভ নজর আপনার দিকে। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন, দেবী দুর্গা মায়ের নাম বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বুদ্ধি করে প্রবীন নাগরিকের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে হবে। বিবাদ বিতর্ক এড়ানোর জন্য যখনই কোন সভা বা মিটিং চলবে তখন আপনি সবাইকে দেখান, যে আপনি একটু অন্যমনস্ক আছেন। তাহলে দায়িত্বটা কম হবে। মোবাইল ল্যাপটপে একটু ব্যস্ত থাকলে সবাই সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটা খুব শুভ নয়, ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি জয় তারা জয় তারা ১০৮ নামকরণ শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ প্রবীণ নাগরিকের থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করবেন, যা খুব কাজে লাগবে। পরিবারের একজন সদস্য আপনার পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, কিন্তু তার মন মতো চললে, আপনি উপকৃত হবেন। ডিভোর্সের মামলা যাদের আছে, তারা আজকের দিনটা উকিল বাবুর কথা শুনে চলুন। যারা মাছের ব্যবসায়ী, তরল পদার্থের ব্যবসায়ী, কেমিক্যাল এর ব্যবসায়ী, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান আর দূর্গা মায়ের নাম করুন।

(আজ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও বিপ্লবী বিপীন বিহারী গাঙ্গুলীর শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস,)

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

শ্রী বিনয় কুমার ঘোষ ওরফে বিনয় ঘোষ পিতা বিভূতি কুমার ঘোষ সাকিম সিমলা, পোঃ চুঁচুড়া আর.এস., থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০৩, বিগত ইং- 09/01/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-177/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী স্বপন মন্ডল** পিতা মনোরঞ্জন মন্ডল সাকিম মহেশপুর, পোঃ সুগন্ধ্যা, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১০২-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল বিগত ইং 27/03/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3518/2024 নং কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সুমন দত্ত** পিতা মনোজ দত্ত সাকিম লেনিন নগর, ধরমপুর সিটি, পোঃ চুঁচুড়া আর.এস., থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১০২ মহাশয়কে বিক্রয় করেন। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা সিমলা, জে.এল. 16, হাল এল. আর 3745 খতিয়ানে, সাবেক 129 তথা হাল এল.আর. 145 দাগে বাগান জমি 1 কাঠা 11 ছটাক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী সুমন দত্ত** পিতা মনোজ দত্ত উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক, অফিসে আবেদন করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সুদিপ্ত তাঁতি, পিতা স্বপন তাঁতি, সাং-লক্ষণপুর, মহাশয় গত ইং ০৮.১২.২০২১ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে বুক নং-১, ভ্যলুম নং. ০৫০২-২০২১, পাতা নং- ৪৭৭৯৮৬ হইতে ৪৭৮০০৪, বিয়িং নং- ০৫০২১২৬৫১ নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে দেবীপাড়া মৌজায় (জে.এল. নং ৩) হাল ১৫৭১ নং খতিয়ানে সাবেক/ হাল ১৬০০ নং দাগে ৫ শতক জমি বটুনাথ নস্কর, পিতা-কৃষ্ণচন্দ্র নস্কর, সাং- দেবীরপাড়া মহাশয়ের নিকট হইতে বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি বালী জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও.অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমার মক্কেল প্রশান্ত দাস, পিতা গনেশ দাস গত ইং ১১.০৯.২০২১ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে বুক নং-১, ভ্যলুম নং. ০৫০২-২০২১, পাতা নং-২৯৯৯৪০-২৯৯৯৫৭, বিয়িং নং- ০৫০২০৮৩২২ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা মহাদেব মান্না, পিতা কার্ত্তিক চন্দ্র মান্না, সাং-বাঁইগাছি, মহাশয়ের নিকট হইতে দেবীপাড়া মৌজায় (জে.এল. নং ৩) সাবেক ৭১৩ নং হাল ১৪১৫ নং খতিয়ানে সাবেক/ হাল ১৬০০ নং দাগে ১০ শতক পরিমান জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি বালী জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও.অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমার মক্কেল অর্ণব কুমার বিশ্বাস, পিতা সতীশ বিশ্বাস মহাশয় গত ইং ০৮.০৯.২০২৩ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে বুক নং-১, ভ্যলুম নং. ০৫০২-২০২৩, পাতা নং- ২৭০৩৯৭ হইতে ২৭০৪১২, বিয়িং নং- ০৫০২০৯৪৬৭ নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে ১। অঞ্জুশ্রী বিশ্বাস, ২। সমরজিৎ বিশ্বাস, ১ নং স্বামী ও ২ নং পিতা রঞ্জিত ওরফে রঞ্জিত কুমার বিশ্বাস মহাশয়/ মহাশয়ার নিকট হইতে জগদীশপুর মৌজায় (জে.এল. নং ২) হাল ২৩৪৭ নং খতিয়ানে সাবেক ১৯৯৯ নং হাল ২১৩০ নং দাগে ১২ ছটাক ৪০ বর্গফুট জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি বালী জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও.অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমার মক্কেল অর্ণব কুমার বিশ্বাস, পিতা সতীশ বিশ্বাস মহাশয় গত ইং ২৩.০৮.২০২৩ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে বুক নং-১, ভ্যলুম নং. ০৫০২-২০২৩, পাতা নং- ২৭০৪৩৩-২৭০৪৫২, বিয়িং নং- ০৫০২০৯৪৬৬ নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে ১। শংকর লাল ওরফে শঙ্কর লাল বিশ্বাস, পিতা প্রবোধ চন্দ্র বিশ্বাস, ২। কুমকুম বিশ্বাস, ৩। ইন্দ্রনীল বিশ্বাস, ২ নং স্বামী ও ৩ নং পিতা সনত ওরফে সনত কুমার বিশ্বাস মহাশয়/ মহাশয়াগনের নিকট হইতে জগদীশপুর মৌজায় (জে.এল. নং ২) হাল ৩৯৭২ নং খতিয়ানে সাবেক ১৯৯৯ হাল ২১৩০ নং দাগে ১২ ছটাক ৪০ বর্গফুট এবং হাল ২৭৭৬/ ১ নং খতিয়ানে ঔ দাগে ১২ ছটাক ৪০ বর্গফুট জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি বালী জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও.অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

শ্রী প্রশান্ত কুমার ঘোষ পিতা- ৺দিলীপ কুমার ঘোষ, সাকিম ব্লক বি-16, ফ্ল্যাট-I, কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, পোঃ ও থানা- লেক টাউন, জেলা- ২৪ পরগনা (উঃ), পিন- ৭০০০৮৯ বিগত ইং- 23/02/2024 তারিখে A.R.A-I, Kolkata, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1571/ 2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(সঙ্গিতা সরকার** স্বামী- দীপ্তিমান সরকার, সাকিম- 10/2 শীতলামাতা লেন, বরাহনগর, পোঃ নোয়াপাড়া, থানা বরাহনগর, জেলা উঃ ২৪ পরগনা, পিন-700090) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি ১)ডি.এস.আর-I চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে 06/08/2024 তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত I-6907/2024 নং দলিল মূলে **শ্রী অমল দাস** পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ দাস, সাকিম- মহানাদ বেজপাড়া, পোঃ মহানাদ, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৯ ও ২) ডি.এস.আর-I চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে 06/08/2024 তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত I-6908/2024 নং দলিল মূলে **শ্রী দীপক রায়** পিতা শ্রী অরুন রায়, সাকিম- মহানাদ বেজপাড়া, পোঃ মহানাদ, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৯, মহাশয়দ্বয়কে দুইটি পৃথক কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মহানাদ বেজপাড়া, জে.এল.-119, হাল এল. আর 432 খতিয়ানে, 1) সাবেক তথা হাল 1416 নং দাগে শালি জমি ঘোল আনায় 39 শতক ও 2)সাবেক তথা হাল 1391 নং দাগে শালি জমি ঘোল আনায় 17 শতক একুনে দুইটি দলিল মূলে 56 শতক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, ১)**শ্রী অমল দাস** পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ দাস ও ২) **শ্রী দীপক রায়** পিতা শ্রী অরুন রায়, উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সঙ্গিতা সরকার**
আমমোক্তার

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

In the Court of the Ld. District Delegate, Paschim Medinipur
Ref. : Probate Case No. - 28/2023
Bhanu Charan Sasmal, S/o. - Lt. Sashibhusan Sasmal, Vill. - Bhanjapur, P. O. - Narayanbarh P.S. - Sabang, Dist. - Paschim Medinipur.....**Executor/Petitioner**

এতদ্বারা, সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, **ভানুচরন শাসমল**, পিতা- ৺শশীভূষণ শাসমল, গ্রাম- ভঞ্জপুর, পোঃ- নারায়নবাড়, থানা- সবং, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, তাহার পিতা - ৺শশীভূষণ শাসমল গত ইং ১৫/১২/১৯৯৫ তারিখ নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিষয়ে একটি **"উইল"** সম্পাদন করিয়াছিলেন যাহা গত ইং ২০/১২/১৯৯৫ তারিখ রেজিষ্ট্রীকৃত হইয়াছিল। যাহার রেজিষ্ট্রী দলিল নং - ৪৮/৯৫ তাং -২০/১২/১৯৯৫।
উক্ত উইল সম্পাদন করিবার পর গত ইং ০৫/০৩/২০০২ তারিখ অধিনের পিতা **শশীভূষণ শাসমল** পরলোকগমন করেন। পরলোকগমন করিবার পর অধিন দরখাস্তকারী উক্ত উইল প্রোবেটের প্রার্থনায় অত্র মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত উইল সম্পর্কে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে আগামী ইং ০৬.১১.২০২৪ তারিখ মাননীয় হুজুর আদালতে হাজির হইয়া স্বয়ং অথবা উকিলবাবুর মাধ্যমে আপত্তি দাখিল করিবেন, নতুবা আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

-: তপশীল সম্পত্তির বিবরন :-
(A) Schedule
Dist. Paschim Medinipur under P.S. - Sabang of Mouza - Bhanjapur, J.L. No. - 386, Khatian No. - 996, 1390, 838 & 1356

Plot No.	Measuring Area in Decimals	Total Area
610	$7\frac{1}{3}$	22 decimal
544	$3\frac{1}{3}$	10 decimal
545	$3\frac{2}{3}$	11 decimal
557	$2\frac{2}{3}$	08 decimal
652	05	15 decimal
272	$8\frac{1}{6}$	$24\frac{1}{2}$ decimal
308	$10\frac{1}{3}$	31 decimal
463	$5\frac{1}{2}$	$16\frac{1}{2}$ decimal
613	01	$2\frac{1}{4}$ decimal
647	$1\frac{1}{3}$	04 decimal
600	02	06 decimal
609	03	09 decimal
611	$0\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$ decimal
615	$1\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$ decimal
651	01	$3\frac{1}{4}$ decimal
650	$0\frac{1}{3}$	$1\frac{1}{4}$ decimal
606	$0\frac{2}{3}$	02 decimal
481	$1\frac{1}{3}$	04 decimal
618	$6\frac{1}{3}$	19 decimal
632	$1\frac{1}{3}$	4 decimal
315	07	21 decimal
85	$1\frac{2}{3}$	5 decimal
87	06	18 decimal
705	$2\frac{1}{3}$	07 decimal
294	$16\frac{1}{3}$	49 decimal
631	$0\frac{1}{3}$	01 decimal
622	$0\frac{1}{3}$	01 decimal
626	$0\frac{1}{3}$	01 decimal
84	$4\frac{1}{3}$	13 decimal
86	$0\frac{2}{3}$	02 decimal
270	25	
552	05	

আদেশানুসারে
Laxman Sing
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট,পশ্চিম মেদিনীপুর,
১২.০৭.২০২৪

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রেশন খাদ্য দ্রব্যের বিস্তারিত জানতে পারবেন উপভোক্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার থেকে রেশনে খাদ্য দ্রব্য নেওয়ার সময় উপভোক্তারা ভর্তুকির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন। উপভোক্তাদের যে পরিমাণ খাদ্যশস্য দেওয়া হবে, তার পাশাপাশি সেই খাদ্যশস্যের পিছনে কেন্দ্র এবং রাজ্যের খরচের শেয়ার কতটা, তারও উল্লেখ থাকবে। কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা আসার পরই এ বিষয়ে নয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রাজ্যের খাদ্য দপ্তরের তরফে। রেশনে চাল-গম দিতে সরকারের কত টাকা খরচ হচ্ছে তা গ্রাহকদের স্লিপে উল্লেখ করা হচ্ছে। রেশন দোকানের ই-পস যন্ত্র থেকে কাগজের এই স্লিপ বেরোয়। যেহেতু রেশন গ্রাহকরা চাল-গম বিনামূল্যেই পান, তাই ওই স্লিপে দ ামের কোনও উল্লেখ থাকত না। রাজ্য খাদ্য দপ্তর এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, ১ নভেম্বর থেকে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা এবং রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনার আওতাভুক্ত গ্রাহকদের জন্য নতুন স্লিপ চালু হয়েছে। রেশন গ্রাহকদের প্রতি কেজি চালের জন্য সরকারের খরচ ৩৭ টাকা ৪৬ পয়সা ধরা হয়েছে। গমের প্রতি কেজির খরচ ধরা হয়েছে ২৭ টাকা ৮ পয়সা। এর ভিত্তিতে একটি পরিবারের সব রেশন গ্রাহকের জন্য মাসে চাল-গম দিতে সরকারের মোট কত টাকা খরচ হচ্ছে, তা উল্লেখ করা হচ্ছে। যেমন, জাতীয় প্রকল্পভুক্ত কোনও পরিবারে মোট তিনজনের রেশন কার্ড থাকলে ৯ কেজি চাল ও ৬ কেজি গম দেওয়া হয় (মোট ১৫ কেজি)। সেক্ষেত্রে মোট সরকারি ভর্তুকির অঙ্ক দেখানো হয়েছে, ৪৯৯ টাকা ৬৮ পয়সা। অন্যদিকে, রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের গ্রাহকদের এখন শুধু চাল দেওয়া হয়। ১ নম্বর রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের তিনজন সদস্যের একটি পরিবার ১৫ কেজি চাল পেয়েছে। ওই পরিবারের জন্য সরকারের মোট ভর্তুকির অঙ্ক দেখানো হয়েছে ৫৬১ টাকা ৮০ পয়সা। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার সমস্ত খরচ কেন্দ্রীয় সরকার এককভাবে বহন করে এ কথা সত্যি নয়। এক্ষেত্রে রাজ্যকে রেশন ডিলার ও ডিস্ট্রিবিউটারদের কমিশন এবং পরিবহণ খরচ বহন করতে হয় । এর পাশাপাশি আরকেএসওয়াই ওয়ান এবং আরকেএসওয়াই টু-এর অধীনে যে খাদ্যশস্য উপভোক্তাদের দেওয়া হয়, এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে সমস্ত খরচ বহন করতে হয় । রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনার সমস্ত খরচ বহন করে রাজ্য । আর সে কারণেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কেন্দ্রের নির্দেশ মেনে কেন্দ্রীয় খরচের খতিয়ান যেমন স্লিপে থাকবে, একইভাবে রাজ্য সরকার উপভোক্তাদের জন্য কত টাকা খরচ করছে, তার হিসাবও দেওয়া থাকছে সেখানে ।

মানুষ ভোট দিলে দলীয় প্রার্থীর জয় নিশ্চিত, দাবি শান্তনু ঠাকুরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে ভোট দিলে দলীয় প্রার্থীর জয় নিশ্চিত।' সোমবার সন্ধেয় জেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিভাড়ায় নৈহাটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনের দলীয় প্রার্থী রূপক মিত্রের হয়ে প্রচারে এসে এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। এদিন তিনি আরও দাবি করেন, 'বাংলায় সেলিব্রেটি টেনে এনে ভোট প্রচারের কালচার শেষ হয়ে গিয়েছে। বাংলার মানুষ এখন অনেক সচেতন। একের পর এক ঘটনায় বাংলার মানুষ তিতিবিরক্ত।' তাঁর দাবি, স্বচ্ছভাবে ভোট হলে সংখ্যালঘুদের ভোটও বিজেপির ঝুলিতে পড়বে। প্রসঙ্গত, আদালত থেকে বেরোনোর সময় আরজি কর কাণ্ডে ধৃত সঞ্জয় রাই এদিন দাবি করেছেন, তিনি ধর্ষণ কিংবা খুন করেনি। তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। এপ্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, এটা প্রমাণ করবে আদালত। তবে রাজ্য সরকার ঘটনাটিকে ধামাচাপা দিতে চাইছে, সেটা আগেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এদিন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'কালো হাত, লাল হাত সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। শান্তিপূর্ণভাবেই এখানে নির্বাচন হবে।' মতুয়া সম্প্রদায়ের ভোট দলীয় প্রার্থীকে দেওয়ার আবেদন করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। এদিনের সভায় হাজির ছিলেন মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস মিলবে

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া শুরু হতে চলেছে। রাজ্যের প্রায় সাড়ে ৩ হাজার গ্রাম পঞ্চায়েতকে এই ব্যবস্থার আওতায় আনা হচ্ছে বলে রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। পঞ্চায়েতগুলির কাছে স্থানীয় স্তরে পূর্বাভাস দিতে বিশেষ পোর্টাল এবং অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর, পঞ্চায়েতও ভূবিজ্ঞান মন্ত্রক যৌথভাবে ই স্বরাজ' ও গ্রাম মানচিত্র পোর্টাল এবং মেরি পঞ্চায়েত নামের মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে। এই ব্যবস্থা নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সচেতন করার জন্য কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। কৃষি প্রযুক্তি সহায়কদের রাজ্য ভিত্তিক প্রশিক্ষণ শীঘ্রই শুরু হবে। স্থানীয় পর্যায়ে আবহাওয়ার পূর্বাভাস কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ বলে জানা গেছে।

আবহাওয়ার সঙ্গে চাষ-আবাদের সম্পর্ক নিবিড়। নীয় ভিত্তিতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস চাষিদের কাছে আছে দেওয়ার জন্যই এই উদ্যোগ। স্থানীয় নির্দিষ্ট পূর্বাভাস জানা থাকলে কৃষি সংক্রান্ত পরিকল্পনা আরও ভালোভাবে করতে পারবেন চাষিরা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য চাষের যে ক্ষতি হয় তা কমানো সম্ভব হবে বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। কোনও এলাকায় বেশি বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলে ফসল বাঁচাতে আগাম ব্যবস্থা নিতে পারবেন চাষিরা। কোন সময়ে বীজ রোপণ, ফসল চাষি ও ফসলের ঝুঁকি কমবে। কোন সময় ফসল তোলার কাজ করলে ভালো হবে সেই সিদ্ধান্ত নিতেও সুবিধা হবে। পূর্বাভাসের পাশাপাশি চাষিদের পরামর্শ দেওয়া হবে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে। পঞ্চায়েত এলাকায় আবহাওয়া কেমন থাকবে তার ৫ দিনের পূর্বাভাস দেওয়া হবে। দেওয়া হবে তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, মেঘ জমা হওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি। স্থানীয় আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিও জানানো হবে।

রকেট ইভি ই-রিকশা'র হিরোগিরি শুরু কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাড়ছে শহর, বাড়ছে মানুষ। গতিময় জীবনে গণপরিবহনেও ঘটছে বিপ্লব। একদিকে পরিবেশবান্ধব যান অন্যদিকে সাশ্রয়। বাজারে মাত করতে কলকাতায় এসেছে খ্যাতিসম্পন্ন হিরো কোম্পানির রকেট ইভি ই-রিকশা। ওজনে হালকা কিন্তু জানদার। হিরো সাইকেল বা দু চাকা গাড়ির যাঁরা ব্যবহার করেন নতুন করে হিরো ব্র্যান্ডের পরিচয় করানোর নেই। ফাইবার গ্লাস ও স্টিল আয়রনে তৈরি এই ই-রিকশা। ই-রিকশা নির্মাণ হচ্ছে লুধিয়ানায়। এই মুহূর্তে কলকাতার বাজারে পাঁচ হাজার ই-রিকশা বিপণনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে কলকাতার স্ট্যান্ড রোডে নতুন অফিস প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রকেট ভি সংস্থার এম ডি আপনজিৎ সিং, সহযোগী প্রতিষ্ঠাতা ও সিওও পবন চৌধুরী, হিরো মোটর কোম্পানির সিইও এন পি গুপ্তা ও ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহিত রত্নামণি। হিরো মোটরের সিইও এন পি সিং বলেন, 'আমাদের সমীক্ষা বলে ভারতীয় বাজারের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বাজার সবার সেরা। আমরা আমাদের ঐতিহ্য বজায় রেখে পণ্য পরিষেবায় সেরা জিনিসটি ক্রেতাদের হাতে তুলে দিই।' হিরো মোটরের ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহিত রত্নামণি বলেন, 'পূর্বাঞ্চলের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলার মাটিতে আমরা সেরা প্রযুক্তি দিয়ে থ্রি হুইল ই-রিকশা ও বৈদ্যুতিন ট্রাই সাইকেল নির্মাণ করছি।' রকেট ইভি সংস্থার পক্ষে সহ প্রতিষ্ঠাতা ও সিওও পবন চৌধুরী ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর আপনজিৎ বলেন, 'আমাদের সংস্থার প্রতিটি কর্মীর নিরলস শ্রমের সার্থক অবদান আমরা প্রদান করছি। সরকারী সহযোগিতায় দূষণমুক্ত গণ পরিবহন শিল্পে আমরাত অগ্রণী সংস্থা।'

জ্বালাও আলো, দ্রোহের আলো কর্মসূচি পালন হল গড়িয়া মোড়ে।

ডেঙ্গু প্রবণ এলাকায় বিনামূল্যে মশারি বিতরণের উদ্যোগ রাজ্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর ডেঙ্গু প্রবণ এলাকায় বিনামূল্যে মশারি দিতে উদ্যোগী হয়েছে। মোট ২ লক্ষ মশারি কেনার জন্য ৫ কোটি ৫৬ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এখনও পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে ১৩ হাজারের বেশি মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। ঘনবসতিপূর্ণ ঘিঞ্জি এলাকা, বস্তি সহ ডেঙ্গুপ্রবণ এলকাগুলিতে সংক্রমণের হার কমাতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

অন্যদিকে, শনিবার রাতে পুর দপ্তরের পক্ষ থেকে রাজ্যের সব পুরসভা এবং পুরনিগমকে একটি নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। সরকারি সূত্রে খবর, ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বাজিতে ব্যবহৃত মাটির খোল দীর্ঘদিন ধরে রাস্তায় পড়ে থাকলে ডেঙ্গু সংক্রমণ আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ওই মাটির খোলে জল জমলে তাতে মশার লার্ভা জন্মাবে।

সুতরাং, দ্রুততার সঙ্গে শহর থেকে বাজির যাবতীয় বর্জ্য অবিলম্বে সরাতে হবে। এর মধ্যে কলকাতা পুরসভার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কারণ, রাজ্যের মধ্যে কলকাতাতেই বাজি ফাটানোর বহর সবচেয়ে বেশি। বাজির খোল জলের সঙ্গে সহজে মেশে না। নিকাশির মুখে আটকে থেকে যায়। এমনিতেই কলকাতায় জল জমার সমস্যা বেশি।

ছট নিয়ে বিভিন্ন পুরসভায় ১১ দফা নির্দেশিকা নবান্নর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার ছট পুজো। তার আগেই সারা রাজ্যের প্রতিটি জেলায় নদী ঘাট ও জলশায়ে ছট পুজোর জন্য বরাদ্দ স্থানগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পুরসভাগুলিকে নির্দেশ পাঠাল নবান্ন। সূত্রে খবর, ছট পুজোকে সামনে রেখে রাজ্য পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তর থেকে পুরসভাগুলিকে ১১ দফা নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। এই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, মঙ্গলবারের মধ্যে নদীর ঘাট-সহ যেসব জলাশয়ে ছট পুজো হয় সেখানে সংশ্লিষ্ট পুরসভাকে জঙ্গাল সাফাই করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ফেলতে হবে। জঙ্গাল সাফাই বিভাগের কর্মীদের নিয়ে দল তৈরি করে সাফাই অভিযানে নামার কথা বলেছে পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তর। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, প্রতিটি নদীর ঘাট ও জলাশয়ের সামনে বড় বড় মাপের ডাস্টবিন বসানোর নির্দেশ

দেওয়া হয়েছে। ভক্তরা পুজোর উপাচার জলে ফেলার পরই তা তুলে যাতে ওখানে রাখা হয়, সেই জন্যই এই ব্যবস্থা।

এই প্রসঙ্গে পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ছট পুজোর পুণ্যার্থীদের সচেতন করতে হবে, যাতে তাঁরা পুজোর পর নদী বা জলাশয়ের জল নোংরা না করেন। পুজো শেষে উচ্ছিষ্ট সামগ্রী এই বিনে ফেলে দেন। এর পাশাপাশি এও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রতিটি নদী-ঘাটে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। মহিলাদের পোশাক বদলের জন্য নিরাপদ ঘেরা ঘরের ব্যবস্থাও করতে হবে। স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে কথা বলে ঘাট চত্বরে আঁটোসাটো নিরাপত্তার ব্যবস্থারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে সূত্রে খবর, পুরসভাগুলোর পক্ষ থেকেও ছট পুজো উপলক্ষে বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হবে। তাঁদের পুরসভা থেকে সচিত্র পরিচয় পত্র গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরই পাশাপাশি ছট পুজোর দিনও ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘাট চত্বরকে পরিষ্কার রাখতে হবে। এজন্য উপযুক্ত নজরদারির ব্যবস্থা করতে হবে। এই সব ব্যবস্থা সঠিক রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখতে বুধবারের মধ্যেই পুরসভার কমিশনার বা এক্সিকিউটিভ অফিসারদের রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

এর পাশাপাশি রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তর প্রতিটি পুরসভাকে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুক্রবার পর্যন্ত কন্ট্রোলরুম চালু রাখতে বলেছে। যেসব ঘাটে ছট পুজো হবে সেখানে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গে শৌচালয়ের ব্যবস্থা যেন থাকে, সেই দিকে নজর দেওয়ার কথাও রয়েছে নির্দেশিকাতে। কেবল শৌচালয় থাকাই নয়, নিয়ম করে যেন তা পরিষ্কার করা হয়, তার দিকেও নজর রাখার কথা বলা হয়েছে। এইজন্য জঙ্গাল সাফাই বিভাগের কর্মীদের তৎপর থাকার নির্দেশও রয়েছে। এছাড়াও এই নির্দেশিকায় বাড়তি নিরাপত্তা রাখারও উল্লেখ করা হয়েছে।

কারণ, জলে নামলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থেকেই যায়। তাই কোনও রকম অপ্রীতিকর ব্যবস্থা এড়ানোর জন্য ব্যারিকেড লাগানোর কথাও জানানো হয়েছে।

বাস বাতিল নিয়ে বিজ্ঞপ্তি পুনর্বিবেচনার নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল নভেম্বর মাসেই বাতিল হতে চলেছে বিরাট সংখ্যায় বাস। সেই সময় আসার আগেই কলকাতা হাইকোর্টের পক্ষ থেকে বড় ঘোষণা করা হয় রাজ্যের উদ্দেশ্যে। রাজ্যের মুখ্যসচিবকে কলকাতা হাইকোর্টের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যের জারি করা বিজ্ঞপ্তি পুনর্বিবেচনা করতে হবে। সোমবার দিন বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চের পক্ষ থেকে এই নির্দেশ জারি করা হয়।

দূষণ ঠেকানোর জন্য, ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনালের পক্ষ থেকে বাসের মেয়াদ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল। দেশের একাধিক হাইকোর্টের পক্ষ থেকে আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে সব গাড়ির আয়ু পনেরো বছর ঊর্ধ্বে হলে সেগুলি বাতিল করতে হবে। সেই তালিকার মধ্যে রয়েছে পুরনো বাস, লরি, ট্যাক্সি, অটো।

বাতিলের তালিকায় রয়েছে শহরতলির বিভিন্ন রুটে ১৫ বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ কয়েক হাজার বাস। এই সব বাস এখনই বাতিল করা যাবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে হাইকোর্টের পক্ষ থেকে। এই মর্মে হাইকোর্টের পক্ষ থেকে মুখ্যসচিবকে চিঠিও দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আন্দোলন শুরু করেছেন বাস মালিক সংগঠনের একাংশ। তাদের অভিযোগ, ২০১৮ সালের পর থেকে সরকারের পক্ষ থেকে বাসের ভাড়া বৃদ্ধি করতে দেওয়া হয়নি। তাই অবিলম্বে সরকারের পক্ষ থেকে বাস ভাড়া বৃদ্ধি করতে দিতে হবে নয়ত বাস বাতিলের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে হবে।

মদের আসর বসানোর প্রতিবাদে মারধর বাঘাযতীনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রকাশ্যে মদের আসর বসানোর প্রতিবাদ করায় আক্রমণের মুখে পড়তে হল প্রতিবাদীদের। করা হয় মারধরও, এমনটাই অভিযোগ। পাশাপাশি তাণ্ডব চালানো হয় একটি ক্লাবেও। মারধর করা হয় ক্লাবের সদস্যদের। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় ইতিমধ্যে তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা হল, অভিজিৎ কুণ্ডু, অতনু কুণ্ডু ও শুভজিৎ মালাকার।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার রাত ১টা নাগাদ বাঘাযতীনের বিদ্যাসাগর পল্লির রুদ্রাক্ষ এভারগ্রিন ক্লাবে হামলা চালায় জনা পঞ্চাশেক দুষ্কৃতী। লাঠি-রড দিয়ে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় ক্লাব সদস্যদের। সূত্রে খবর, ক্লাবের জনা বারো সদস্য এই ঘটনায় জখম হয়েছেন। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে স্থানীয় এক প্রোমোটারের দিকেই। তারই নেতৃত্বে এই হামলা চলে বলে জানানো হয়েছে। এলাকায় মদের আসর বসানোর প্রতিবাদ করার জন্যই হামলা চালানো হয়।

ক্লাবের সদস্যদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, 'প্রোমোটার রিন্টু ও তার দলবল রাস্তায় দাঁড়িয়ে মদ খাচ্ছিল। স্থানীয় কয়েকজন মহিলা ওই রাস্তা দিয়ে গেলে মাঝেমধ্যে ওরা কটূক্তিও করে। এই ধরনের ঘটনা যাতে না-ঘটে সেজন্য আমি প্রতিবাদ করি। শুক্রবার রাতেই এর জন্য রিন্টু হুমকি দেয় তন্ময়কে ফোনে। এরপর শনিবার রাত একটা-দেড়টা নাগাদ রিন্টু দলবল নিয়ে এসে চড়াও হয় ক্লাবে।' তন্ময়-সহ অন্যদের মারধর করা হয়। রড, বাঁশ, লাঠি নিয়ে ভাঙচুর চলে। রাতেই নেতাজিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। বিশ্বজিৎ সাহা নামে আর এক জখম ব্যক্তির কথায়, 'যে সামনে আসছিল, তাকেই মারছিল রিন্টুরা। জনা পঞ্চাশেক লোক ছিল ওই দলে।' বোতল ভেঙে হাত কেটে যায় বিশ্বজিতের। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, ঘটনা সময়ে পুলিশের ১০০ ডায়ালে ফোন করেও লাভ হয়নি। এলাকার কয়েকজন মহিলারা জানান, এই হামলাকারীদের অনেকেই প্রকাশ্যে মদ্যপান করে, তাঁদের লক্ষ্য করে কটূক্তিও করে। বারবার এর প্রতিবাদ জানিয়েও ফল হয়নি। শনিবার রাতে ঘটনার পরে রবিবার স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক, কাউন্সিলাররা ঘটনাস্থলে যান। তাঁদের কাছেও স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেন, অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

স্ত্রীকে অশ্লীল মন্তব্যের প্রতিবাদে মারধর, ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্ত্রীকে অশালীন মন্তব্য। স্বামী প্রতিবাদ করতেই তাঁকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ। ঘটনায় লেকটাউন থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার তিন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, কলকাতার পাতিপুকুর এলাকায় বসবাস করেন ওই মহিলা ও তাঁর স্বামী। কালীপুজো উপলক্ষে স্থানীয় স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিমা নিরঞ্জনের অনুষ্ঠান চলছিল। অভিযোগ, সেই সময় এলাকার কয়েকজন যুবক বাড়ি ফেরার সময় মহিলাকে অবমাননাকর মন্তব্য করে। শুধু তাই নয়, ক্রমাগত মন্তব্য করতে থাকে। চলতি ভাষায় যাকে বলা হয় টন্টিং। এরই প্রতিবাদ জানান স্বামী। অভিযোগ, তখনই তিনজন যুবক স্বামীকে মারধর করে। এরপরই গোটা ঘটনায় লেকটাউন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। লেকটাউন থানার পুলিশ তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্তদের নাম রবি রাজভর, মনোজ রাজভর এবং সিরাজ হোসেন। এরা প্রত্যেকেই উত্তর ২৪ পরগনা জগদ্দলের বাসিন্দা। সোমবার অভিযুক্ত তিনজনকে বিধাননগর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে মহিলাকে কুরুচিকর মন্তব্য করায় শ্লীলতাহানি-মারধর সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

এফআইআর নিতে বিলম্ব, প্রশ্নের মুখে এন্টালি থানার ভূমিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাড়িতে অসুস্থ মা। তাই বাড়ির সামনে বাজি ফাটানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন এক যুবক। আর সেই ঘটনায় বেধড়ক মারধর করা হয় ওই প্রতিবাদী যুবককে। ঘটনাটি ঘটে রবিবার রাত ১২টা নাগাদ এন্টালি থানার অন্তর্গত আনন্দ পালিত রোড এবং ছাতুবাগান লেন সংযোগস্থলে । সায়ন কুণ্ডু এবং তাঁর বাবা সুশীল কুণ্ডু বাড়ির সামনে বাজি ফাটানো নিয়ে এলাকার কিছু ছেলের সঙ্গে বচসা হয় বলে জানা যাচ্ছে। অভিযোগ, তারপরই তাঁদের উপর এলাকার ২০ থেকে ৩০ জন যুবকের একটি দল চড়াও হয় সায়নের ওপর। এরপর চলে বেধড়ক মারধর।

এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় সায়নকে নিয়ে হাসপাতালে ছোটেন পরিবারের লোকজন। তারপরই সোজা চলে যান এন্টালি থানায়। যদিও এক্ষেত্রে আবার পুলিশের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। সায়ন ও তাঁর বাবার দাবি, শুরুতে তাঁদের অভিযোগ নিতে চায়নি পুলিশ। অভিযুক্তদের ডেকে মিটমাট করে নেওয়ার 'নিদান' দেন পুলিশ কর্মীরা। সায়ন জানাচ্ছেন, তাঁরা সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলছেন দেখে ফের তাঁদের ডাকা হয় থানায়। তারপরই নেওয়া হয় এফআইআর। শেষ পর্যন্ত এ ঘটনায় দুই যুবককে গ্রেপ্তারও করে পুলিশ। সায়ন বলছেন, 'পুলিশ আমাদের সেটলমেন্টের কথা বলেছিল। যে ছেলেটার সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল তাঁকে বসিয়ে কথা বলার কথা বলছিল। কিন্তু, আমার বাবা বলে আমরা কোনও কথাবার্তা বলব না। অভিযোগ দায়ের করব। তারপর আমাদের একটা স্লিপ দেয়। আমরা বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। পরে মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে দেখে ফের আমাদের ডাকে।'

নৈহাটির একাধিক বাড়িতে ভাঙচুর, কাঠগড়ায় তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: এলাকার যুবকদের মধ্যে বিবাদকে ঘিরে একাধিক বাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল স্থানীয় তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। এমনকি টোটো ও মোটর বাইকও ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে নৈহাটি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের লালবাবা ঘাট এলাকায়। দু'পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় আহত দুর্গা প্রসাদ দাস নামে এক যুবক কল্যানীর জে এন এম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয়দের অভিযোগ, লালবাবা ঘাটে মদ্যপ অবস্থায় দুর্গা প্রসাদ গালাগালি করছিল। স্থানীয় কয়েকজনের মধ্যে বচসা থেকে মারপিট বেধে যায়। পরবর্তীতে স্থানীয় তৃণমূল নেতা বালি মাফিয়া মনোজ

দাস দলবল নিয়ে এসে একাধিক বাড়িতে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা অনিতা রায়ের দাবি, দুর্গাকে পাড়ার ছেলেরা মারধর করেনি। বহিরাগতরা মারধর করেছে। তা সত্ত্বেও পুলিশের সামনেই মনোজ দাসের দলবল একাধিক বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছে। মনোজকে দল থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। যদিও তৃণমূল নেতা মনোজ দাস তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তৃণমূল নেতা মনোজ দাস বলেন, কোনও বাড়ি ভাঙচুর করা হয়নি। পুলিশ তাঁকে বাড়িগুলো চিহ্নিত করিয়ে দেওয়ার জন্য ডেকেছিল। তাই তিনি ওখানে এসেছিলেন। ঘটনা নিয়ে ওয়ার্ডের তৃণমূল সভাপতি জাহিদ হুসেন বলেন, 'এলাকার ছোটদের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। দু'পক্ষকে নিয়ে বসে মিটিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলাম। যদিও দু'পক্ষই প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে। এখন প্রশাসন বিষয়টি তদন্ত করে দেখবে।' তাঁর দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই।

শাসকদলের হয়ে ভোট প্রচার তিন প্রধান ক্লাব কর্তার, 'অনৈতিক' বললেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: নৈহাটি উপনির্বাচনে সনৎ দে'কে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। আগামী ১৩ নভেম্বর সেখানে ভোট। এই কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন পার্থ ভৌমিক। কিন্তু তিনি সাংসদ হয়ে যাওয়ার জেরে এই কেন্দ্রে ফের নির্বাচন। আর এবার সেই কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন সনৎ দে। বর্তমানে তিনি নৈহাটি শহর তৃণমূলের সভাপতি। এদিকে আবার সেই সনৎ দে'র পক্ষে ব্যাট ধরেছেন কলকাতার একাধিক ক্লাবের কর্ণধার। আর তারপরই এনিয়ে তীব্র আপত্তির কথা জানিয়েছেন বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি এনিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, একেবারে অনৈতিকভাবে মোহন বাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান ক্লাবের শীর্ষ কর্তারা তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে'র পক্ষে প্রচার করছেন। নৈহাটিতে উপনির্বাচনের আগে এটা করা হচ্ছে। সবথেকে আশ্চর্যের হল ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফুটবলের গভর্নিং বডি ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অনির্বান দত্ত একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে। ভোটের আগে সনৎ দেকে

জেতানোর জন্য আবেদন করা হয়েছে। আমার মনে হয় স্পোর্টিং ক্লাব ও গভর্নিং বডির উল্লেখযোগ্য পদে থাকার সুবাদে প্রার্থীকে জেতানোর জন্য আবেদন করা এটা একেবারেই খেলোয়াড় সুলভ নয়। এটা নির্বাচনী আচরণবিধির বিরুদ্ধে যেতে পারে। আমি কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে এনিয়ে চিঠি দিয়েছি। তাঁকে অনুরোধ করেছি গোটা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখুন, একটা তদন্তের ব্যবস্থা করুন, আচরণবিধি ভঙ্গ করার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিন।' লিখেছেন শুভেন্দু।

তবে এবার তার পালটা দিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, যখন ক্লাবের লোকজন জার্সি পরে উই ওয়ান্ট জাস্টিস চাইছিলেন তখন মনে পড়েনি!

এখন এসব কথা বলছেন। কুণাল লিখেছেন, 'ক্লাবের জার্সি পরিয়ে সমর্থকদের একাংশের নাম করে উই ওয়ান্ট জাস্টিস, উই ওয়ান্ট চেয়ার রূপান্তরিত পরিকল্পিত স্লোগান দিলে সেটা বিপ্লব। আর নৈহাটির দক্ষ ক্রীড়াসংগঠক, যিনি ওই এলাকায় উচ্চমানের ফুটবল টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি ভোটে প্রার্থী, তিন প্রধান ও আই এফ এ কর্তারা তাঁর প্রশংসা বা সমর্থন করলে সেটা রাজনীতি। ন্যায়বিচার সবাই চাই। কিন্তু বিরোধীরা ক্লাবগুলোর জার্সির অপব্যবহার করেছিল।'

গঙ্গার ভাঙন রুখতে ঘাট পরিদর্শনে মেয়র

নিজস্ব প্রতিবেদন: কয়েকদিন আগেই নজরে এসেছে নিমতলা ঘাটের গঙ্গা ভাঙন। যার জেরে চিন্তায় প্রশাসন। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ধারণা, হাওড়ার দিকে পলি জমায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। এরপর সোমবার মেয়র নিজে গিয়ে গঙ্গার ঘাটগুলি পরিদর্শন করলেন। ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে ছিলেন পুরকর্মীরাও। আদি গঙ্গাকে কীভাবে পুনরায় নিজেদের জায়গায় ফেরানো যায় সেই নিয়েই চলে আলোচনা। কারণ, যেভাবে একাধিক পাড়ে ভাঙন দেখা যাচ্ছে তাতে আগামীতে বড় বিপর্যয় এলে বাড়তে পারে বিপদ। শহর কলকাতাও হতে পারে বানভাসি। তাই আগে ভাগেই পদক্ষেপ করতে পরিদর্শনে বের হন মেয়র।

এ দিন গঙ্গার ঘাট পরিদর্শন করে মেয়র জানান, 'মানুষকে সচেতন হতেই হবে। আগের সরকার প্ল্যানিং না করায় আদি গঙ্গায় ময়লা ফেলা হত। কেন্দ্রীয় সরকারকেও এগিয়ে

আসতে হবে। দিল্লিতে এমন জায়গা আছে যেখানে ওয়াটার মাফিয়া আছে। জল পাওয়া যায় না। সেখানে বাংলায় গঙ্গা আছে। ১০০ বছর বাদে এখানেও যাতে জল কষ্ট না হয় তার জন্য এখন থেকেই সচেতন হতে হবে। ড্রেজিংয়ের সমস্যা বেশ কিছু জায়গায়। যার জেরে নিমতলা থেকে ফলতলা ঘাট ভাঙছে। পোর্ট ট্রাস্ট সেন্ট্রালকে দেখতে হবে। ফরাক্কাতেও দরকার ড্রেজিংয়ের। গঙ্গা পোর্ট ট্রাস্টে জানিয়েছি। পোর্ট ট্রাস্ট এবং পুরসভা বসে একসঙ্গে পরিকল্পনা করবে। আদি গঙ্গার পলি সরাতে প্রায় ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।'

বস্তুত, গত শুক্রবার রাত্রিবেলা গঙ্গার স্রোতে ভেসে যায় নিমতলা ঘাটের একাংশ। শুধু তাই নয়, নিমতলা ঘাটে রবিঠাকুরের সমাধিক্ষেত্র ঘিরে বাড়ছে উদ্বেগ। সেটিও কার্যত বিপদসীমার মধ্যে। ফলে গঙ্গার গ্রাসে তলিয়ে যাওয়ার আতঙ্ক বাড়ছে নিমতলা-বাগবাজার সহ একাধিক এলাকায়।

কমেছে কলকাতার দূষণ মাত্রা, জানাল কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীপাবলির পরের দিন কলকাতার অনেক জায়গাতেই বাতাসে বেড়েছিল দূষণের মাত্রা। তবে রবিবার থেকে বদলাচ্ছে ছবিটা। কলকাতায় যেখানে বাতাসের মান রবিবারও খারাপ ছিল, সেই এলাকাগুলিতে শনিবার রাতেও দেদার বাজি ফেটেছে বলে দাবি পরিবেশকর্মীদের। তবে রবিবার থেকে মহানগরের অধিকাংশ এলাকায় উন্নত হতে শুরু করে পরিস্থিতি। অন্যদিকে রাজধানী দিল্লির সর্বত্রই এ দিন বাতাসের মান ছিল খুব খারাপ।

কলকাতায় বাতাসের অবস্থার উন্নতির পিছনে বাজির দাপট কমে যাওয়াই অন্যতম কারণ বলে দাবি করছেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। কিন্তু দিল্লির এই অবস্থার জন্য মাত্রাতিরিক্ত যানবাহন, লাগোয়া হরিয়ানাতে নাড়া পোড়ানো এবং তাপমাত্রা কমে

যাওয়ার হাত রয়েছে বলে দাবি বিশেষজ্ঞদের। কলকাতা এই সব সমস্যা থেকে অনেকটাই মুক্ত।

রবিবার সকাল থেকে কলকাতা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য বলছে, শনিবার বালিগঞ্জ থেকে শুরু করে বিধাননগর, যাদবপুর, ফোর্ট উইলিয়াম, রবীন্দ্র সরোবর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল চত্বরে বাতাসের দূষণ সূচক (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই) ছিল ২০০ থেকে ৩৩০-এর মধ্যে। বালিগঞ্জ ছাড়া বাকি সব জায়গাতেই এ দিন একিউআই ঘোরাফেরা করেছে ১৫০ থেকে ১৮০-র মধ্যে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, দূষণ সূচক ১৫০ পেরোলেই তা ক্ষতিকর বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। পরিবেশবিজ্ঞানী তড়িৎ রায়চৌধুরীর বক্তব্য, 'তাপমাত্রা কমলেই উত্তুরে হাওয়ার গতিবেগ বাড়ে। তেমনই শীতের সময়ে পশ্চিমি ঝঞ্ঝাও বারবার দিক পরিবর্তন করে। ফলে, বাতাসে আর্দ্রতা অনেক কমে যায়। সে কারণে ধূলিকণার মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বাড়ে। দূষণের মাত্রাও বেড়ে যায় অনেকটাই।'

এই ইস্যুতে আগামী ক'মাস দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবি তুলছেন পরিবেশকর্মীরা। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, শহরে শীতের সময়ে যত্রতত্র জিনিস পোড়ানোর কারণেই সবচেয়ে বেশি দূষণ ছড়ায়। ফুটপাথে কাঠকয়লা পুড়িয়ে রান্নাও এই বিষের জন্য দায়ী। এ প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ (পরিবেশ) স্বপন সমাদ্দার বলেন, 'রাস্তা ধোওয়ার জন্য যেমন স্প্রিঙ্কলার ব্যবহার হবে, তেমনই যত্রতত্র জঞ্জাল পোড়ানো ঠেকাতে নজরদারির জন্য বিশেষ টিম করা হয়েছে।' হকারদের অনেককে দূষণ ঠেকানোর জন্য পরিবেশবান্ধব সামগ্রী দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি পুরকর্তাদের।

ফুলের অলঙ্কারের সাজে বড়মার বিসর্জন যাত্রায় ভক্তদের সমাগম

নিজস্ব প্রতিবেদন: বড়মার বিসর্জন না হলে নৈহাটির অন্য কোনও প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় না। এটাই নৈহাটির কালী পুজোর রীতি। প্রাচীন রীতি মেনেই সোমবার সকাল থেকে বড়মার স্বর্ণালঙ্কার খোলা শুরু হয়। বিকেলের মধ্যে বড়মাকে ফুলের অলঙ্কারে সাজানো হয়। তারপর অগণিত ভক্তদের উপস্থিতিতে চাকা লাগানো ট্রলি করে বড়মাকে গঙ্গার ফেরিঘাটে আনা হয়। বড়মার বিসর্জন দেখতে হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন নৈহাটির অরবিন্দ রোডে। আর অগণিত ভক্তদের 'জয় বড়মা' ধ্বনির মধ্য দিয়ে এদিন বড়মাকে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়।

বড়মার বিদায় বেলায় ভক্তদের চোখে নেমে এল জল। ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ভক্তরা বড়মাকে বিদায় জানালেন। বড়মার বিসর্জনের পর এদিন নৈহাটির অন্যান্য প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হল। গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে নৈহাটির পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'সকলের মন আজ ভারাক্রান্ত। সামনের বছরের অপেক্ষায় থাকবেন মায়ের ভক্তরা।' যদিও এক মাকে নিরঞ্জন করা হলেও আরেক মা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মঙ্গলবার থেকে সর্ব সাধারণের জন্য বড়মার মন্দির খুলে দেওয়া হবে।

সম্পাদকীয়

‘ইন্ডিয়া’ জোটসঙ্গী শরিকদের বোঝাপড়ার অভাব বাড়ছেই

এই রাজ্যে ইন্ডিয়া মঞ্চটিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানতম রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান প্রথমাবধি সমস্যাসঙ্কুল, কিন্তু বামফ্রন্ট তথা সিপিআইএমের সঙ্গেও বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেসের বোঝাপড়ার গল্প কার্যত শেষ। সব মিলিয়ে, ইন্ডিয়া-র কেন্দ্রীয় চরিত্রটি মঞ্চের সংহতি ধরে রাখার সামর্থ্য দ্রুত হারাচ্ছে কি না, সেই প্রশ্ন কেবল সঙ্গত নয়, অনিবার্য। এই সমস্যার প্রধান কারণ কি কংগ্রেস নিজে? শরিক, সঙ্গী বা সহযোগী দলগুলির অনেকেরই অভিযোগ, দেশের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দলটি এখনও নিজের প্রকৃত ওজন বুঝতে অক্ষম, ফলে আসন রফার সময় তারা প্রাপ্যের তুলনায় অনেক বেশি আসন চায়, দাবি করে অতিরিক্ত গুরুত্ব। তাদের মতে, লোকসভা নির্বাচনে ‘অপ্রত্যাশিত’ সাফল্য এই আত্মগরিমায় ইন্ধন জুগিয়েছে, অথচ হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচনে ‘জেতা ম্যাচ হেরে যাওয়া’র সাম্প্রতিক ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে যে কংগ্রেসের ভার এবং ধার কোনওটাই সন্তোষজনক নয়। এবং, রাজ্য স্তরের এই অভিজ্ঞতা থেকেও দলের নেতৃত্ব প্রয়োজনীয় শিক্ষা নেয়নি। বস্তুত, বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ব্যর্থতা একাধিক রাজ্যেই সহযোগীদের খুশি করেছে, কারণ তারা দর কষাকষিতে সুবিধা পেয়েছে। অর্থাৎ, বিজেপি-বিরোধী শিবিরে কংগ্রেসের সঙ্গে অন্য দলগুলির মনোমালিন্য বা অসহযোগ নতুন করে প্রবল হয়ে উঠছে। এই বাস্তব কংগ্রেসের নেতারা কতটা বুঝতে পারছেন? দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা তথাকথিত হাই কমান্ডের আচরণ ভরসা দেয় না। যেমন, মহারাষ্ট্রে মহা বিকাশ আঘাড়ী জোটের শরিকদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় রাজ্য কংগ্রেসের নেতারা কেন বেশি নমনীয় হয়েছেন, এই প্রশ্ন তুলে রাহুল গান্ধী নাকি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। দলীয় মুখপাত্ররা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু সেই অস্বীকারের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে বড় রকমের সংশয় থেকেই যায়। এই সংশয় স্বাভাবিক যে, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব লোকসভা নির্বাচনে ৯৯ আসন পেয়ে ‘আমরা একাই একশো’ মনোভাবের বশীভূত হয়েছেন।

শব্দবাণ-৯২

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. সীতাদেবী ৩. আধার, পাত্র ৫. সেইসময় ৭. হাসিযুক্ত, হাস্যরত ৮. ব্যাঙ্কের সিন্দুক ১০. ভীত হওয়া।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. পুঁজিপতি ২. ঘটনার প্রকৃত অবস্থা ৩. ছায়া ৪. অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ৬. পুর ৯. মশলাদার আমিষ রান্না।

সমাধান: শব্দবাণ-৯১

পাশাপাশি: ১. প্রতিভাস ৩. জড়িমা ৪. আজব ৬. কেশব ৯. রক্ষণ ১০. তিরোধান।

উপর-নীচ: ১. প্রমার্থী ২. সহজ ৩. জনান্তিকে ৫. বক্ষ্যমাণ ৭. শপতি ৮. ধরন।

জন্মদিন

আজকের দিন

বিরাট কোহলি

১৯৫৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রামটহল চৌধুরীর জন্মদিন।*
১৯৭৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় শিবসুন্দর দাসের জন্মদিন।*
১৯৮৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বিরাজ কোহলির জন্মদিন।*

ছট পূজা এবং উৎসবের নিজস্বতা

ডাঃ শামসুল হক

হিন্দু বর্ষপঞ্জির কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে পালিত এক মহা উৎসব ই আমাদের কাছে পরিচিত ছট পূজা নামে। একরাশ পবিত্রতা , শ্রদ্ধা এবং ভক্তির মিলিত সমাহারে সূর্যদেবের প্রার্থণার নিমিত্তেই সেই আয়োজন। এই উৎসব চলে আসছে অতি প্রাচীন কাল থেকেই। ঋক বেদেও আছে এই উৎসবের উল্লেখ। তাই সারা দেশ জুড়েই ধূমধাম সহযোগে পালিত হয় সেই উৎসব। যোগ দেন সকল শ্রেণীর মানুষজনও।

ঝাড়খণ্ড , বিহার , মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, উত্তর প্রদেশ সহ দেশের বিভিন্ন অংশেই উৎসবের সময় শুরু হয়ে যায় সাজ সাজ রব ও। বাদ যায় না আমাদের পশ্চিম বাংলার ছোট বড় সমস্ত গ্রাম কিংবা শহরাঞ্চলও। কলকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল ও তখন সেজে ওঠে একেবারে নতুন রূপে। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে তখন দেখা যায় উৎসবের বিশাল সমারোহও। আর সেইসময় শুধুমাত্র আমাদের দেশেই বা কোন , এই উৎসবের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে নেপালের বিভিন্ন অঞ্চলও। আবার প্রবাসী ভারতীয়রাও ঠিক নিয়ম মেনেই পালন করে থাকেন এই উৎসব।

দেশ বিদেশের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামেই পরিচিত এই উৎসব। ছট পূজা , এটাই এর পরিচিত নাম হলেও কোথাও কোথাও তা পরিচিত নাম ডানা পূজা তো কোথাও সূর্য ষষ্ঠী। আবার কোন কোন স্থানে সেই উৎসবের প্রচলিত নামটা হল ছটী মাঈ পূজাও। তা যেখানে যে নামেই এই উৎসব প্রতিপালিত হোক না কেন, সব শ্রেণীর মানুষই কিন্তু সেটা পালন করেন পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহযোগেই।

সূর্যদেবের ষষ্ঠী তিথির ব্রত হ ওয়ার দরুন ই এই উৎসবের নামকরণ করা হয়েছে ছট পার্বণ। নির্জলা সেই ব্রত পালিত হয় মোটামুটি চারদিন ধরে। এই পার্বণের জন্য উপাসনা স্থলে কোন মূর্তি রাখা হয় না। কেবলমাত্র ডুবিত এবং উদিত সূর্য দেবতাকে কেন্দ্র করেই আয়োজন করা হয় চারদিনের সেই বিশেষ পার্বণের।

নির্দিষ্ট সেই চারটে দিনের মধ্যে প্রথম দিন , অর্থাৎ কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের চতুর্থী তিথিতে সকাল সকাল স্নান সেরে লবণ ছাড়া নিরামিষ খাবার খেয়ে পূণ্যার্থীরা শুরু করেন তাঁদের ব্রত পালন। আর তারপর চলে তাঁদের নির্জলা উপবাস পর্ব। দ্বিতীয় দিনে পুজো সেরে তাঁরা গ্ হণ করেন ক্ষীরের ভোগ । তৃতীয় দিনে নিকটবর্তী কোন নদী বা বড় জলাশয়ের তীরবর্তী ঘাটে সকলে মিলে জমায়েত হন তাঁরা। সকলেই তখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন তাঁদের ঈপ্সিত সূর্যদেব কখন পশ্চিম দিগন্তে হারিয়ে যাবেন একটু একটু করে। সেই মুহূর্তে অস্তগামী সেই সূর্যের উদ্দেশ্যেই তাঁরা অর্ঘ্য অর্থাৎ দুধ অর্পণ করেন।

মনের গোপনে লুকিয়ে থাকা মানের সেই ইচ্ছেটাকে ষোল কলায় পূর্ণ করার জন্য তাঁদের প্রথম পছন্দের স্থান হল গঙ্গার তীরবর্তী কোন অঞ্চলই। সেটা পেলে ভীষণভাবেই খুশি হন সকলে। আর একান্ত না পেলে কাছাকাছি কোন নদী অথবা বড় জলাশয়ের ঘাটকেই বেছে নেন তাঁরা এবং সেটাকেই পবিত্র স্থান মনে করে নিজ নিজ প্রত্যাশা পূরণের জন্য ভীষণভাবে সচেষ্টও হয়ে ওঠেন ।

তৃতীয় দিনের অপরাহ্ণ বেলার মতো চতুর্থ দিনের প্রভাতেও তাঁরা সকলে মিলেই আবার হাজির হন সেই একই স্থানে। সেদিন সকালে আবার অপেক্ষা করেন উদীয়মান সূর্যদেবের ই জন্য। তখন আবার শুরু হয় অর্ঘ প্রদান এবং সেইসঙ্গে সূর্য প্রণাম ও । তারপর চলে উপস্থিত সকলের মধ্যে নানান ধরণের ফলমূল এবং মিষ্টান্ন বিতরণ। আর প্রসাদ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ও । তাই এই ব্যাপারে সকলের উৎসাহ ও চোখ চেয়ে দেখার মত । সুগন্ধি চাল , হরেক রকমের তাজা ফল, শুকনো ফল,গম ,গুড় , বাদাম, নারকেল , ঘি ইত্যাদি মিশিয়ে বিশেষ যে প্রসাদ তৈরি হয় তার নাম ঠেকুয়া। কোন কোন স্থানে তা আবার পরিচিত থেকুয়া নামেও । কিন্তু যে নামেই সেটা পরিচিত হোক না কেন , সেই প্রসাদের দিকেই তাকিয়ে থেকে মনে মনে তৃপ্ত ও হন অনেকে ।

‘রাসলীলা’ গোপীরা যেন মেঘ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ যেন মেঘকথা

প্রদীপ মারিক

‘রাসলীলা’ কথাটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ ‘রাস’ থেকে। রাস শব্দটি মানে অনুভূতি আর লীলা মানে দৈবিক কার্য্য। এখানে দৈবিক কার্য্য বলতে বিশেষ প্রকার নৃত্যের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং রাসলীলা বলতে বিশেষ প্রকার নৃত্যে বোঝায় যা শ্রীকৃষ্ণ রাধারানী এবং গোপীবৃন্দ একযোগে সম্পন্ন করেছিলেন। যেখানে সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক অনুভূতি ভালোবাসা আর অপ্রাকৃতিক আনন্দ বিরাজমান ছিল। এক কথায় রাস এক পরমানন্দ দৈবিক নৃত্য। শ্রীকৃষ্ণ হলেন স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার আর শ্রীমতী রাধা তাঁর পরাশক্তি, গোপীগণ হলেন সেই মুনি ঋষি গণ যারা অনেক সাধনা করেও ত্রেতাতে শ্রীরামের দর্শন পাননি বলে তাদের মনের ইচ্ছা দ্বাপরে পূর্ণ করেন শ্রী মধুসূদন। রাস হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তম মধুর রস। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তাত্বিক রসের সমৃদ্ধ কথা বস্তুকে রাসলীলার মাধ্যমে জীবাত্মার থেকে পরমাত্মায় দৈনন্দিন জীবনের সুখানুভূতিকে আধ্যাত্মিকতায় এবং কাম প্রবৃত্তি সমূহকে প্রেমাত্মক প্রকৃতিতে রূপ প্রদান করাই হল রাস যাত্রার তাৎপর্য। যখন গোপীগণ কৃষ্ণের মধুর মনোহর বাঁশী শ্রবণে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে এলেন, তাঁরা দেখলেন যমুনার তীরে কদম বৃক্ষ তলে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন। গোপীরা বৃত্তাকৃতি হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। মাঝখানে ছিলেন শ্রীমতী রাধা ও শ্রীকৃষ্ণ। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের কথা দিয়ে ছিলেন তিনি তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই নৃত্য করবেন, তাই তিনি মায়াবলে প্রত্যেক গোপীর সাথে নৃত্য করতে লাগলেন। গোপীবৃন্দের সংগীতে ছিল পরমাত্মার চরণে নিজেদের বিলীয়মান করার ইচ্ছা যা জ্ঞান যোগের প্রতীক। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সুর ও নিজেদের সংগীতের সাথে তাল মিলিয়ে গোপীরা যে নৃত্য মুদ্রা প্রস্তুত করেছেন, তা হল কর্মযোগ। এই সংগীত, নৃত্য, সুর সবকিছুর সমন্বয়ে পরমাত্মাতে লীন হওয়ার যে ভাবের আবেশ হয়েছে, তা হল ভক্তিযোগ। প্রত্যেক গোপীর সাথে ছিলেন একজন শ্রীকৃষ্ণ। এখানে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ হল অন্তর্যামী। এর মানে, সকল জীবের মাঝে তিনি পরমাত্মা রূপে বিদ্যমান। এ জগতে সব আত্মা হলেন নারী শক্তির অর্থাৎ প্রকৃতির অংশ, তাই রাসলীলায় গোপীরা প্রকৃতির অংশ হিসাবে উপস্থিত। মধ্যমনি হলেন পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পরাশক্তি শ্রীমতী রাধারানী। মানে পুরুষ ও প্রকৃতির অপূর্ব মেলবন্ধন। শ্রীকৃষ্ণের অষ্টসখী ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, ইন্দুরেখা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, তুঙ্গবিদ্যা, সুদেবী নৃত্য লীলায় মগ্ন। আজও কার্তিক পূর্ণিমার রাত বৈষ্ণবদের বড় প্রিয়। এই রাতেই তাঁদের প্রাণের উৎসব রাস উদযাপিত হয়। তাই তাঁদের সাধনভজন কুটিরের নিকোনো উঠোনে আলপনা দিয়ে, উঠোনের পূর্ব কোণে টাঙানো হয় ছোট্ট একখানি চাঁদোয়া। তার নিচেই রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ রাখা হয়। কোথাও কোথাও রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির চারদিকে রাখা হয় অষ্টসখীকে। বড় মায়াময় সে মূর্তি এবং পরিবেশটি। উঠোনের এক কোণে মঞ্জরী ভরা তুলসীগাছের ঝাড় রাখা হয়। কার্তিকের জ্যোৎস্নার দুধ-সাদা আলোয় আটপৌরে ভজন প্রেমের চেনা পরিবেশ কেমন যেন অপার্থিব সুন্দর হয়ে ওঠে। কাঠের ছোট সিংহাসনে বসানো হয় যুগল বিগ্রহের চারপাশে গোল করে সাজানো অষ্টসখীর মূর্তি। পরনে জমকালো পোশাক, সামনে ফরাস পাতা। তাতে সাজানো মৃদঙ্গ, মন্দিরা, হারমোনিয়াম, করতাল এবং আড়বাঁশি। সুগন্ধী ধূপ, আতর এবং ফুলের গন্ধে ম ম করে চারপাশ। এমনই পরিবেশেই অষ্টসখীর নামকীর্তনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় পদাবলি রাসলীলা পরিবেশন। পদ্মপুরাণে শারদরাস ও বাসন্তীরাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বাসন্তীরাস এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে শুধুমাত্র শারদরাসের বর্ণনা আছে। হরিবংশে ও ভাসের বালচরিতে উল্লেখ আছে যে, কৃষ্ণ গোপিনীদের সঙ্গে হল্লীশনৃত্য করেছিলেন। হল্লীশনৃত্য যদি তালযুক্ত ও বিবিধ গতিভেদে বৈচিত্র্যপূর্ণ হয় তবে তাকে ‘রাস’ নামে অভিহিত করা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যতম টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেছেন, ‘নৃত্যগীতচুম্বনালিঙ্গনদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তন্ময়ী’ যা ক্রীড়া বা রাসক্রীড়া। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, কৃষ্ণ যোগমায়াকে সমীপে গ্রহণ করেই রাস অনুষ্ঠান করেছিলেন। বস্ত্রহরণের দিন গোপিনীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, পরবর্তী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি রাসলীলা করবেন। রাসলীলাটি ঘটে এক রাতে যখন বৃন্দাবনের গোপীরা কৃষ্ণের বাঁশির শব্দ শুনে তাদের পরিবার ও পরিজনকে ফেলে কৃষ্ণের সাথে সারা রাত নৃত্য করতে করতে নিধুবনের দিকে চলে যায়, যা শ্রীকৃষ্ণকে অতিপ্রাকৃতিক লীলা মাধুর্যের প্রেমিক করে তোলে। ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে বিশ্বস্তভাবে রাসলীলা শ্রবণ করে বা বর্ণনা করে কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেমময় ভক্তি লাভ করা যায়। রাসলীলাকে ভাগবত পুরাণের ‘চূড়ান্ত বার্তা’ বলে মনে করা হয়। এই লীলা শুরু হয় ব্রজ থেকে, যেখানে কৃষ্ণ তার বাঁশিতে সঙ্গীত বাজানোর জন্য অনুপ্রাণিত হন। গান শুনে গোপীরা তাদের গৃহ-পরিবার ত্যাগ করে কৃষ্ণের কাছে পৌঁছে দেয়। যখন তারা কাছাকাছি আসে, কৃষ্ণ খেলার সাথে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং পুনরায় আবির্ভূত হয়। কৃষ্ণ প্রেমের কথা বলেন এবং অসংখ্য রূপ ধারণ করে প্রতিটি গোপীর সাথে রাসলীলা করেন। রাসলীলা সমাপ্ত হয় গোপীদের অনিচ্ছায় নিকটবর্তী একটি নদীতে সতেজ হয়ে তাদের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে। রাসলীলাকে বৈষ্ণব ঐতিহ্যের দ্বারা ‘সমস্ত কাজের মুকুট-রত্ন’ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। রাসনৃত্যের পাঁচটি ভাগ, ‘মহারাস’, ‘বসন্ত রাস’, ‘কুঞ্জরাস’, ‘দিব্যরাস’ ও ‘নিত্যরাস’। এর মধ্যে ‘মহারাস’ জাঁকজমকপূর্ণ। ভগবত পুরাণে কৃষ্ণ অভিসারে রাধা, গোষ্ঠী অভিসার, গোপীগণের রাগ আলাপ, কৃষ্ণর্তন, রাধানর্তন, গোপীদিগের নর্তন, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান, প্রত্যাবর্তন, পুষ্পাঞ্জলি, গৃহগমন প্রভৃতি পর্যায়ে মহারাস অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ গোপীরাই তাদের পূর্ব জীবনে ছিলেন বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞ মহর্ষি। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গসুখ লাভ করার জন্য গোপীরা যুগ-যুগান্তর ধরে তপস্যা করেছিলেন। তাই তারা কাত্যায়নী দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে তাদের পতিরূপে পাওয়ার জন্য। শ্রীকৃষ্ণের এই রাসনৃত্যকে কখনই জড় জগতের কোন রকমের নৃত্যের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। এই রাসনৃত্য সম্পূর্ণ চিন্ময়। সেই কথাটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, নিজেকে বহুরূপে বিস্তার করে প্রতিটি গোপীকার সঙ্গে নৃত্য করেছিলেন। কৃষ্ণ দু'জন গোপীকার মাঝখানে বিরাজ করে, তাদের কণ্ঠ ধারণ করে তাঁদের সঙ্গে নাচতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে বহু মূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছেন তা গোপীরা বুঝতে পারলেন না। কেননা তাদের প্রত্যেকেরই মনে হলা, কৃষ্ণ যেন একলা তাদের সঙ্গে নাচছেন। গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এই অপূর্ব নৃত্য দর্শন করবার জন্য সেই রাসমণ্ডলীর উপরিভাগে স্বর্গের দেবতারা এসে উপস্থিত হলেন। গন্ধর্ব এবং কিন্নরেরা গান করতে লাগলেন এবং সস্ত্রীক দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। গোপীদের পদবিক্ষেপ, কর সঞ্চালন, সুমধুর হাসির সঙ্গে ভ্রু-বিলাস রাস লীলা মাধুর্যকে আরো বাড়িয়ে দেয়। গোপীদের কানের কুন্তল, তাদের পুষ্পশোভিত কেশরাশি, কৃষ্ণের গুণকীর্তন করতে করতে নাচবার সময় সেগুলিকে মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ্র এবং তুষারের মতো মনে হয়। কৃষ্ণকে দেখে মনে হল ঠিক যেন একটি মেঘমালা, আর গোপীদের সঙ্গীতের ধ্বনি ছিল বজ্রের মতো, গোপীকাদের সৌন্দর্য ছিল বিদ্যুতের মতো এবং তাদের মুখের স্বেদবিন্দুগুলি ঠিক তুষারের মতো মনে হল। এইভাবে কৃষ্ণ এবং গোপীরা উভয়েই নৃত্যমগ্ন হলেন। কৃষ্ণকে আরও বেশি করে পাওয়ার আশায় গোপীদের কণ্ঠ আরক্তিম হয়ে উঠল। তাদের তৃপ্তিসাধনের জন্য কৃষ্ণ তাদের সঙ্গীতের তালে তালে হাততালি দিতে লাগলেন। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত জগৎই কৃষ্ণের সঙ্গীতে পূর্ণ, কিন্তু বিভিন্ন জীব বিভিন্ন ভাবে সেই সঙ্গীতকে উপলব্ধি করে থাকে। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, ‘যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে।’ কৃষ্ণ নৃত্য করছেন এবং প্রতিটি জীবও নৃত্য করছে, তবে অপ্রাকৃত জগতের নৃত্য এবং এই প্রাকৃত জগতের নৃত্য সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। হর্ষচরিতের টীকাকার শঙ্করের মতে, রাস হল এক ধরনের বৃত্তাকার নাচ যা আট, ষোলো বা বত্রিশ জনে সম্মিলিতভাবে উপস্থাপনা করা যায়। অনেকে মনে করেন, ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার মহামিলনই রাস। পুরাণে শারদ রাস ও বসন্ত রাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেটি সনাতন ধর্মালম্বীদের একটি বাৎসরিক উৎসব। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অনুকরণে বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা রাস পালন করে। এখনো সন্ধ্যার পর বৃন্দাবনের নিধুবনে সন্ধ্যার পর মানুষের প্রবেশ বন্ধ হয়। সকলের বিশ্বাস শ্রীকৃষ্ণ রাধারানির সঙ্গে গোপিনীরা নিধুবনে এসে উপস্থিত হন। প্রতিদিন হয় অলৌকিক রাসলীলা। আর এই লীলার শেষে রংমহল মন্দিরে প্রবেশ করেন শ্রীকৃষ্ণ। রংমহল মন্দিরে প্রতিদিন শয্যা সাজিয়ে রাখা হয়। শয্যার পাশে থাকে জলের পাত্র মাখন নিমের দাঁতন। পরিধানের পোশাক। রাধারাণীর জন্য থাকে একই ব্যবস্থ্যা। প্রতিদিন সকালে রংমহল মন্দিরে প্রবেশ করে পুরোহিত দেখেন সাজানো উপকরণ অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে আছে। কেউ যেন ব্যাবহার করেছে। এটাই তো ভগবানের লীলা। যুগ যুগ ধরে এমন ভাবেই রাস লীলার মাধুর্য চলে আসছে, যা পঠন শ্রবণ বা কীর্তনের মাধ্যমে রোজই নতুন ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভাবাবেগে লীন হওয়া যায়।

বিএসএফের তাণ্ডব, নিরাপত্তার অজুহাতে ফসল নষ্টের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে কৃষকদের জমির ফসল নির্বিচারে কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিএসএফ জওয়ানদের বিরুদ্ধে। সীমান্তে বিএসএফের বিরুদ্ধে কৃষকেরা গণস্বাক্ষর করে প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন। তবে এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হয়নি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আধিকারিকেরা। ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর ব্লকের বালতি নিত্যানন্দ কাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত ও বাংলাদেশের আমুদিয়া সীমান্তে। অভিযোগ ওই এলাকায় কৃষকদের যে রায়তি সম্পত্তি রয়েছে তার উপর একদিকে সবজি, ফসল, পটল, উচ্ছে, ঝিঙে, বরবটি, অন্যদিকে ধান চাষও করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। হঠাৎই সকালে উঠে কৃষকরা দেখছেন বিঘেকে বিঘে ফসল কাটা রয়েছে মাঠের মধ্যেই, এমনকি ধানও পাকার আগেই কেটে ফেলা হয়েছে। কৃষকদের দাবি আমরা কষ্ট করে এই চাষগুলো করে জীবিকা নির্বাহ করি। বিএসএফ রাতের অন্ধকারে এসে আমাদের জমির ফসল কেটে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে ১৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডিং অফিসারের কাছে জানতে চাইলেও তিনি এ ব্যাপারে কিছু বলতে চাইনি। সূত্রের খবর সীমান্ত নিরাপত্তার স্বার্থে এই জমির ফসল কাটা হয়েছে। কিন্তু এইসব মানতে নারাজ সীমান্তের কৃষকরা। প্রায় ৫০০০ কৃষক তাদের নিজস্ব জমিতে সারা বছর মরশুমের বিভিন্ন সবজি, ফসল, ধান চাষ করে থাকেন। আর তার থেকে যে আয় হয় তা দিয়েই তাদের সংসার চলে অন্যদিকে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা পাশাপাশি দৈনিক জীবনে তাদের এই চাষের উপর নির্ভর করে চলতে হয়। কিন্তু দিনদিন সীমান্তরক্ষী বাহিনী এই অত্যাচার বেড়ে চলায় বাধ্য হয়েই এবার গ্রামের মানুষ তাদের অভিযোগপত্রে গণস্বাক্ষর করে বালতি নিত্যানন্দকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাবিকুন নাহারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। এ বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, আমরা পঞ্চায়েতের তরফ থেকে একদিকে বিএসএফদের সঙ্গে বসব, অন্যদিকে স্বরূপনগর থানায় পুরো বিষয়টা জানাব, স্বরূপনগর বিডিওকে লিখিতভাবে এই ঘটনা জানাব।

হেলমেট পরে গাড়ি চালানোর আর্জি মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে হেলমেটটাও মাথায় পরুন এই স্লোগান তুলে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নাদনঘাট থানার অন্তর্গত নিমতলা ও সমুদ্রগড় বাজারের রাস্তায় নেমে পথচারী সহ সকল নাগরিকদের এহেন বার্তা দিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। সোমবার সকালে নিমতলা বাজারে পথ চলতি মানুষ সহ সকল নাগরিকদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে আপনারা যেমন জামাপ্যান্ট পড়েন ঠিক সেই রকম ভাবেই মাথায় হেলমেটটাও পড়ে বাইক নিয়ে রাস্তায় বেরোবেন। তিনি বলেন, দুর্ঘটনা তো আর বলে কয়ে আসে না। তাই বাড়ি থেকে দূরে কিংবা যত কাছেই যান না কেন হেলমেট পড়ে বাইক চালান।

উল্লেখ্য, গত ৩১ অক্টোবর কালীপুজোর রাতে নাদনঘাট থানার হাটসিমলায় এসটিকেকে রোডে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় চার পড়ুয়া আবুবক্কর সিদ্দিকী মণ্ডল, আব্দুল সেলিম মোল্লা, আরিফ শেখ, এবং নামাজ আলি মণ্ডলের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। এরপর নড়েচড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন। সেই কারণে এদিন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের সঙ্গে এই চার ছাত্রের বাবাও রাস্তায় নেমে সকল নাগরিকদের হেলমেট পরে বাইক চালানোর জন্য অনুরোধ করেন। তারা বলেন, আর কারও যেন আমাদের সন্তান হারাতে না হয়। সকলকেই হেলমেট পড়ে গাড়ি চালাতে এবং গাড়ি আস্তে চালাতে অনুরোধ করেন তারা।

বিক্রি ও বিপণন বিজ্ঞপ্তি: 100 শতাংশ জলে দ্রবণীয় মিশ্রণ সারের জন্য

100 শতাংশ জলে দ্রবণীয় মিশ্রণ সারের জন্য কৃষি সমবায় ও কৃষক কল্যাণ বিভাগ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রালয়, ভারত সরকার কর্তৃক জারি অর্ডার সংখ্যা এস. ও. 2900 (ই) তারিখ 24 শে অক্টোবর 2015 এবং এর সংশোধনী তারিখ 30 শে অক্টোবর 2017 অনুসারে। মেসার্স মোজেইক ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস: S-194, ফ্লু ব্লক, স্ট্রিট নং 4, শাকারপুর, দিল্লি - 110092, ভারত, এর মাধ্যমে অবহিত করা হচ্ছে যে নীচে প্রদত্ত স্পেসিফিকেশন অনুসারে 100 শতাংশ জলে দ্রবণীয় মিশ্রণ সারের গ্রেড বিক্রি করবে।

Sl No.	Grades/Specifications	NPK 19:19:19	NPK 13:40:13	NPK 00:60:20	NPK 00:48:47	NPK+MgO 0:55:18 +7 MgO	NPK+CaO 12:06:22 + 12 CaO
1	আর্দ্রতার শতাংশ ওজন অনুসারে সর্বাধিক	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	মোট নাইট্রোজেন শতাংশ ওজন অনুসারে, সর্বনিম্ন	19	13	0	0	0	12
3	জলে দ্রবণীয় ফসফেট (যেমন P2O5) শতাংশ ওজন অনুসারে, সর্বনিম্ন	19	40	60	48	55	6
4	জলে দ্রবণীয় পটাশ (যেমন K2O) শতাংশ ওজন অনুসারে, সর্বনিম্ন	19	13	20	47	18	22
5	জলে দ্রবণীয় ম্যাগনেসিয়াম (যেমন MgO) শতাংশ ওজন অনুসারে, সর্বনিম্ন					7	
6	জলে দ্রব্য ক্যালসিয়াম (যেমন CaO) শতাংশ ওজন অনুসারে, সর্বনিম্ন						12
7	মোট ক্লোরাইড শতাংশ ওজন অনুসারে, সর্বাধিক	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
8	জলে অদ্রব্য পদার্থ শতাংশ ওজন অনুসারে, সর্বাধিক	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
9	NaCl রূপে সোডিয়াম শতাংশ ওজন অনুসারে, সর্বাধিক	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
10	সিসা (Pb রূপে) শতাংশ ওজন অনুসারে, সর্বাধিক	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
11	ক্যাডমিয়াম (Cd রূপে) শতাংশ ওজন অনুসারে, সর্বাধিক	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025
12	আর্সেনিক (AS রূপে) শতাংশ ওজন অনুসারে, সর্বাধিক	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

প্রয়োগ মাত্রা, প্রয়োগ পদ্ধতি ও সুবিধা সম্বন্ধে আরও জানতে নিম্নোক্ত অফিসে যোগাযোগ করুন

মার্কেট অফিস ঠিকানা ও যোগাযোগ বিবরণ: মাজেইক ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, একাদশ তলা, বিল্ডিং ৪ সি সাইবার সিটি, পর্ব- IIগুরুগ্রাম-122002 (হরিয়ানা), ভারত। CIN U24129dl2004PTC126157, কাস্টমার কেয়ার নং. 0124-4546400 ইমেল-care.india@mosaicco.com, ওয়েবসাইট: www.mosaiccoindia.com

PUBLIC NOTICE
(Under Section 102 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MRS. SARAH PARWAIZ
PERSONAL GUARANTOR IN M/S. PRIME TECHNOPLAST PRIVATE LIMITED

Sl. No.	Relevant Particulars	
1.	Name of the Debtor / Personal Guarantor	Mrs. Sarah Parwaiz, Personal Guarantor in M/s. Prime Technoplast Pvt. Ltd.
2.	Details of the order admitting the application	Order dated 29.10.2024 (recd. on 30.10.2024) by Hon'ble NCLT, Kolkata in IA No. 1953/KB/2024 in CP (IB) No. 80/KB/2024.
3.	Particulars of the Resolution Professional with whom the claims are to be registered	CA Santanu Brahma IBBI Regn. No.: IBBI / IPA-001 / IP-P-01482 / 2018-2019 / 12251 (AFA valid till 31.12.2024)
4.	Address and email of the Resolution Professional as registered with the Board	AH-276, Salt Lake, Sector II, Kolkata 91 Email : ip.santanubrahma@gmail.com
5.	Address and email to be used for correspondence with Resolution Professional	AH-276, Salt Lake, Sector II, Kolkata 700091 Email : pgcd.irp@gmail.com
6.	Last date for submission of claims	26.11.2024
7.	Relevant Forms in which claim to be filed available at:	FORM B' in terms of IBBI (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019. The said form can be downloaded from : https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

By order dated 29.10.2024 (received by the undersigned on 30.10.2024), the Hon'ble NCLT, Kolkata Bench has admitted the application filed by a Financial Creditor in terms of the provision of Section 95 of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016 causing initiation of Insolvency Resolution Process in respect of Mrs. Sarah Parwaiz, Personal Guarantor of M/s. Prime Technoplast Pvt. Ltd. To comply with the direction stated in the said order, the undersigned issues this public notice.

Notice is hereby given that the Insolvency Resolution Process has commenced in respect of Mrs. Sarah Parwaiz, Personal Guarantor of M/s. Prime Technoplast Pvt. Ltd. on 29.10.2024.

All the creditors of Mrs. Sarah Parwaiz is hereby called upon to submit their claims with proof on or before 26.11.2024 by electronic communications (at pgcd.irp@gmail.com) or through courier, speed post, or registered letter at the address mentioned against entry no. 5.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Kolkata, the 5th day of November 2024 **CA Santanu Brahma**
Resolution Professional (RP) of Mrs. Sarah Parwaiz, Personal Guarantor of Corporate Debtor
IBBI Regn. No.: IBBI / IPA-001 / IP-P-01482 / 2018-2019 / 12251 (AFA valid till 31.12.2025)

ছটপুজোর আগে মহানন্দা নদীর ঘাট তদারকিতে পুরাতন মালদা এবং ইংরেজবাজার পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ছট পুজোর প্রাক্কালে মহানন্দা নদীর ঘাটগুলির তদারকি চালাল পুরাতন মালদা এবং ইংরেজবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষ। সোমবার থেকেই মহানন্দা নদীর ঘাটের বিভিন্ন এলাকায় পরিকাঠামো সংস্কারের কাজ শুরু হল। পুলিশ ও প্রশাসনের সহযোগিতায় ছট পুজোর বিকেলে এবং পরেরদিন ভোর অন্ধকারের মধ্যেও আকাশে উঠবে ড্রোন। থাকবে যন্ত্র চালিত নৌ যান এবং স্পিডবোটের ব্যবস্থা। এদিন পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ মঙ্গলবাড়ি, স্কুলপাড়া, নবাবগঞ্জ, সদরঘাট, তাঁতিপাড়া সহ একাধিক এলাকার মহানন্দা নদীর ঘাটগুলি পরিদর্শন করেন। কোন ঘাটে কি ধরনের সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে, সে ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট পুরসভার অফিসারদের সঙ্গেও আলোচনা করেন। পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ জানিয়েছেন, ৭ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) ধুমধাম করে পালিত হবে ছট পুজো উৎসব। এদিন বিকেলে এবং পরের দিন শুক্রবার ভোরেই এই পুজো দিতে মহানন্দা নদী পাড়ে আসবেন অসংখ্য ভক্তেরা। এছাড়াও এই পুজো দেখার জন্য বহু দর্শনার্থীরা বিভিন্ন নদীর ঘাটগুলিতে এসে জমায়েত হন। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ইতিমধ্যে বিভিন্ন এলাকার নদীর ঘাটগুলির পরিকাঠামোর উন্নয়নের কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। যেসব এলাকায় কাঁদা রয়েছে, সেখানে মাটি ফেলে বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড করা হচ্ছে। পাশাপাশি অন্ধকার রাতে থাকবে প্রতিটি নদী ঘাটে পর্যাপ্ত লাইটের ব্যবস্থা।

অন্যদিকে, এদিন ইংরেজবাজার পুরসভার উত্তর ও দক্ষিণ বালুচর এলাকার মহানন্দা নদী ঘাটগুলি পরিদর্শন করেন সংশ্লিষ্ট পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। তিনি বলেন, পুরসভা অন্তর্গত যেসব নদী ঘাটগুলি রয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে সংস্কারের কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পুরসভার পক্ষ থেকেও নদীর পাড়গুলিতে অস্থায়ী কর্মীদের নজরদারি থাকবে।

মদ্যপ অবস্থায় দুই ভাইয়ের মধ্যে অশান্তি, সকালে দাদার মৃতদেহ উদ্ধার, আটক ভাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: মদ্যপ অবস্থায় রাতে দুই ভাইয়ের মারামারি, সকালে ঘর থেকে দাদার মৃত দেহ উদ্ধার, তবে মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা, আটক ভাই, তদন্তে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যে ছড়ালো উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানার বড়া কেষ্টনগর এলাকায়। জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম অংশুমান ঢালি। বয়স ৪০। সোমবার সকালে মৃতদেহ উদ্ধার করে গাইঘাটা থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার বাড়িতে ছিলেন অংশুমান ও তার ছোট ভাই অমৃত ঢালি। রাতে দুই ভাই মদ্যপ অবস্থায় ঝামেলা করছিল। অমৃতর দাবি, সেই সময় তার

দাদা তার ওপরে দাঁ নিয়ে চড়াও হয় পাল্টা সে ঘরের দরজা বন্ধ করার আর কাঠ নিয়ে প্রতিরোধ করতে যায়। সেই সময় তার দাদার মাথায় আঘাত লাগে। সেই আঘাত গুরুতর না থাকায় অংশুমানকে হাসপাতালে নিয়ে যায়নি। রাতে দুই ভাই যে যার ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে। সোমবার সকালে অংশুমানকে তার ঘরে ডাকতে যায় ভাই অমৃত। তখন সে দেখে মৃত অবস্থায় খাটের উপরে পড়ে রয়েছে দাদা অংশুমান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় গাইঘাটা থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। আটক করা হয়েছে ভাই অমৃতকে। স্থানীয়দের দাবি, দুই ভাই প্রচুর পরিমাণ মদ্যপান করে। মদ্যপ অবস্থায় প্রায়ই নিজেদের মধ্যে অশান্তি করত। প্রতিবেশীরা কিছু বলতে গেলে তাদেরও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করত। রবিবার রাতে দুই ভাইয়ের চিৎকার চেঁচামেচি শোনা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর মৃতদেহে মাথার একটি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে মৃত্যুর কারণ এখনো পরিষ্কার নয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। পাশাপাশি অমৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

ভাঙল বাঁধ, শিলাবতী নদীতে মিশছে বন্যার জল, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: এবার জমে থাকা মাঠ ভর্তি বন্যার জলের চাপে ভাঙল শিলাবতী নদীর বাঁধ। সোমবার সকাল থেকে সেই ভাঙা অংশ দিয়ে শিলাবতী নদীতে হু হু করে ঢুকছে বন্যার জল। কিছুদিন আগে শিলাবতীর উপচে পড়া জলে প্লাবিত হয়েছে দাসপুর ১ নং ব্লকের রাজনগর পশ্চিম এলাকার। ডানা-র প্রভাবে নতুন করে বন্যা পরিস্থিতি হয়েছিল ঘাটাল মহকুমা জুড়ে। শিলাবতী নদীর জল বেড়ে প্লাবিত হয়েছিল একাধিক এলাকা। এখন নদীতে হাঁটু সমান জল। ফলে এলাকার জমিতে জমে থাকা জলের চাপ নিতে পারেনি দুর্বল বাঁধ। বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় জমির জমে থাকা জলের প্রবল স্রোত নদীতে ঢুকে ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বাঁধ সংলগ্ন এলাকায়। যেকোনো মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারে ঘর বাড়ি ও যাতায়াতের সাঁকো। এর ফলে সোমবার সকাল থেকে আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার মানুষ। মাঠের জল নদীতে যাওয়ায় বাঁধ ধসে পাশের সংলগ্ন এলাকাগুলিতে ধস নামতে শুরু করেছে। যেকোনো মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারে ঘর বাড়ি এবং যাতায়াতের সাঁকো। সাঁকো ভাঙলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবে একাধিক গ্রামের সঙ্গে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, বারবার প্রশাসনকে জানানো হলেও কোনো পদক্ষেপ নেয়নি প্রশাসন।

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড
CIN: L10400WB1907PLC001722
রেজিঃ অফিস : ১৭, রয় স্ট্রিট,
একতলা, কলকাতা-৭০০ ০২০
দূরভাষ নং ০৩৩ ৪০৬২ ৯১২৭
ই-মেল: neelachalkolkata@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.neelachal.co.in

বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯ অনুসারে এতদ্দ্বারা আপনাদের জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা ১২ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ মঙ্গলবার বেলা ১১:০০টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ১৭, রয় স্ট্রিট, প্রথম তল, কলকাতা-৭০০০২০ -তে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ -এ সমাপ্ত দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের কোম্পানির স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদন করা হবে।

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
তেজস দোশী
ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৪ নভেম্বর, ২০২৪

Bank of Baroda

এ. এম. রোড, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা
ভবানীপুর শাখা
১০৯/ডি আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০২৫
ইমেল : dbbhow@bankofbaroda.com

দাবি নোটিশ

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা জামিনদত্ত ঋণদাতা কর্তৃক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নিম্নোক্ত **ঋণগ্রহীতার** প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি :

ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	নোটিশের তারিখ/ অ্যাকাউন্ট নাম/ এনপিএ তারিখ	চুক্তি নিরাপত্তা সহ জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	সুবিধার প্রকৃতি/সীমা/সুদের হার/বকেয়া পরিমাণ
শ্রী দেবাশিস ভট্টাচার্য, ৩২১, গাঙ্গুলি বাগান স্কিম, ২য় তল, পো : নাকতলা, থানা : যাদবপুর, কলকাতা : ৭০০০৪৭।	**নোটিশের তারিখ ২১.১০.২০২৪** **অ্যাকাউন্ট নাম : শ্রী দেবাশিস ভট্টাচার্য** **এনপিএ তারিখ : ৩১.০১.২০১৮**	১. সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট ২য়তলে, দক্ষিণ মুখী, প্রেমিসেস নং ৩২১, গাঙ্গুলি বাগান, জি এস স্কিম, থানা : যাদবপুর, কলকাতা : ৭০০০৪৭, পরিমাণ আনুমানিক ৯০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) জি-৩ তলা ভবন এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ, স্বার্থ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত জমির প্রেমিসেস কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০০ অধীন,বিআর ১০, সাব রেজিস্ট্রার অফিস আলিপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা অধিক্ষেত্রে। **প্রেমিসেস এর চৌহদ্দি : উত্তরে** : সকলের চলার পথ, সিঁড়ি। **দক্ষিণে** : খোলা জায়গা, **পূর্বে** : খোলা জায়গা, **পশ্চিমে** : খোলা জায়গা।	**টার্ম লোন এ/সি নং ০০৮১৫১০০০০৫০ (পুরনো) ৭২১৫০৬০০০০০০২৩ (নতুন)** **সীমা : ৮,০৮,০০০.০০ লাখ টাকা** **বকেয়া পরিমাণ ১০,১০,৬৮৯.০০ টাকা ৩০.০৪.২০১৮ অনুযায়ী** (১৬.০১.২০১৮ পর্যন্ত সুদ সহ) অপ্রযোজ্য সুদ এবং অপ্রদেয় সুদ এবং যৌগিক সুদ সহ ১৭.০১.২০১৮ থেকে কার্যকর এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ

আমাদের ব্যাঙ্কের শাখা থেকে উল্লিখিত ঋণসুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও সুদ সহ আপনার ঋণখেলাপী করেছেন। ব্যাঙ্ক উক্ত আইনের অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছে। রেজিস্টার্ড ডাকে ঋণগ্রহীতার ঠিকানায় প্রেরণ সত্ত্বেও তা অবন্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে। এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদ সহ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে আদায়ের জন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। এই নোটিশ কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই বকেয়া উশুলের জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যাঙ্ক ব্রতী হবে।

তারিখ : ০৫.১১.২০২৪
স্থান : ভবানীপুর, কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

Bank of India BOI
Relationship beyond banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসাত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
২য় ফ্লোর, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১,
বিধান নগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

সংযোজন এফ

পরিশিষ্ট-৪, [রুল-৮(১) দেখুন]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ০৬-০৮-২০২৪ তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক **ঋণগ্রহীতা- শ্রী অমিত সরকার এবং শ্রীমতী অঙ্কিতা সরকার** - কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত **১২,৬০,৪১৭ টাকা (কথায় বারো লক্ষ ষাট হাজার চারশো সতেরো টাকা মাত্র)** বকেয়া টাকা উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত পরিসম্পদের দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২রা নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে।**

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত **১২,৬০,৪১৭ টাকা** ০৫-০৮-২০২৪ **অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, দমদম শাখা -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।**

ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং "৪এফ" পরিমাণ ৪৭৫ বর্গফুট (আনুমানিক) সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫মতলে জি-৪ তলা ভবনে হোল্ডিং নং ১৯৫, কবি মুকুন্দ দাস রোড, দম দম, শিশু উদ্যান পার্কের নিকট, পো : রবীন্দ্র নগর, থানা : দম দম, ওয়ার্ড নং ২, কলকাতা : ৭০০০৬৫, অবস্থিত মৌজা : দিগলা, জেএল নং ১৮, আরএস নং ১৬১, তৌজি নং ১৬৩/৬৩, ১৭৩, সিএস এবং এলআর দাগ নং ৩৩, ৩৪, ৩৭ এবং ৩৮, আরএস খতিয়ান নং ১৯৬৭, ১৯৬৮ এবং ১৬৮১, সিএস খতিয়ান নং ৫৭৯, পুরসভা : দক্ষিণ দম দম , এডিএসআর কাশীপুর দমদম, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। (স্বত্ব দলিল নং ১-১১৫৫১/২২, তারিখ ০২.০৯.২০২২)। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শিবু বিশ্বাস এবং দীপঙ্কর পালের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** কবি মুকুন্দ দাস রোড, **পূর্বে :** ১০ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক এবং প্রশান্ত সিংহ রায়ের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** শেফালি হালদার এবং সুব্রত মুখার্জির সম্পত্তি।

তারিখ: ০২.১১.২০২৪
স্থান: দমদম

স্বা/-চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট-৪, [রুল ৮(১)[
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ
আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ - পিন ৭৪১২৩৫

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** -এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) -এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে **০২.০৫.২০২৪ তারিখে** একটি **ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে, **ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার মেসার্স প্রসন্ন কমিউনিকেশন** গ্রাম - ব্রহ্মপাড়া, পোস্ট - সিমুরালি, থানা - চাকদহ, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১২৪৮, পশ্চিমবঙ্গ ও **শ্রী প্রবীর বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- প্রয়াত শ্রী প্রশান্ত বিশ্বাস এবং **শ্রীমতী আরতি বিশ্বাস (জামিনদার),** স্বামী- প্রয়াত শ্রী প্রশান্ত বিশ্বাস এবং **শ্রীমতী সাগরিকা বিশ্বাস (জামিনদার),** স্বামী- শ্রী প্রবীর বিশ্বাস সকলেরই বাসস্থান কমিউনিকেশন গ্রাম - ব্রহ্মপাড়া, পোস্ট - সিমুরালি, থানা - চাকদহ, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১২৪৮,আমাদের **সিমুরালি শাখার** সঙ্গে- কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৩,৮৯,৮১৩.০৯ টাকা** (তেরো লক্ষ ঊননব্বই হাজার আটশো তেরো টাকা এবং নয় পয়সা মাত্র) উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/ জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে রুল ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) -এর অধীনে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি দখল নিয়েছেন **৪ নভেম্বর ২০২৪** তারিখে।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা উক্ত সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **১৩,৮৯,৮১৩.০৯ টাকা** (তেরো লক্ষ ঊননব্বই হাজার আটশো তেরো টাকা এবং নয় পয়সা মাত্র) এবং তার উপর সুদ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সিমুরালি শাখা** -র চার্জ সাপেক্ষে হবে।

"আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আইনের ধারা ১৩ -এর উপ-ধারা (৮) -এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে"।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন জমির পরিমাণ ০৫ ডেসিমেল, **শ্রীমতী আরতি বিশ্বাস -এর নামে,** স্বামী প্রয়াত প্রশান্ত বিশ্বাস অবস্থিত জেএল নং ১০৬, মৌজা : ব্রহ্মপাড়া, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৩৬, আরএস খতিয়ান নং ১৪২, এলআর খতিয়ান নং ১২৫/১, হাল এলআর খতিয়ান নং ৯২৭, চাঁদুরিয়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম : ব্রহ্মপাড়া, পো : সিমুরালি, থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২৪৮,বিক্রয় দলিল নং ৮৪৩,-২০০১ সালের, তারিখ ১২.০৩.২০০১, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও কল্যাণী,বুক নং ১, ভল্যুম নং ১১, পৃষ্ঠা ৩৯৯ থেকে ৪০৪। **চৌহদ্দি :-** উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত সড়ক, দক্ষিণে : নারায়ণ চন্দ্র নন্দীর ভবন,পূর্বে : ৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ,পশ্চিমে : শেখর দে -এর ডোবা এবং পরবর্তীতে সুধাংশু দাসের ভবন।

তারিখ: ০৪.১১.২০২৪
স্থান: কল্যাণী

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কৃষ্ণনগর আরএনটি রোড শাখা
১৫, আর.এন. টেগোর রোড, পোস্ট - কৃষ্ণনগর
থানা-কোতোয়ালি, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১০১
ই-মেইল: **k814@indianbank.co.in**

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতিকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কৃষ্ণনগর আরএনটি রোড শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা **১১.১২.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা আছে তা আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **২১,০৪,২৩১.০০ টাকা** (একুশ লক্ষ চার হাজার দুইশো একত্রিশ টাকা মাত্র) (বিবি +এমওআই = ১৫,৭৮,১২৪.৩২ টাকা + ৫,২৬,১০৬.৬৮ টাকা) ০২.১১.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক কৃষ্ণনগর আরএনটি রোড শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর পাওনা আছে **ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা- শ্রী কমল সরকার,** পিতা- সুশীল সরকার, মেছুয়াপাড়া লেন, আনন্দনগর কলোনি, পোস্ট -ঘুরনি, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১১০৩-এর কাছে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে-

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা - এর নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা: শ্রী কমল সরকার,** পিতা- সুশীল সরকার, মেছুয়াপাড়া লেন, আনন্দনগর কলোনি, পোস্ট-ঘুরনি, থানা- কোতোয়ালি, জেলা-নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১০৩ **২. গ্যারান্টার:** **শ্রীমতী কাকলী সরকার,** স্বামী- শ্রী কমল সরকার, মেছুয়াপাড়া লেন, আনন্দনগর কলোনি, পোস্ট-ঘুরনি, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১১০৩ **খ) কৃষ্ণনগর আরএনটি রোড শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং সম্পত্তি মৌজা : সোনদা, জেএল নং ৯৭, খতিয়ান নং আরএস ৫৬১, এলআর ১৪০৯, বর্তমান এলআর ৩৮৬৩, প্লট নং আরএস এবং এলআর ৯৪৬, জমির এরিয়া পরিমাণ ২.৫০ শতক বা ০.০২৫ একর বা ১ কাঠা ০৮ ছটাক এবং তদস্থিত ভবন, শ্রেণি -ভিটা, কৃষ্ণনগর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২ অধীন, পঞ্চবেড়িয়া মেছুয়াপাড়া লেন, কৃষ্ণনগর, এডিএসআরও - কৃষ্ণনগর, ডিএসআর-নদিয়া, **শ্রী কমল সরকার এর নামে।** চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রবাণী সরকার এর খালি জমি, দক্ষিণে : ৮ ফুট সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : সিদ্ধেশ্বর দাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে : শ্রী বিশ্বনাথ দাসের সম্পত্তি।	**২১,০৪,২৩১.০০** টাকা (একুশ লক্ষ চার হাজার দুইশো একত্রিশ টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই গু ১৫,৭৮, ১২৪.৩২ টাকা + ৫, ২৬,১০৬.৬৮ টাকা) **০২.১১.২০২৪** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ	**ক) ১৭,৬০,০০০.০০ টাকা (*)** (সতের লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৭৬,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা মাত্র) **গ) ২০,০০০.০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30231355800** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ : ১১.১২.২০২৪, সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম ,(১) https://www.ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট https://www.ebkray.in** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ৮২৯১২ ২০২২০ নম্বরে কল করুন।** রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে **support.ebkray@psballiance.com**-এ ইমেল করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://www.ebkray.in**
এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ নম্বর ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://www.ebkray.in ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) - এর ও প্রতি

তারিখ : ০৪.১১.২০২৪
স্থান: কৃষ্ণনগর আরএনটি

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

CINERAD COMMUNICATIONS LIMITED

Registered Office: 80, Burtolla Street, Kolkata – 700007, West Bengal, India | **Phone:** +91-77199 13351
E-mail ID: cinerad@gttsolutions.in | **Website:** www.cineradcommunications.com | **CIN:** L62099WB1986PLC218825

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	Quarter ended 30.09.2024 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2023 (Unaudited) (Note 3)	Half year ended 30.09.2024 (Unaudited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)
Revenue from Operations	353.62	304.94	NA	658.55	1,399.08
Profit / (loss) before exceptional item and tax	(48.21)	(106.96)	NA	(155.17)	(137.21)
Profit / (loss) before tax	(48.21)	(106.96)	NA	(155.17)	(137.21)
Profit / (loss) after tax	(66.66)	(121.64)	NA	(188.30)	(71.16)
Profit / (loss) after tax attributable to owners of the Company	(88.86)	(106.74)	NA	(195.60)	(50.01)
Total comprehensive income for the period	(66.66)	(121.64)	NA	(188.30)	(61.27)
Paid-up equity share capital (FV: ₹ 10 each)	1,916.19	1,916.19	NA	1,916.19	1,916.19
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	NA	NA	NA	NA	-417.09
Earnings per equity share (Basis & Diluted)	(0.35)	(0.63)	NA	(0.98)	(0.32)

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	Quarter ended 30.09.2024 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2023 (Unaudited)	Half year ended 30.09.2024 (Unaudited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)
Revenue from Operations	6.53	2.71	1.71	9.24	0
Profit / (loss) before tax	(129.02)	(80.61)	(0.46)	(209.64)	(17.88)
Profit / (loss) after tax	(129.02)	(80.68)	(0.46)	(209.70)	(24.45)

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The quarterly financial results in the detailed format, are available on the BSE website at www.bseindia.com and on the Company's website at www.cineradcommunications.com.
2. The unaudited financial results (standalone and consolidated) have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on November 4, 2024.
3. The Company has acquired two subsidiaries namely Global Talent Track Private Limited and Itarium Technologies India Private Limited on 13th March, 2024. Hence the consolidation has been prepared considering 13th March, 2024 as the date of acquisition. Further no corresponding quarter of previous year's figures have been reported since this is the first year of acquisition of any subsidiary.
4. Figures for the previous periods have been regrouped / reclassified, wherever necessary to conform to the classification of the current period.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Pankaj Ramesh Samani
Managing Director
DIN: 06799990

Date : 04-11-2024

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে হবে সরাসরি সম্প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর: আলোর সাজে সেজে উঠছে চন্দননগরে। জোরকদমে চলছে শেষবেলার প্রস্তুতি। তবে এবার থাকছে অভিনব চমক। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে হবে সরাসরি সম্প্রচার। এবারই প্রথম এই উদ্যোগ নিল কেন্দ্রীয় কমিটি। চন্দননগর স্ট্যান্ড রোড এবং পালপাড়া রোডে বসছে দু'টি সেটআপ। তা দিয়েই কেন্দ্রীয় কমিটির ফেসবুক পেজ থেকে সরাসরি সম্প্রচারের কাজ চলবে। এমনটাই জানাচ্ছেন, কমিটির সহ-সম্পাদক শুভজিৎ সাউ।

পুজো তো বটেই, পুজোর শেষে শোভাযাত্রা দেখতে চন্দননগরে ভিড় জমান লাখ লাখ মানুষ। হুগলির পাশাপাশি অন্যান্য জেলা থেকেও আসেন বহু মানুষ। এমনকী রাজ্য, দেশের গণ্ডি ছাড়িয়েও দর্শনার্থীদের ভিড় দেখা যায় চন্দননগরে। তাই শোভাযাত্রার লাইভে বিশেষ জোর দিচ্ছে কমিটি।

গতবারের থেকে এবার আরও বাড়ছে শোভাযাত্রার সামগ্রিক অনুষ্ঠান। সূত্রের খবর, চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়ন্ত্রণে ১৭৭টি পুজো কমিটি রয়েছে। যার মধ্যে শুধু চন্দননগরের ১৩৩টি রয়েছে, এছাড়াও ভদ্রেশ্বরের ৪৪টি পুজো রয়েছে। এবার শোভাযাত্রায় অংশ নিতে চলেছে ৬৯টি পুজো। থাকছে ২৪৫টি লরি। ১১ নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে পরের দিন ভোর পর্যন্ত চলবে শোভাযাত্রা। তাই যারা শোভাযাত্রায় আসতে পারছেন না, যাঁরা বিদেশে থাকছেন, তাছাড়াও সমগ্র রাজ্যবাসীর কথা ভেবে এবার আলাদা করে লাইভে জোর দেওয়া হচ্ছে বলে জানাচ্ছেন কমিটির কর্তারা।

রহস্যজনকভাবে একই পরিবারের ৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হেমতাবাদে

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: বাড়ি থেকে স্বামী, স্ত্রী ও মেয়ে-সহ একই পরিবারের তিনজনের রহস্যজনকভাবে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে হেমতাবাদের চৈনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কেশবপুর গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম কুতুবউদ্দিন আলি (৩৫), পারভীন খাতুন (৩০) ও মাহি নিহার (৭)। এই ঘটনায় কুতুবউদ্দিনের বাবা মহম্মদ আফারুদ্দিন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ আটক করেছে হেমতাবাদ থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হেমতাবাদের চৈনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কেশবপুর গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ আফারুদ্দিন তার ছেলে কুতুবউদ্দিন আলি ছেলের বউ পারভীন খাতুন ও নাতনি মাহি নিহার এখানে থাকত। দীর্ঘদিন ধরে আফারুদ্দিন ও তার জামাই আবুল হুসেনের সঙ্গে কুতুবউদ্দিনের ঝামেলা লেগেই থাকত বলে অভিযোগ। রবিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় বাসিন্দারা কুতুবউদ্দিনের বাড়িতে গিয়ে দেখেন কুতুবউদ্দিন আলি, পারভীন খাতুন ও মাহি নিহার মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

খবর দেওয়া হয় হেমতাবাদ থানায়। পুলিশ এসে ঘটনাস্থলে থেকে মৃতদেহগুলোকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ গভর্মেন্ট ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

মৃত কুতুবউদ্দিন একটি অনলাইনের দোকানে কাজ করার পাশপাশি কৃষিকাজ করতেন বলে জানা গিয়েছে। হেমতাবাদের চৈনগরে দম্পতি ও শিশু কন্যার রহস্যজনকভাবে মৃত্যুর ঘটনায় এলাকার বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ। তিন জনকেই হত্যা করা হয়েছে এমনটাই দাবি মৃত গৃহবধূ পারভীন খাতুনের পরিবারের পক্ষ থেকে এদিন হেমতাবাদ থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। সম্পত্তি হাতাতেই পরিবারের সকলকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি মৃত পারভীন খাতুনের দাদা বেলাল হুসেন। রায়গঞ্জ জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুন্তল ব্যানার্জি জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

গাইঘাটার নির্যাতিতা পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের অ্যাডভাইজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: স্কুলছাত্রী নির্যাতিতার পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন। স্কুল ছাত্রী নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনা এবার রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের অ্যাডভাইজার আসলেন পরিদর্শন করলেন ঘটনাস্থল। কথা বললেন নির্যাতিতার বাবা মায়ের সঙ্গে, সমস্ত ধরনের সহযোগিতায় পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন। প্রথমে নির্যাতিতার বাড়িতে গেলেও বাড়িতে কেউ না থাকায় তাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে যান এবং সেখানে গিয়ে গোটা বিষয়টা তিনি দেখলেন পাশাপাশি যেহেতু নির্যাতিতা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাই গাইঘাটার নির্যাতিতার বাড়িতে পরিবারের দেখা না পেয়ে বনগাঁ হাসপাতালে এসে পরিবারের সঙ্গে দেখা করল রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের অ্যাডভাইজার অনন্যা চক্রবর্তী। এই বিষয়ে নির্যাতিতার বাবা জানিয়েছেন শিশু সুরক্ষা কমিশনের পক্ষ থেকে তাদের পাশে থাকার জন্য আশ্বস্ত করা হয়েছে। কোনও প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বলা হয়েছে। এই ঘটনার যাতে সঠিক বিচার হয় সেই বিষয়ে পরিবারের পাশে তারা থাকবেন বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি গাইঘাটার ধর্ষণের ঘটনার দ্রুত তদন্ত ও দোষীর শাস্তির দাবিতে গাইঘাটা থানায় ডেপুটেশন বাম সংগঠনের। গাইঘাটায় দশম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় দোষীর শাস্তি ও ঘটনার দ্রুত তদন্তের দাবি জানিয়ে গাইঘাটা থানায় ডেপুটেশন দিল গাইঘাটা পূর্ব এবং পশ্চিম লোকাল কমিটির ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও সারাভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্যরা। তারা ঘটনার দ্রুত তদন্ত এবং দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

কালনার বিধায়ককে আক্রমণ সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: কালনার পুরশ্রী মঞ্চে বিজেপির সদস্যতা অভিযান কর্মসূচিতে হাজির হয়ে কালনার বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগকে ফের তীব্র আক্রমণ করলেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

উল্লেখ্য, কাটোয়ায় একটি জনসভায় এসে কালনার বিধায়ককে মার্ডার কেসের আসামি বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি, তারপরে কালনার বিধায়ক তার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন। সোমবার কালনায় এসে ফের তার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার জন্য মঞ্চ থেকে সুকান্ত মজুমদার বলেন, যার মান আছে তারটা নিয়ে টানাটানি করা যায়। তোর তো ব্যাটা কিছুই নেই। পাশাপাশি তৃণমূল দল স্লোগান ভিত্তিক দল, মা মাটি মানুষ, তাদের একটাই লক্ষ্য শাসন ক্ষমতায় থাকতে চায় এবং কাটমানি খেতে চায়। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী পিএইচডি ডিগ্রি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমবিএ ডিগ্রি ভুয়ো বলে কটাক্ষ করেন। অন্যদিকে সদস্য সংগ্রহের জন্য অন্নপূর্ণা যোজনায় প্রতিটি মহিলাকে তিন হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে দাবি করা হয়। আর সেই বার্তা নিয়েই মানুষের বাড়ি বাড়ি সদস্য সংগ্রহ অভিযানের জন্য যোগ দেওয়ারও বার্তা দেন ও মিথ্যে কথা বলার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে নোবেল দেওয়ার দরকার বলেও এদিন উল্লেখ করেন সুকান্ত মজুমদার। যদিও এই প্রসঙ্গে পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন কালনার বিধায়ক। তিনি বলেন, আমি বাগদি সম্প্রদায়ের ছেলে আর সেই কারণেই বারবার আমার ওপর উনি এই রকম আক্রমণ করেন।

মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে মদের ঠেকে হানা মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: যেখানে সেখানে বেআইনিভাবে মদ তৈরি করা হয়। মদ খেয়ে অসামাজিক কাজ করছে এলাকার ছেলেরা, সকাল সন্ধ্যা মদে বুঁদ হয়ে থাকছে এলাকায় যুব সমাজ থেকে শুরু করে বয়স্করা। এর সঙ্গে রবিবার ভোররাতে, ওই এলাকাতেই ৬০ বছর বয়সি এক মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টা করার অভিযোগ ওঠে দুই যুবকের বিরুদ্ধে। যদিও ওই দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এলাকার মানুষের অভিযোগ মদ খেয়েই এই ধরনের কাণ্ড ঘটাচ্ছে এলাকার মানুষজন। তাই অবিলম্বে মদ বন্ধ করার জন্যই দাবি তুলে মহিলারাই মদের ঠেকে হানা দেয়।

ঘটনাটি ঘটেছে, পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত বেগুট এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে তৈরি হচ্ছে বেআইনি মদ, বারংবার পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হলেও প্রশাসন

কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তাই এলাকার মহিলারাই সোমবার লাঠি নিয়ে মদের ঠেকে হানা দেয়। যাদের বিরুদ্ধে মদ তৈরি করার অভিযোগ তাদেরকে বারণ করা হয়। তাদের দাবি, অবিলম্বে বেআইনি মদ বন্ধ করুক প্রশাসন। এদিন খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী আসে কমব্যাট ফোর্স।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **২৮.১১.২০২৪ (ক্র. নং ১ -এর জন্য) এবং ১১.১২.২০২৪ (ক্র. নং ২ -এর জন্য)** তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিতমতো পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. শ্রী কমল হালদার (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা),** পিতা- প্রয়াত সতীশ চন্দ্র হালদার গ্রাম- চকবেড়িয়া, পোঃঅঃ- কুষ্টিয়া, থানা- সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩ ৩৩০। **২. শ্রীমতী অনিমা হালদার (জামিনদার),** স্বামী- কমল হালদার গ্রাম- চকবেড়িয়া, পোঃঅঃ- কুষ্টিয়া, থানা- সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩ ৩৩০। **খ) বোড়াল শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং বিল্ডিং পরিমাণ কমবেশি প্রায় ২ কাঠা, ৩ ছটাক, মৌজা - চকবেড়িয়া, জে.এল. নং ১০৫, আর.এস. নং ৯, আর.এস. দাগ নং ৯৭২ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ১০৫২/১, হোল্ডিং নং ২১৩, তৌজি নং ১০৯, কালিকাপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ -তে অবস্থিত, ২০১১ সালের টাইটেল ডিড নং ০৬৩৩৭ তারিখ ০৩.০৬.২০১১, বই নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৫, পৃষ্ঠা ২২৯৭ থেকে ২৩২৪ বিয়িং নং ০৬৩৩৭, **শ্রী কমল হালদারের নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : মোনো গুপ্তার বাড়ি, দক্ষিণে : কানাই লাল দাসের জমি, পূর্বে : ছয় ফুট চওড়া গ্রাম্য রাস্তা, পশ্চিমে : হালিম গাজির খালি জমি।	**৮,২৬,৭৮৮.০০ টাকা** (আট লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাতশো অষ্টআশি টাকা মাত্র) **০৮.১২.২০২২** অনুযায়ী সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং তার উপর খরচ	**ক) ১৩,৪৫,০০০.০০ টাকা (*)** (তের লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৩৪,৫০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-অকশনের তারিখ ও সময়ে বা তার আগে জমা দিতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50372948506** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপরে বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনও দায়বদ্ধতা নেই।** **চ) প্রতীকী দখল**
	ক) ১. শ্রী রবীন্দ্র নাথ হালদার (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা), পিতা- শশধর হালদার ফ্ল্যাট নং ১ডি, সুন্নী ভিলা, পূর্বাচল মেইন রোড, প্রেমিসেস নং ১২৫২, ৩এ, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ১ম লেন, পোঃঅঃ- হালতু, থানা- গড়ফা, ওয়ার্ড নং ১০৬, কলকাতা- ৭০০০৭৮। **২. শ্রী রাহুল হালদার (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা),** পিতা- রবীন্দ্র নাথ হালদার ফ্ল্যাট নং ১ডি, সুন্নী ভিলা, পূর্বাচল মেইন রোড, প্রেমিসেস নং ১২৫২, ৩এ, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ১ম লেন, পোঃঅঃ- হালতু, থানা- গড়ফা, ওয়ার্ড নং ১০৬, কলকাতা- ৭০০০৭৮। **৩. শ্রীমতী সরস্বতী হালদার (জামিনদার),** স্বামী- রবীন্দ্র নাথ হালদার ফ্ল্যাট নং ১ডি, সুন্নী ভিলা, পূর্বাচল মেইন রোড, প্রেমিসেস নং ১২৫২, ৩এ, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ১ম লেন, পোঃঅঃ- হালতু, থানা- গড়ফা, ওয়ার্ড নং ১০৬, কলকাতা- ৭০০০৭৮। **খ) বোড়াল শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ১ডি, পরিমাণ কমবেশি ৭৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া নির্মিত জমির পরিমাণ আনুমানিক ০৬ কাঠা ১০ ছটাক ২০ বর্গফুট , ২ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ডব্লুসি এবং ১ বারান্দা, মার্বেল মেঝে সমন্বিত অবস্থিত উত্তর -পশ্চিম দিকে একতলায় উক্ত দোতলা ভবনে অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১২৫২, পূর্বাচল মেন রোড, পো : হালতু, কলকাতা : ৭০০০৭৮, থানা : গরফা,ওয়ার্ড নং ১০৬, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পশ্চিমবঙ্গ, উল্লেখ্য দলিল নং ১৬০৩০৩৮৭৮-২০১৭ সালের, তারিখ ০৪.০৯.২০১৭, নথিভুক্ত বুক নং ১-ভল্যুম নং ১৬০৩-২০১৭, পৃষ্ঠা ১০৭২৪৬ থেকে ১০৭২৮৪, **শ্রী রবীন্দ্র নাথ হালদার এবং শ্রী রাহুল হালদারের নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট নং বি, সি এবং ডি -আরএস দাগ নং ১৭৪৭, ১৭৪৭/২৫৪১, দক্ষিণে : জমি -আরএস দাগ নং ১৭৪৬ এবং ১৭৪৯, পূর্বে : সড়ক, পশ্চিমে : ৫ ফুট চওড়া সড়ক এবং প্লট নং জি -আরএস দাগ নং ১৭৪৭।	**১৯,৮৩,১৬২.০০ টাকা** (ঊনিশ লক্ষ তিরাশি হাজার একশো বাষট্টি টাকা মাত্র) **০৩.০৫.২০২৪** অনুযায়ী সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং তার উপর খরচ	**ক) ২৩,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (তেইশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ২,৩০,০০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-অকশনের তারিখ ও সময়ে বা তার আগে জমা দিতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB5040373223** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপরে বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনও দায়বদ্ধতা নেই।** **চ) প্রতীকী দখল**

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

পরিদর্শনের তারিখ: ০৫.১১.২০২৪ থেকে ২৬.১১.২০২৪ (ক্র. নং ১-এর জন্য) এবং ০৫.১১.২০২৪ থেকে ০৯.১২.২০২৪ (ক্র. নং ২-এর জন্য)
সময়: সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা (সংশ্লিষ্ট শাখায়)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ: ২৮.১১.২০২৪ (ক্র. নং ১-এর জন্য) এবং ১১.১২.২০২৪ (ক্র. নং ২-এর জন্য)
সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://www.ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি: support.ebkray@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে **support.ebkray@psballiance.com** -এ ইমেল করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://www.ebkray.in** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০** -এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) / জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০২.১১.২০২৪ / স্থান: কলকাতা — **অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI — *Relationship beyond banking*

বর্ধমান আঞ্চলিক দপ্তর
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর
জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, দূরভাষ নং ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট- IV-A [বিধি ৮(৬) এর বিধান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর বিধান সহ পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার গঠনমূলক দখল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিকদের দ্বারা নেওয়া হয়েছে, নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাপ্য নীচে উল্লিখিত পরিমাণগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য **২৫/১১/২০২৪** তারিখে "যেমন আছে সেখানে" বিক্রি করা হবে, "যেমন আছে", এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। রিজার্ভ মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট নীচে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা সহ শাখার নাম	সম্পত্তির বিবরণ	ক. সুরক্ষিত ঋণ/বকেয়ার পরিমাণ (টাকায়) খ. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. মজুত মূল্য ২. অগ্রিম মূল্য জমা (ইএমডি) ৩. বিড বর্ধিত অঙ্ক
১.	**অ্যাপকার গার্ডেন শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **শুভাশীষ ব্যানার্জী** **ঋণগ্রহীতার নাম:-** **শ্রী শুভাশীষ ব্যানার্জী ও শ্রীমতী মীনা ব্যানার্জি** **বাসস্থান-** তিতাস অ্যাপার্টমেন্টের ৪র্থ ফ্লোর, টি-১০ নম্বর ফ্ল্যাটে থাকেন, জি.টি. রোড, ওয়ার্ড নং-২, থানা-আসানসোল।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত তিতাস অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট নং টি-১০, ৫ম তল, মৌজা - গোপালপুর, জেএল নং ১০, আরএস খতিয়ান নং ৬৯০ এবং ২৩১, আরএস দাগ নং ৫৮৫/৯৩১ এবং ৪৫৮ থানা - আসানসোল দক্ষিণ জেলা - পশ্চিম বর্ধমান। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী যৌথভাবে শ্রী শুভাশিস ব্যানার্জি এবং শ্রীমতি মীনা ব্যানার্জি। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে - দিলীপ দত্তর সম্পত্তি, পশ্চিমে - প্রাণেশ চৌধুরির সম্পত্তি, উত্তরে - প্লট নং ৫৮৩ অধীন সম্পত্তি, দক্ষিণে - জিটি রোড। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি -** পূর্বে - খোলা জায়গা, পশ্চিমে - খোলা জায়গা, উত্তরে - খোলা জায়গা, দক্ষিণে - সিঁড়ি এবং লিফট।	ক. ২২.৪০ লক্ষ টাকা প্লাস ইউসিআই প্লাস অন্যান্য চার্জ। খ. ১৬.১১.২০২৩ গ. ২৭.০২.২০২৪	১. ২৩,২১,০০০.০০ টাকা ২. ২,৩২,১০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
২.	**আসানসোল শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **সাবির খান ও গোলাম সারোয়ার খান** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:-** **জনাব সাবির খান, পিতা-গোলাম হায়দার খান ঠিকানা-** কুরাইশ মহল্লা লাল চক, পোঃ-আসানসোল, জেলা- বর্ধমান, পঃবঃ পিন- ৭১৩৩০২ এবং **জনাব গোলাম সারওয়ার খান,** পিতা- গোলাম হায়দার খান **ঠিকানা-** কুরাইশ মহল্লা লাল চক, পোস্ট- আসানসোল, জেলা বর্ধমান, পঃবঃ পিন-৭১৩৩০২	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা - আসানসোল, আরএস প্লট নং ১০৫৫৪, এলআর প্লট নং ৩৪২৯, আরএস খতিয়ান নং ১৭৫, এলআর খতিয়ান নং ২০০৭, জেএল নং ২০, আসানসোল পুরসভা অধীন জেলা - বর্ধমান, দান দলিল নং ১-২৪৫০ তাং ২৪.০৫.২০০৭ এরিয়া ২.০ কাঠা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী যৌথভাবে শ্রী সবীর খান এবং শ্রী গোলাম সর্বর খান। সম্পত্তির চৌহদ্দি -** পূর্বে - কালামের সম্পত্তি, পশ্চিমে - সড়ক এবং কৌসরের সম্পত্তি, উত্তরে - সাইরুনের সম্পত্তি এবং সড়ক, দক্ষিণে - হাসিনার সম্পত্তি।	ক. ৭.০০ লক্ষ টাকা প্লাস ইউসিআই প্লাস অন্যান্য চার্জ। খ. ১৬.০৩.২০২২ গ. ২০.০৬.২০২২	১. ১৮,৫২,০০০.০০ টাকা ২. ১,৮৫,২০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৩.	**আসানসোল শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **শঙ্খদীপ গাঙ্গুলি** **ঋণগ্রহীতার নাম:-** **শ্রী শঙ্খদীপ গাঙ্গুলি** পিতা- প্রয়াত স্বপন কুমার গাঙ্গুলী, **বাসস্থান-** জে কে নগর প্রজেক্ট কোয়ার্টার, পোস্ট- বিধান বাগ, থানা- রানিগঞ্জ, আসানসোল- ৭১৩৩৩৭	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত পূজা অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট নং এফ-৮ ৪র্থ তল, এসপি মুখার্জি রোড, মুরদাশোল আসানসোল ৭১৩৩০৩ বিক্রয় দলিল নং ১-০২০৫০৩৪১৬ তাং ২৪.০৪.২০১৮ প্লট নং ৭৬৯, আরএস খতিয়ান নং ৩৪৩, জেএল নং ৩৫, থানা - আসানসোল, এরিয়া ৯০৩ বর্গফুট, সম্পত্তির **স্বত্বাধিকারী শ্রী শঙ্খদীপ গাঙ্গুলি। সম্পত্তির চৌহদ্দি -** পূর্বে - ১৬ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে - সুশান্ত চ্যাটার্জির ভবন, উত্তরে - দেবব্রত মজুমদার, বিশ্বনাথ ভাদুড়ি ইত্যাদির ভবন, দক্ষিণে - এ কে দত্ত এবং নিমাই দাসের ভবন।	ক. ২৭.২২ লক্ষ টাকা প্লাস ইউসিআই প্লাস অন্যান্য চার্জ। খ. ০৩.০১.২০১৯ গ. ০৪.০৫.২০১৯	১. ১৯,৭৩,০০০.০০ টাকা ২. ১,৯৭,৩০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৪.	**আসানসোল শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **শম্ভু নাথ যাদব** **ঋণগ্রহীতার নাম:- শ্রী শম্ভু নাথ যাদব,** পিতা-শ্রী ফৌজদার যাদব **বাসস্থান-** সায়ের পাড়া কালিকাপুর, পোস্ট- চেলিডাঙ্গা, আসানসোল- ৭১৩৩০৪ এবং শ্রীমতী সরিতা ভার্মা, স্বামী-শম্ভু নাথ যাদব, সায়ের পাড়া কালিকাপুর, পোস্ট- চেলিডাঙ্গা, আসানসোল- ৭১৩৩০৪ এবং **এছাড়াও** শিব মন্দির, রাধা নগর রোড, নিচু পাড়া, আসানসোল।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত ফ্ল্যাট নং এফ০৩, ৫ম তলে, বিঘ্নেশ্বর আর্কেড অবস্থিত আরএস প্লট নং ১০৯৩ (এলআর প্লট নং ১৩০০) আরএস প্লট নং ১০৯৮ (এলআর প্লট নং ১৩০৫) আরএস প্লট নং ১০৯৯ (এলআর প্লট নং ১৩০৬) আরএস খতিয়ান নং ৫৪৫ (এলআর খতিয়ান নং ২৩৪২) জেএল নং ৩৫, মৌজা - আসানসোল, থানা - আসানসোল, আসানসোল - ৭১৩৩০৩ আসানসোল পুরসভা অধীন জেলা - বর্ধমান দলিল নং ১-৪৮৮১ তাং ২০.০৬.২০১৮ এরিয়া ১১৮৮ বর্গফুট এবং পার্কিং ২১ বর্গফুট/১২০ বর্গফুট। **সম্পত্তির যৌথ স্বত্বাধিকারী শ্রী শম্ভুনাথ যাদব এবং শ্রীমতি সরিতা বর্মা। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে - অন্যান্যর জমি, পশ্চিমে - এসপি মুখার্জি রোড, উত্তরে - অন্যান্যর জমি, দক্ষিণে - সড়ক।	ক. ২৯.৪৭ লক্ষ টাকা প্লাস ইউসিআই প্লাস অন্যান্য চার্জ। খ. ৩০.১১.২০২১ গ. ২৩.০৫.২০২২	১. ২৬,৭০,০০০.০০ টাকা ২. ২,৬৭,০০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৫.	**বোলপুর শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **গৌরী শঙ্কর বোস** **ঋণগ্রহীতার নাম:-** **শ্রী গৌরী শঙ্কর বোস এবং শ্রীমতী লিপিকা বোস** **বাসস্থান:** মায়া অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা-বাঁধগোড়া, বোলপুর, জেলা-বীরভূম।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত ফ্ল্যাট নং বি-১, দ্বিতীয় তল, মায়া অ্যাপার্টমেন্ট হোল্ডিং নং ১০৫/৯৬/২৭ মৌজা - বাঁধগোরা, জেএল নং ১০০, এলআর প্লট নং ২২৮২, এলআর খতিয়ান নং ১২৮৯৯, ১২৯০০, ১২৯০১, ১২৯০২ এবং ১২৯০৩ থানা - বোলপুর, বোলপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৮ অধীন, জেলা - বীরভূম, পিন- ৭৩১২০৪, **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী গৌরীশংকর বোস এবং লিপিকা বোস, সম্পত্তির চৌহদ্দি -** উত্তরে - ফ্ল্যাট নং বি, পূর্বে - খোলা জায়গা, দক্ষিণে - খোলা জায়গা, পশ্চিমে - সিঁড়ি।	ক. ১৪.৯৪ লক্ষ টাকা প্লাস ইউসিআই প্লাস অন্যান্য চার্জ। খ. ২২.০৩.২০২২ গ. ১৮.০৭.২০২২	১. ১৬,৮৯,০০০.০০ টাকা ২. ১,৬৮,৯০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৬.	**বার্নপুর শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **রাজেশ প্রসাদ** **ঋণগ্রহীতাগণের নাম:-** শ্রী সত্যনারায়ণ প্রসাদ এবং শ্রীমতী মিতা প্রসাদ, **ঠিকানা-** মৌজা সিতলা, থানা- আসানসোল (উত্তর), জেলা- পশ্চিম বর্ধমান।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা- শীতলা থানা- আসানসোল (উত্তর) জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, বিক্রয় দলিল নং ১-৯১৬০ তাং ১৪.১১.২০১৮, জেএল নং ২১, আরএস প্লট নং ৩৭৯১/১০০২৮ আরএস খতিয়ান নং ৪৩৪০, এরিয়া ২ কাঠা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী প্রয়াত শ্রী রাজেশ প্রসাদ। সম্পত্তির চৌহদ্দি-** পূর্বে- মালিকের জমি, পশ্চিমে- ১৬ ফুট চওড়া রোড, উত্তরে- পরিতোষ দাসের সম্পত্তি, দক্ষিণে- প্রয়াত অমল মজুমদারের সম্পত্তি।	ক. ৩১.৬৪ লক্ষ টাকা প্লাস ইউসিআই প্লাস অন্যান্য চার্জ। খ. ০৬.০৪.২০২১ গ. ১৩.০৭.২০২১	১. ১৫,১০,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫১,০০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৭.	**বার্নপুর শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **শুভদীপ কোনার** **ঋণগ্রহীতার নাম:-** **শ্রী শুভদীপ কোনার** পিতা- শ্রী সুবোধ চন্দ্র কোনার, **ঠিকানা:** মৌজা- আসানসোল পৌরসভা, থানা- আসানসোল, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা - আসানসোল পুরসভা, থানা - আসানসোল, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, বিক্রয় দলিল নং ১-০৪৩৮২ তাং ১০.০৫.২০১১ জেএল নং ২০, আরএস প্লট নং ৪৬৯৮ এবং ৪৬৯৯, আরএস খতিয়ান নং ১৬৩৩৬, এরিয়া ৫.৭ ডেসিমেল। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী শুভদীপ কোনার। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে - ভূতনাথ কোনারের সম্পত্তি, পশ্চিমে - ৮ ফুট চওড়া বাইলেন, উত্তরে - ভূতনাথ কোনারের সম্পত্তি, দক্ষিণে- অন্যান্যর সম্পত্তি।	ক. ১৯.৬৫ লক্ষ টাকা প্লাস ইউসিআই প্লাস অন্যান্য চার্জ। খ. ০৭.০২.২০১৯ গ. ১৩.০৬.২০১৯	১. ১৩,২৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,৩২,৬০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৮.	**বার্নপুর শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **শাকিল আখতার** **ঋণগ্রহীতার নাম:-** **জনাব শাকিল আখতার** পিতা- জনাব মহঃ আজিমুদ্দিন, **ঠিকানা-** মৌজা নরসিংবান্ধ, থানা হীরাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা নরসিংহ বাঁধ, থানা - হীরাপুর, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, বিক্রয় দলিল নং ১-৪৩০১ তারিখ ১৭.০৭.২০০২ জেএল নং ২১, আরএস প্লট নং ২০৭৭, ২০৭৯ এলআর প্লট নং ১০৬৬, ১০৬৪, আরএস খতিয়ান নং ৬৪৪, এরিয়া ৩ ডেসিমেল, **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী সাকিল আখতার। সম্পত্তির চৌহদ্দি-** পূর্বে - হাফিজ আনসারির সম্পত্তি, পশ্চিমে - ৬ ফুট চওড়া সড়ক, উত্তরে - সফিক জি এর সম্পত্তি, দক্ষিণে - জব্বর খানের সম্পত্তি।	ক. ১৬.০৬ লক্ষ টাকা প্লাস ইউসিআই প্লাস অন্যান্য চার্জ। খ. ৩০.০৯.২০২২ গ. ০৭.০২.২০২৩	১. ১৩,০৮,০০০.০০ টাকা ২. ১,৩০,৮০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৯.	**বার্নপুর শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **মহঃ রশিদ** **ঋণগ্রহীতার নাম:-** **জনাব মহঃ রশিদ** পিতা- জনাব মহঃ ওয়াসিম, **ঠিকানা-** মৌজা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, থানা-আসানসোল (দক্ষিণ), জেলা- পশ্চিম বর্ধমান।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা - আসানসোল পৌরসংস্থা থানা- আসানসোল (দক্ষিণ) জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, বিক্রয় দলিল নং ১-৫৫০৪, তাং ২৯.০৯.২০২০ জেএল নং ২০, আরএস প্লট নং ৭৬২১, ৭৬২৩ এবং ৭৬২৫ আরএস খতিয়ান নং ৯২৭৯, এরিয়া ১২০০ বর্গফুট। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী মহ. রশিদ। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে - সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে - এম এন সাহা রোড, উত্তরে - মহ. ইবরার এবং অন্যান্যর ভবন, দক্ষিণে - অন্যান্যর ভবন।	ক. ২৯.৩৭ লক্ষ টাকা প্লাস ইউসিআই প্লাস অন্যান্য চার্জ। খ. ২৯.০৮.২০২২ গ. ২১.১২.২০২২	১. ২৬,৮৭,০০০.০০ টাকা ২. ২,৬৮,৭০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
১০.	**রানীগঞ্জ শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **মহঃ জাভেদ আলম** **ঋণগ্রহীতার নাম:-** **মহঃ জাভেদ আলম**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা - ইসমাইল থানা হীরাপুর, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, জেএল নং ২২, আরএস প্লট নং ৭১৫২, এলআর প্লট নং ৩৭৮০, ৭০০১, আরএস খতিয়ান নং ৪১৫, এলআর খতিয়ান নং ৬০৫৩, ফ্ল্যাট নং এ২, নবীল অ্যাপার্টমেন্ট, আজাদ নগর রোড, মল্লিক হার্ডওয়্যার, বার্নপুরের নিকট পরিমাণ এরিয়া ১৩৭৫ বর্গফুট, **সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত মহ. জাভেদ আলমের নামে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি : (ভবনের সীমা)** পূর্বে - অন্যান্যর জমি, পশ্চিমে - ২৪ ফুট চওড়া রোড, উত্তরে - অন্যান্যর জমি, দক্ষিণে - ১১ ফুট চওড়া রোড। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : (ফ্ল্যাটের সীমা)** পূর্বে - ফ্ল্যাট নং এ-১, পশ্চিমে - ফ্ল্যাটা নং এ-৩, উত্তরে - সিঁড়ি, দক্ষিণে - খোলা জায়গা।	ক. ৩৫.৬১ লক্ষ টাকা প্লাস ইউসিআই প্লাস অন্যান্য চার্জ। খ. ০৫.১২.২০২৩ গ. ২৩.০২.২০২৪	১. ৩৬,৪৮,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৬৪,৮০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
১১.	**সাতগাছিয়া শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **শ্রাবস্তী কৃষি ভান্ডার** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:-** **মেসার্স শ্রাবস্তী কৃষি ভান্ডার (স্বত্বাধিকারী- শ্রী অমরনাথ সিংহ রায়** পিতা- শ্রী অসিতাভ সিংহ রায়, **ঠিকানা-** গ্রাম বোহার পোস্ট- বোহার মৌজা- বোহার, থানা- মেমারি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান।	**সম্পত্তি ১ :** অবস্থিত গ্রাম বোহার, পোঃ - বোহার, থানা - মেমারি, মৌজা - বোহার, জেএল নং ৯৩, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৩৪০৭, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫৬১৮, বোহার ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন পিন - ৭১৩৪৩০ **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী অমর নাথ সিংহ রায়। সম্পত্তির চৌহদ্দি:** পূর্বে - অন্যান্যর ভবন, পশ্চিমে - ৮ ফুট চওড়া পিসিসি রোড, উত্তরে - অন্যান্যর খালি জমি, দক্ষিণে - ৬ ফুট চওড়া পিসিসি রোড। **সম্পত্তি ২ :** অবস্থিত গ্রাম বোহার, পোঃ - বোহার, থানা - মেমারি, মৌজা - বোহার, জেএল নং ৯৩, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৩৪০৭, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৫২৩৮, বোহার ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন পিন - ৭১৩৪৩০। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** পূর্বে - ১০ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে - সুকুর আলির ভবন, উত্তরে - অশোক কুমার সিংহ রায়ের জমি, দক্ষিণে - দোকান।	ক. ৩১.২০ লক্ষ টাকা প্লাস ইউসিআই প্লাস অন্যান্য চার্জ। খ. ৩১.১০.২০২৩ গ. ০৯.০২.২০২৪	**সম্পত্তি ১:** ১. ২৯,০৩,০০০.০০ টাকা ২. ২,৯০,৩০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা **সম্পত্তি ২:** ১. ১৯,৫০,০০০.০০ টাকা ২. ১,৯৫,০০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী:

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://ebkray.in** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় **২৫.১১.২০২৪ বেলা ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত,** যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১৮০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি **২২.১১.২০২৪ তারিখ (বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত)** পর্যন্ত দেখতে পারেন।
(৩) **আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://ebkray.in -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডিও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যোগাযোগ করতে পারেন ব্যক্তি ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা অভিষেক পরাশর (+৯১ ৮২০৮১ ৯০৩৬৭)-এর সঙ্গে।**
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ **"যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে", "যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে"** বিক্রি হবে। আগ্রহী ডাকদাতারা তাঁদের ডাক দাখিলের পূর্বে নিলানের প্রদত্ত সম্পত্তির ঝঞ্ঝাট ও স্বত্ব এবং সম্পত্তিতে প্রভাব ফেলে এমন দাবি/স্বত্ব/বকেয়া সম্পর্কে নিজস্ব খোঁজখবর নেবেন। অনুমোদিত অফিসার/জামিনযুক্ত উত্তমর্ণরা যে-কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/স্বত্ব/বকেয়ার জন্য কোনওভাবেই দায়ী হবেন না।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** দ্বারা ই-বিক্রয় পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াটির বিশদ উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে **২৫.১১.২০২৪** তারিখ বা তার পূর্বে।
(৮) সর্বোচ্চ/সফল ডাকদাতাকে বিক্রয় সম্পর্কে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক ডাক গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সামিল করে ডাক অর্থে ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে;বিক্রয় অসম্পূর্ণ/বিফল হলে ইএমডি ফেরতযোগ্য নয়। সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে তার ডাক দেওয়ার আইনগত যোগ্যতা সাপেক্ষে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির সফল ডাকদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে।
(৯) ডাক/ক্রয় অর্থে অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় সুনিশ্চিত করার অথবা অনুমোদিত অফিসারের একক সিদ্ধান্তে লিখিতভাবে সম্মতিক্রমে ও ওইরূপ সম্প্রসারিত সময়কালে ব্যাঙ্কের কার্যকালে **১৫ দিনের** মধ্যে আদায় দিতে হবে। সফল ডাকদাতা কোনও কারণে পেমেন্ট করতে ব্যর্থ হলে ডাকদাতার ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক-এর স্বাধীনতা থাকবে নিলাম বাতিল করার ও নতুন নিলাম পরিচালনার।
(১০) গোটা বিক্রয় পর্ব মিটে যাওয়ার পর অনুমোদিত অফিসার ডাকদাতা বা তাঁর নমিনি বা অন্য ব্যক্তির সঙ্গে যুগ্মভাবে ডাকদাতার নামে সেল সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন এবং বিক্রি প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ বলে ঘোষণা করবেন এবং আর কোনও দাবি গ্রাহ্য করবে না।
(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাদের প্রতি অগ্রিম ২০০২ সালের দ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর রুল ৮(৬) অধীন পনের দিনের নোটিসও।

তারিখ: ০৪.১১.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দিল্লির দূষণ নিয়ে পুলিশ ও সরকারকে হলফনামা দিতে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর: দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি নিয়ে আবারও উদ্বেগ প্রকাশ সুপ্রিম কোর্টের। রাজধানীতে বাজি নিষিদ্ধকরণও সেই অর্থে কার্যকর হয়নি বলেই মনে করছে শীর্ষ আদালত। এ বছর বাজি নিষিদ্ধ করতে কী পদক্ষেপ করা হয়েছিল, সে বিষয়ে দিল্লির সরকার এবং দিল্লির পুলিশ কমিশনারের থেকে হলফনামা তলব করেছেন বিচারপতি অভয় ওকা এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহ্। পাশাপাশি আগামী বছরও এই ব্যবস্থা (নিষিদ্ধকরণ) কার্যকর রাখতে কী পদক্ষেপের কথা ভাবা হচ্ছে, তা-ও জানাতে বলা হয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে এই হলফনামা জমা দিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। উল্লেখ্য, দিল্লিতে বর্তমানে আপ সরকার রয়েছে। তবে দিল্লি পুলিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে।

এর আগে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, দিল্লির দুই পড়শি রাজ্য পঞ্জাব ও হরিয়ানায় শস্যের গোড়া পোড়ানোর জন্যই বাতাসের গুণগত মান খারাপ হচ্ছে বলে মনে করছে আদালত। সোমবারের শুনানিতেও উঠে আসে শস্যের গোড়া পোড়ানোর প্রসঙ্গ। সংবাদমাধ্যমের একটি প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, দীপাবলির সময়েও শস্যের গোড়া পোড়ানোর ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। সে ক্ষেত্রে পঞ্জাব ও হরিয়ানার সরকারকেও দু'টি পৃথক হলফনামা জমা দিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। অক্টোবরের শেষ ১০ দিনে শস্যের গোড়া পোড়ানোর ঘটনার বিষয়ে জানাতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি দিল্লিতেও ওই সময়ে কোথাও শস্যের গোড়া পোড়ানো হয়েছে কি না, তা-ও জানাতে বলেছে শীর্ষ আদালত।

সংবাদ সংস্থা রয়টার্স একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীপাবলির সকালে (১ নভেম্বর) দিল্লি বিশ্বের সবথেকে দূষিত শহর ছিল। দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে পরিবেশবিদেরাও। এই আবহেই সোমবার সুপ্রিম কোর্টে দিল্লির দূষণ মামলার শুনানি হল। যদিও শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, এ বারের দূষণ দিল্লির সর্বাধিক দূষণ নয়। তবে গত দু'বছরের তুলনায় দূষণের মাত্রা অনেকটাই বেশি। আগামী ১৪ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দেওয়ালে একাধিক ফাটল

পুরী, ৪ নভেম্বর: পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে একাধিক ফাটল দেখা দিয়েছে। পড়েছে শ্যাওলার পুরু আস্তরণও। সমস্যা এড়াতে তড়িঘড়ি ডাক পড়েছে পুরাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের (আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বা এএসআই) সাহায্য চেয়েছে ওডিশা সরকার। তারাই দেওয়ালের ফাটল মেরামত করবে।

পুরীতে জগন্নাথের মূল মন্দিরের বাইরে মন্দিরের চৌহদ্দি নির্দিষ্ট করে যে পুরু দেওয়াল রয়েছে, তার নাম মেঘনাদ পচেরী। বছরের পর বছর ধরে মূল মন্দিরকে সুরক্ষিত করে আসছে এই দেওয়াল। কিন্তু সম্প্রতি এই দেওয়ালে একাধিক ফাটল লক্ষ করা গিয়েছে। যা নিয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন।

জগন্নাথ মন্দিরের ভিতরে আনন্দবাজার নামের একটি অঞ্চল রয়েছে। সেখান থেকে জগন্নাথের প্রসাদ বিক্রি করা হয়। ওই অঞ্চল থেকে নোংরা বর্জ্য জল বাইরের দেওয়ালের ফাটল দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে বলে খবর। দেওয়ালে দীর্ঘ দিন ধরে জমছে শ্যাওলা। তার আস্তরণ আরও পুরু হচ্ছে, আরও ছড়িয়ে পড়ছে দেওয়াল জুড়ে। দেওয়াল ভেজা থাকায় ক্রমে ক্ষতি হচ্ছে। অনেকের মতে, দীর্ঘ দিনের অযত্নেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ওডিশা সরকার অবশ্য মনে করছে, এএসআইয়ের অনুমতি ছাড়া জগন্নাথ মন্দিরে এমন কোনও কাজ করা হয়েছে, যার ফলে এই ফাটল। তদন্ত করে দেখছে সরকার।

মন্দির কর্তৃপক্ষ এবং বিশেষজ্ঞেরা পুরীর মন্দিরের এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। হেরিটেজ সংরক্ষণকারীরা দ্রুত মন্দিরের আপাদমস্তক মূল্যায়ন এবং পূর্ব পরিস্থিতি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। জগন্নাথ মন্দির ওডিশার অন্যতম প্রধান হেরিটেজ এবং সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তাই পরিস্থিতি মোকাবিলায় মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করবে ওডিশা সরকারও। ভবিষ্যতে যাতে মন্দির কাঠামোর আর কোনও ক্ষতি না হয়, তা নিশ্চিত করাই এখন লক্ষ্য।

পুরাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের ডাক

রাজ্যের আইনমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন বলেন, 'কেন দেওয়ালে ফাটল দেখা দিল, আমরা তদন্ত করে দেখছি। দেওয়াল মেরামতের প্রস্তুতি নিচ্ছে এএসআই। কিন্তু কেন দেওয়াল ফাটল, আমরা খতিয়ে দেখব। আমাদের অনুমান, এএসআইয়ের অনুমতি ছাড়াই মন্দিরে কিছু কাজ করা হয়েছিল, যার ফলে দেওয়ালের এই অবস্থা হয়েছে।' তিনি আরও জানান, এএসআই আপাতত অগ্রাধিকার দিয়ে দেওয়াল মেরামত করবে। এই পরিস্থিতির নেপথ্যে কোনও বেআইনি কাজ খুঁজে পেলে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করবে ওডিশা সরকার।

১ মাসের মধ্যে ডিটেনশন শিবিরের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে অসমকে নির্দেশ

গুয়াহাটি, ৪ নভেম্বর: অসমে ডিটেনশন শিবিরে পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে। সোমবার ওই মামলার শুনানিতে অসম সরকারকে সময়সীমা বেঁধে দিল শীর্ষ আদালত। বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহ্র বেঞ্চের নির্দেশ, এক মাসের মধ্যে ডিটেনশন শিবিরগুলিতে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নিশ্চিত করতে হবে অসম সরকারকে। রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদলকে এই শিবিরগুলি পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে আলোচনার জন্যও বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। যাঁদের নাগরিকত্ব নিয়ে সন্দেহ রয়েছে কিংবা যাঁদের অবৈধ অভিবাসী বলে 'ফরেনার্স ট্রাইবুনাল' মনে করে, তাঁদের আটক করার পর রাখা হয় ডিটেনশন শিবিরে। কিন্তু এই শিবিরগুলিতে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নেই বলে বার বার অভিযোগ উঠেছে। জুলাই মাসেও এ নিয়ে শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ সতর্ক করেছিল অসম সরকারকে। পর্যাপ্ত জল, নিকাশি ব্যবস্থার অভাবের কথা উল্লেখ করেছিল শীর্ষ আদালত। এমনকি খাদ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়েও কোনও স্বচ্ছ ধারণা নেই বলেও জানিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট।

সোমবার মামলার শুনানির সময় আবারও ডিটেনশন শিবিরের পরিস্থিতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি ওকা। তাঁর কথায়, 'ডিটেনশন শিবিরগুলির অবস্থায় সন্তোষ প্রকাশের কোনও জায়গাই নেই। রাজ্যের লিগ্যাল সার্ভিসের রিপোর্ট অনুসারে, ন্যূনতম স্বাস্থ্য ব্যবস্থারও অভাব রয়েছে। মহিলা চিকিৎসকও নেই সেখানে। পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নিশ্চিত করতে হবে।' সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের বৈঠকে অসমের লিগ্যাল সার্ভিস কর্তৃপক্ষকেও থাকার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। ওই বৈঠকের পর আগামী ৯ ডিসেম্বর লিগ্যাল সার্ভিস কর্তৃপক্ষকে আদালতে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের লড়াইয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাশিয়া-ইউক্রেনের

কিভ, ৪ নভেম্বর: প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার পারদ চড়েছে আমেরিকায়। ডেমোক্র্যাট নেত্রী কমলা হ্যারিস নাকি রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প? সমস্ত ভোটসমীক্ষা, বিশেষজ্ঞদের কাটাছেঁড়াকে পিছনে ফেলে শেষ হাসি কে হাসবেন সেদিকে তাকিয়ে বিশ্ব। ভারত, চিন, বাংলাদেশ, ইজরায়েলের মতো একাধিক দেশের পাশাপাশি ভাইস প্রেসিডেন্ট বনাম প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই লড়াইয়ে তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেনেরও। এই মুহূর্তে রক্তক্ষয়ী লড়াই জারি রয়েছে যুযুধান দু'দেশের মধ্যে। কমলা বা ট্রাম্প, মসনদে যেই বসুন না কেন, দু'দেশের সঙ্গেই কূটনৈতিক সমীকরণ বদলে যেতে পারে আমেরিকার। আর এই বদলই হয়তো আগামিদিনে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে ইউক্রেনের। কীভাবে?

ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০২২। বেজে ওঠে রণদুন্দুভি। ইউক্রেনে 'বিশেষ সামরিক অভিযান'ঘোষণা করে দেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সীমান্ত পেরিয়ে বাঁধভাঙা জলের মতো ঢুকে পড়ে রুশ ফৌজ। দুই প্রাক্তন সোভিয়েত সদস্যভুক্ত দেশের মধ্যে শুরু হয় প্রবল যুদ্ধ। শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশের জওয়ানদের সঙ্গে কাঁধ মেলান ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই খেরসান, বাখমুটের মতো ইউক্রেনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করে নেয় মস্কো। 'নরককুণ্ডে' পরিণত হয় রাজধানী কিয়েভ। শুরুর দিকে মনে হয়েছিল খুব সহজেই হয়তো 'গোলিয়াথ' রাশিয়ার কাছে হার মানবে জেলেনস্কির 'লিলিপুট' বাহিনী। কিন্তু না বাস্তবে এমনটা হল না। বরং মাস কয়েকের মধ্যেই কাউন্টার অফেন্সিভ বা পালটা মার দিয়ে রণক্ষেত্রের ছবিই পালটে দিল ইউক্রেনীয় সেনা। এখন পর্যন্ত কিভ দখল করতে পারেনি রাশিয়া। উলটে বাখমুটের মতো হারানো জমি ফিরে পেলেন জেলেনস্কি। এখানেই প্রশ্ন ওঠে কার মদতে এতটা শক্তিশালী হয়ে উঠল ইউক্রেন? উত্তরটা নিঃসন্দেহে আমেরিকা। দুঃসময়ে বন্ধুর ত্রাতা হয়ে পরোক্ষভাবে যুদ্ধের ময়দানে নাম লেখায় ওয়াশিংটন।

বলে রাখা ভালো, আজ মঙ্গলবার ৫ নভেম্বর মার্কিন মুলুকে ভোটের দিন হলেও, ৪৭টি প্রদেশে অনেক আগেই ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে গিয়েছে। একে বলে 'আর্লি ভোট'। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভোটদান হয়ে যাওয়ার পরে যে সর্বশেষ জনমত সমীক্ষা প্রকাশ্যে এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় টক্কর চলছে ট্রাম্প ও কমলার মধ্যে। কয়েকটি ভোটসমীক্ষা মোতাবেক আবার রিপাবলিকান নেতার থেকে পাল্লা ভারী ডেমোক্র্যাট নেত্রীর। তাই এই মুহূর্তে কমলার জয় সুনিশ্চিত করতে হাজার হাজার সমর্থকের মতো হয়তো প্রার্থনা করছেন ইউক্রেনের লক্ষ লক্ষ নাগরিকও।

অন্ধ্রপ্রদেশে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত চার শ্রমিক

ক্ষতিপূরণ ঘোষণা রাজ্যের

অমরাবতী, ৪ নভেম্বর: অন্ধ্রপ্রদেশে মূর্তি উন্মোচনের অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল চার শ্রমিকের। গুরুতর জখম আরও এক জন। রবিবার অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব গোদাবরী জেলার তাদিপাররু গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে।

রবিবার ওই গ্রামে একটি অনুষ্ঠানে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ফ্লেক্স ব্যানার লাগাতে গিয়ে আচমকা হাই ভোল্টেজ বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন পাঁচ শ্রমিক। ছিটকে পড়েন চার জন। ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। মৃত শ্রমিকদের নাম বীররাজু, নগেন্দ্র, মণিকান্ত এবং কৃষ্ণ। গুরুতর আহত অবস্থায় পঞ্চম শ্রমিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, তাঁর অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক।

ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডু। তিনি বলেন, 'এরকম একটি অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় আমরা চার জনকে হারালাম। সরকার এই দুঃসময়ে ওই চার শ্রমিকের পরিবারের পাশে রয়েছে।' পাশাপাশি, জখম চিকিৎসায় নজরদারির জন্য স্থানীয় আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন চন্দ্রবাবু। এ ছাড়াও, রাজ্য সরকারের তরফে মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কী ভাবে ওই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে এখনও চলছে তদন্ত।

ডলারের নিরিখে টাকার দামে রেকর্ড পতন

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর: কমেই চলেছে ভারতীয় টাকার দাম। ডলারের নিরিখে ফের ভারতীয় মুদ্রায় দেখা গেল রেকর্ড পতন। যা দেখে ভুরু কুঁচকেছেন আর্থিক বিশ্লেষকেরা। শেয়ার বাজার থেকে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিপুল অর্থ তুলে নেওয়ার জেরে টাকা কমজোরি হচ্ছে বলে মনে করছেন তাঁরা। অবিলম্বে পরিস্থিতির বদল না হলে তা আরও খারাপের দিকে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

সোমবার, ৪ নভেম্বর ডলারের নিরিখে টাকার দাম ৮৪.১১-তে নেমে আসে। এ বছরের ৩১ অক্টোবর ৮৪.১০ টাকায় নেমেছিল ভারতীয় মুদ্রার দর। যা ছিল সর্বকালীন নিম্ন। ১ নভেম্বর অবশ্য দীপাবলির থাকার কারণে বন্ধ ছিল ফরেক্স বাজার। এ দিন যা খুলতেই ফের আগের মতোই টাকার দামে লক্ষ করা যায় পতন।

বিশেষজ্ঞদের কথায়, 'বিদেশি লগ্নিকারীরা (ফরেন পোর্টফোলিয়ো ইনভেস্টর বা এফপিআই) ক্রমাগত ভারতীয় শেয়ার বিক্রি করে ডলার কিনে চলেছেন। অন্য দিকে, গ্রিন ব্যাক বিক্রির ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত কোনও আক্রমণাত্মক অবস্থান নেয়নি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা আরবিআই। যা টাকার দর কমার মূল কারণ।'

বিদেশি লগ্নিকারীরা ডলার কিনতে শুরু করায় আমেরিকান মুদ্রাটির চাহিদা বেড়েছে। যা একে দামি করে তুলছে। আর ডলারের দামের সূচক চড়তে থাকায় বিশ্ব জুড়েই অন্যান্য মুদ্রার দর নিম্নমুখী হয়েছে। ফরেক্স ব্যবসায়ীদের মতে, এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় টাকা সংকীর্ণ পরিসরে বাণিজ্য করতে পারবে। তবে ডলার দামি হওয়ায় অপরিশোধিত তেলের দাম খুব একটা বাড়বে না বলেই মনে করা হচ্ছে।

পছন্দের প্রার্থীকে বেছে নেওয়ার জন্য নিউইয়র্কের ব্যালট পেপারে থাকছে বাংলা ভাষা

ওয়াশিংটন, ৪ নভেম্বর: ডোনাল্ড ট্রাম্প নাকি কমলা হ্যারিস? মার্কিন প্রেসিডেন্টের কুর্সিতে বসবেন কে? আমেরিকার নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে গোটা বিশ্ব। সেই হাইভোল্টেজ নির্বাচনে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাও। জানা গিয়েছে, পছন্দের প্রার্থীকে বেছে নেওয়ার ব্যালট পেপারে থাকছে বাংলা ভাষাও। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার ভারতীয় সময় সন্ধে ৬টা নাগাদ আমেরিকায় শুরু হবে ভোটগ্রহণ।

২০১৩ সালে প্রথমবার বাংলা ভাষায় ব্যালট ছাপা হয় মার্কিন নির্বাচনে। তবে গোটা আমেরিকাজুড়ে নয়, নির্দিষ্ট ৬০টি নির্বাচনী কেন্দ্রের ব্যালটে বাংলা ভাষা ছাপা হয়। এই কেন্দ্রগুলোর অধিকাংশই নিউ ইয়র্কে। উল্লেখ্য, আমেরিকায় বসবাস করেন লক্ষাধিক বাঙালি। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিকরা। বেশিরভাগ বাঙালিরাই নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা। ব্রুকলিন, কুইন্স এবং ব্রঙ্কস-এই তিন এলাকায় মূলত বসবাস করেন বাঙালিরা। ১১ বছর আগে বাঙালি অধ্যুষিত কুইন্স এলাকা থেকেই যাত্রা শুরু হয় বাংলা ভাষায় ব্যালট পেপারের। দক্ষিণ এশীয় ভোটারদের জন্য কেন মাতৃভাষায় ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে না, এই প্রশ্নের মুখে পড়ে কুইন্সের নির্বাচনী বোর্ড। ইংরাজির জ্ঞান সীমিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী মার্কিন নাগরিকরা পূর্ণ মাত্রায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছেন না, এই দাবিতে সরব হন স্থানীয়রা। শেষ পর্যন্ত ব্যালট পেপারে বাংলা ভাষা রাখা হয়। আসন্ন নির্বাচনেও ব্যালট পেপারে বাংলা থাকছে।

৫ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হলেও গত রবিবার থেকেই আমেরিকায় শুরু হয়েছে আগাম ভোটপর্ব। শুক্রবার পর্যন্ত সে দেশের প্রায় ছ'কোটি ভোটদাতা তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। আমেরিকায় ভোটদাতা নাগরিকের সংখ্যা ২৩ কোটির বেশি। এ বারের নির্বাচনে রেজিস্টার্ড ভোটারের সংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। তার মধ্যে রয়েছেন লক্ষাধিক বাঙালিও। মাতৃভাষায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাঁরা বেছে নেবেন, আগামী দিনে আমেরিকাকে পরিচালনা ট্রাম্প করবেন নাকি কমলা।

খলিস্তানি তাণ্ডব কানাডার মন্দিরে, নিন্দা করল ভারতীয় হাই কমিশন: কানাডার হিন্দু মন্দিরে খলিস্তানি তাণ্ডবের তীব্র নিন্দা করল সেদেশের ভারতীয় হাই কমিশন। তাদের তরফে জানানো হয়েছে, মন্দিরের খুব কাছেই একটি ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু মন্দিরে তাণ্ডবের জেরে ব্যাহত হয়েছে ক্যাম্পের কার্যকলাপও। গোটা বিষয়টিকে গভীর উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন কানাডায় নিযুক্ত ভারতীয় প্রতিনিধিরা।

হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের পর থেকেই ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে ব্যাপক টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। একাধিকবার ভারতীয় কূটনীতিকদের হুমকি দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। এহেন পরিস্থিতিতে রবিবার টরন্টোর নিকটবর্তী ব্রাম্পটনের হিন্দু সভা মন্দিরে তাণ্ডব চালায় খলিস্তানিরা। মারধর করা হয় হিন্দু পুণ্যার্থীদের। রেহাই মেলেনি মহিলা এবং শিশুদেরও।

হামলার খবর প্রকাশ্যে আসতেই অটোয়ার ভারতীয় দূতাবাসের এক্স হ্যান্ডেলে তীব্র নিন্দা করে বার্তা দেওয়া হয়। সেই এক্স পোস্ট থেকে জানা যায়, মন্দির কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় প্রতি বছরই সেখানে কনসুলার ক্যাম্পের আয়োজন করে ভারতীয় হাই কমিশন। কানাডা এবং ভারতীয় নাগরিকদের জন্য স্থানীয় স্তরে লাইফ সার্টিফিকেট তৈরি করা হয় এই ক্যাম্পে। চলতি বছরের ক্যাম্পে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা মোতায়েন করার জন্য আগে থেকেই প্রশাসনের কাছে আবেদন করা হয়েছিল।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ABRIDGED NIT

On behalf of **Herambagopalpur Gram Panchayat** of Patharpratima Block under South 24 Parganas dist. invites bids through etendering process for Est. Cost. Of **Rs.3185074/-** (Excl.GST & Cess). vide **NITNo. 09/511/XVFC-TIED/NIT/HGP/2024**, to **20/522/5TH SFC/NIT/HGP/2024, dt.-05.11.2024**. The last Date of submission of Bids is **12.11.2024 up to 1.00p.m.** Please visit **https://wbtenders.gov.in** and SDO/BDO/GP Office.

Sd/- Pradhan, Herambagopalpur GP.

E-TENDER

Sealed E-Tender vide "NIT No. 19/Nalhati/2024-2025, Dated : 28.10.2024" is hereby invited from the bonafide, resourceful and experienced Contractor for "**Construction of Hanging Seed Bed under RKVY - Programme (2024-2025) at W.B.C.A.D.C. Nalhati-1 Project**". **a) Tender Value :** Rs. 4,37,417.00, **b) Downloading of bidding documents from E-procurement Portal :** 05.11.2024 at 10:00 a.m. and **c) Last date of application :** 22.11.2024 upto 18:30 hrs. For more details visit : **www.wbtenders.gov.in**

Deputy Project Officer WBCADC, Nalhati-I Project

NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ No.	Name of Work
WBMAD/ULB/RSM/256/24-25/2nd Call Dated 02.11.2024	Supply of various stationary (printed and non-printed) items for Rajpur-Sonarpur Municipality for the financial year 2024-2025.

Bid Submission end date: **22.11.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer, Rajpur-Sonarpur Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

No. WB-07/TN/ED/EOB/2024-2025 তারিখ : ৩০.১০.২০২৪

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি, এইচএমসি হেড অফিসে একটি পূর্ত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারি লাইসেন্স, সাম্প্রতিকতম জিএসটি সার্টিফিকেট, পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শুরুর তারিখ : ৩০.১০.২০২৪ সন্ধে ৬টা থেকে।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ২৯.১১.২০২৪ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
৯০(৩)/২৪-২৫ সেক্রেটারি
২.১১.২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/414/24-25 Dated 29.10.2024	Repairing & renovation work at i)Biswabani school to Dadpur culvert ii)Saptarshi club iii)Mondal Para iv)Kaltala to Jhilpar in Ward no.05 under Rajpur Son arpur Municipality.	Rs.9,77,966 .00

Bid Submission end date: **13.11.2024 at 16-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/415/24-25 Dated 29.10.2024	Earth Work in filling & Bamboo pilling at Natundiyara Rabindranagar near Agnibina club and Natyamahal In Ward No-04 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.2,39,294 .00
WBMAD/ULB/RSM/416/24-25 Dated 29.10.2024	Earth Work in filling at Purba Boalia Shyamapally bye lane IN Ward No-06 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,99,292 .00
WBMAD/ULB/RSM/417/24-25 Dated 29.10.2024	Earth Work in filling at Bibekanandanagar Sector 1 & sector2 In Ward No-05 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.2,40,282 .00

Bid Submission end date: **13.11.2024 at 16-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** ***Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality***

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/418/24-25 Dated 29.10.2024	Upgradation of Bituminous Road from Answar Mondal House to Karbala More Sonarpur Station Road of Ward No.-27 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.25,11,233 .00
WBMAD/ULB/RSM/419/24-25 Dated 29.10.2024	Repairing Of From Jagriti Sangha To K.m.c. Border, Fire Brigade To Khoda Boksa Road, Tetultala More To Khoda Boksa Road At Ward No.- 30; under Rajpur-sonarpur Municipality.	Rs.12,30,997 .00
WBMAD/ULB/RSM/420/24-25 Dated 29.10.2024	Upgradation of road at Soil Test to Hanuman Mandir, due to very bad Condition,in Ward No-35 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.12,19,407 .00

Bid Submission end date: **19.11.2024 at 16-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

অস্ট্রেলিয়ায় ব্যর্থ হলে অবসর রোহিতের, খেলা চালিয়ে যাবেন কোহলি ! মত শ্রীকান্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি: বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতেও ব্যাট হাতে ব্যর্থ হলে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করতে পারেন রোহিত শর্মা। সে ক্ষেত্রে শুধু এক দিনের ক্রিকেট খেলবেন তিনি। এমনই মনে করছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। বিরাট কোহলি অস্ট্রেলিয়া সফরেই ফর্মে ফিরবেন বলে মত তাঁর।

সকলের মতোই হতাশ শ্রীকান্ত। নিউ জল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে ০-৩ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ হার মেনে নিতে পারছেন না। তিনি হতাশ রোহিত, কোহলির পারফরম্যান্স নিয়েও। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে তিনি বলেছেন, ‘‘আমার মনে হয়, অস্ট্রেলিয়াতেও ভাল পারফর্ম করতে না পারলে রোহিত সম্ভবত টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেবে। ওর ভাবা উচিত। ১০০ শতাংশ উচিত। টি-টোয়েন্টি থেকে আগেই অবসর নিয়েছে। শুধু এক দিনের ক্রিকেট খেলতে দেখা যেতে পারে আগামী দিনে। ওর বয়সটাও মাথায় রাখতে হবে। এখন রোহিতকে আর তরুণ বলা যায় না।’’

টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পরামর্শ দিলেও রোহিতের পরামর্শ করেছেন শ্রীকান্ত। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের বক্তব্য, ‘‘রোহিতের মধ্যে সাহস, সততা আছে। গোটা সিরিজ খারাপ খেলেছে এবং খারাপ নেতৃত্ব দিয়েছে, এটা সরাসরি স্বীকার করে নিয়েছে। এটা ভাল। যে কোনও খেলোয়াড়ের ফর্মে ফেরার জন্য এই উপলব্ধিটাই সব কিছুর আগে প্রয়োজন। নিজের ভুলগুলো মেনে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ হিসাবেও এই গুণ থাকা দরকার। রোহিত নিজের খামতিগুলো প্রকাশ্যে স্বীকার করছে মানে, ফর্মে ফেরার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে।’’

কোহলির ক্ষেত্রে শ্রীকান্তের বক্তব্য কিছুটা আলাদা। কোহলি আরও কিছু দিন টেস্ট খেলবেন বলে মনে করছেন তিনি। শ্রীকান্ত বলেছেন, ‘‘অস্ট্রেলিয়ায় কিন্তু কোহলি রান পেতে পারে। অস্ট্রেলিয়া ওর স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা। এটা ওর শক্তি। কোহলির অবসর নিয়ে কথা বলার মতো সময় এখনও আসেনি। যদিও ফর্মে ফেরার যথেষ্ট সময় পেয়েছে কোহলি। গত দু’বছর ধরে সে ভাবে খেলতে পারছে না।’’

শ্রীকান্ত বলেছেন, রোহিত-কোহলির মতো ক্রিকেটজীবনের শেষ প্রান্তে চলে এসেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং রবীন্দ্র জাডেজাও।

ভারতীয় দলের চার সিনিয়র ক্রিকেটার একসঙ্গে দেশের মাটিতে শেষ টেস্ট খেলে ফেলেছেন বলে মনে করেন তিনি।

পাকিস্তানের জয় কেড়ে নিলেন কামিন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বছরের ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদে বিশ্বকাপ ফাইনালের পর এই প্রথম ওয়ানডে খেলতে নেমেছেন প্যাট কামিন্স। আর পাকিস্তান দলটিই ওয়ানডে খেলতে নেমেছে ২০২৩ সালের ১১ নভেম্বরের পর এই প্রথম।

প্রায় এক বছর পর ৫০ ওভারের ম্যাচ খেলতে নেমে জিতেছেন শেষ পর্যন্ত কামিন্সই। পাকিস্তানের ২০৩ রান তাড়া করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া একপর্যায়ে হারের শঙ্কায় পড়লেও সেখান থেকে উদ্ধার করেছেন ব্যাটসম্যান কামিন্স। খেলেছেন দলকে তিরে ভেড়ানো ৩১ বলে ৩২ রানের অপরাজিত ইনিংস।

মেলবোর্নে পাকিস্তানকে ২ উইকেটে হারিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে গেল ১-০ ব্যবধানে।

কামিন্স যখন ব্যাট করতে নামেন, অস্ট্রেলিয়ার রান ৭ উইকেটে ১৫৫। ইনিংসের অর্ধেক ওভার (২৪.৫) বাকি থাকলেও শেষ তিন উইকেটে তখনো দরকার ৪৯ রান।

কামিন্স অষ্টম উইকেটে শন অ্যাবোটকে নিয়েই জোগাড় করে ফেলেন ৩০ রান। এরপর দলীয় ১৮৫ রানে রেখে অ্যাবোট রান আউট হয়ে গেলে বড় বিপদেই পড়ে অস্ট্রেলিয়া। বিশেষ করে এমসিজির বাউন্সি উইকেটে হারিস রউফ, হাসনাইন আর শাহিন আফ্রিদি তখন রীতিমতো ঝড় তুলছিলেন।

ওই পরিস্থিতিতে স্টার্ককে একপ্রান্ত আগলে রাখার কাজ দিয়ে রান করার দায়িত্ব নেন কামিন্স। আর সেটাই ঠাণ্ডা মাথায় সম্পন্ন করেন রউফকে দুই চার ও হাসনাইনকে এক চার মেরে। শেষ পর্যন্ত ৩৪তম ওভারের তৃতীয় বলে হাসনাইনের বলে সিঙ্গেল নিয়ে নিশ্চিত করেন দলের জয়।

এর আগে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামা পাকিস্তান ১১৭ রানেই হারিয়ে ফেলেছিল প্রথম ছয় ব্যাটসম্যানকে। এর মধ্যে দুই ওপেনার সাইম আইয়ুব ও আবদুল্লাহ শফিক ফেরেন ২৪ রানের মধ্যে। দুজনকেই ফেরান মিচেল স্টার্ক। নিজের প্রথম পাঁচ ওভারে জোড়া উইকেট তুলে নেওয়ার পথে মাত্র ১১ রান খরচ করা স্টার্ক দুটি মেডেনও নেন।

স্টার্ক-ঝড় সামলে নিয়ে পাকিস্তানকে কিছুটা ভরসা জোগান বাবর আজম। দারুণ কয়েকটি শট খেলা এই ব্যাটসম্যান ৪৪ বল ৩৭ রান করে বোল্ড হন অ্যাডাম জাম্পার বলে। এরপর পাকিস্তানের ইনিংসের হাল ধরেন অধিনায়ক রিজওয়ান। চারে নামা এই ডানহাতি ষষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হওয়ার আগে করে যান ৭১ বলে ৪৪।

১২০ রান তোলার ৬ উইকেট হারানো পাকিস্তান যে এরপরও ২০০ পেরোতে পেরেছে, তাতে মূল অবদান নাসিম শাহর। ৯ নম্বরে নামা এই টেল এন্ডার ব্যাটসম্যান জাম্পার এক ওভারে দুটিসহ মোট ৪টি ছয় মারেন। শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে কামিন্সের বলে স্টার্ককে ক্যাচ দেওয়ার আগে করে দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৯ বলে ৪৪ রান।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ১০ ওভারে ৩৩ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন স্টার্ক। দুটি করে উইকেট কামিন্স ও জাম্পার।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান ৪৬.৪ ওভারে ২০৩ (রিজওয়ান ৪৪, নাসিম ৪০, বাবর ৩৭, আফ্রিদি ২৪; স্টার্ক ৩/৩৩, কামিন্স ২/৩৯, জাম্পা ২/৬৪)। অস্ট্রেলিয়া ৩৩.৩ ওভারে ২০৪/৮ (ইংলিস ৪৯, স্মিথ ৪৪, কামিন্স ৩২*; রউফ ৩/৬৭, আফ্রিদি ২/৪৩) ফল অস্ট্রেলিয়া ২ উইকেটে জয়ী।

ওলমোর জোড়া গোলে ‘ডার্বি’ জিতে আরেকটু এগিয়ে বার্সা

বার্সার গোল-উৎসব চলছেই !

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত সপ্তাহে এল ক্লাসিকোতে রিয়াল মাদ্রিদকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দেওয়া কাতালান ক্লাবটি আজ নগর প্রতিদ্বন্দ্বী এসপানিওলকে হারিয়েছে ৩-১ গোলে। ২৯ সেপ্টেম্বর লা লিগায় ওসাসুনার কাছে ৪-২ গোলে হারের পর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে খেলা ছয় ম্যাচের প্রতিটিতেই জয়ের পথে কমপক্ষে ৩ গোল করল বার্সা।

ঘরের মাঠে আজ বার্সার গোল তিনটিই এসেছে প্রথমার্ধে। ১২ মিনিটে দানি ওলমোর গোলে এগিয়ে যায় দলটি। ২৩ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার রাফিনিয়া। ৮ মিনিট পর বার্সাকে তৃতীয় গোলটি এনে দেন ওলমো। দ্বিতীয়ার্ধে একটি গোল শোধ করেন এসপানিওলের জাভি পুয়াদো।

এবারের লা লিগায় ১২তম ম্যাচে ১১তম জয় পাওয়া বার্সা ওলমোর করা প্রথম গোলের আগেই তিনবার এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। সেই তিন সুযোগের দুটি নষ্ট করেন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড ওলমো, একবার বার উঁচিয়ে মেরে ও আরেকবার সোজা গোলকিপারের হাতে তুলে দিয়ে। ওলমোর দুই সুযোগ নষ্টের মাঝে লামিনে ইয়ামালের ২০ গজি শট ঠেকিয়ে দেন এসপানিওল গোলকিপার গার্সিয়া।

১৭ বছর বয়সী ইয়ামাল অবদান রেখেছেন বার্সার প্রথম গোলেও। তাঁর দারুণ এক পাস থেকে বল পেয়েই গোলটি করেছেন ওলমো। মার্ক কাসাদোর জোগান দেওয়া বলে এসপানিওলের আগুয়ান গোলরক্ষকে ফাঁকি দিয়ে বার্সাকে দ্বিতীয় গোলটি এনে দেন রাফিনিয়া। এ মৌসুমে বার্সার জার্সিতে রাফিনিয়ার এটি ১১ তম গোল।

বার্সা তৃতীয় গোলটি পাওয়ার আগেই দলটি জালে বল পাঠিয়েও অফসাইডের কারণে গোল পায়নি এসপানিওল। ৩১ মিনিটে দারুণ এক ফিনিশে ব্যবধানটা ৩-০ করেন ওলমো।

প্রথমার্ধেই ৩ গোলে এগিয়ে যাওয়া বার্সা আরও কয়েকটি সুযোগ নষ্টের পর গা ঝাড়া দিয়েছিল এসপানিওল। ৬৩ মিনিটে পুয়াদোর গোলের আগে-পরে আরও দুবার বার্সার জালে বল পাঠিয়েও অফসাইডের কারণে গোল উদ্‌যাপন করতে পারেনি দলটি। ম্যাচের যোগ করা সময়ে বার্সারও একটি গোল বাতিল হয় অফসাইডে।

এই জয়ের পর ১২ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে বার্সেলোনা। এক ম্যাচ কম খেলে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রিয়াল মাদ্রিদ।

না জানিয়েই স্টার্ক বিদায় কেকেআরের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের শেষ নিলামে রেকর্ড ২৪ কোটি ৭৫ লাখ টাকা খরচ করে মিচেল স্টার্ককে কিনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে অস্ট্রেলীয় জোরে বোলারই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার। তাঁকে এ বার আর ধরে রাখেননি কেকেআর কর্তৃপক্ষ। তা নিয়ে মুখ খুলেছেন স্টার্ক।

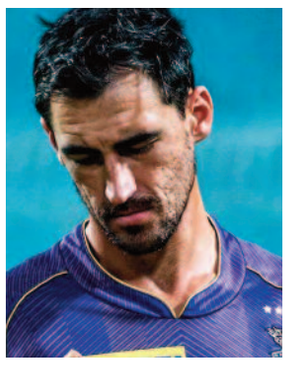

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নিয়ম অনুযায়ী, কেকেআরের ছ’জনের তালিকায় জায়গা হয়নি স্টার্কের। গত আইপিএলে প্রথম দিকের কয়েকটি ম্যাচে প্রত্যাশাপূরণ করতে পারেননি স্টার্ক। ক্রিকেটপ্রেমীদের সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। পরের দিকে কয়েকটি ম্যাচে কেকেআরের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিশেষ করে কোয়ালিফায়ার এবং ফাইনালে। তবু তাঁর জায়গা হয়নি কেকেআরের তালিকায়।

কেকেআরের তালিকায় না থাকার বিষয়টি স্টার্ক শুনেছেন সংবাদমাধ্যম থেকে। এক সাক্ষাৎকারে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার বলেছেন, ‘‘কেকেআর কর্তৃপক্ষ আমাকে কিছু জানাননি। আমার সঙ্গে কোনও কথা হয়নি।’’ না রাখার বিষয়টি তাঁকে কেকেআর কর্তৃপক্ষের না জানানো নিয়ে স্টার্ক বিস্মিত নন। কিছুটা আক্ষেপের সুরে তিনি বলেছেন, ‘‘ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট এ রকমই। কী করা যাবে? সানরাইজার্স হায়দরাবাদের প্যাট কামিন্স আর ট্র্যাভিস হেড ছাড়া সকলকেই নিলামে যেতে হবে।’’ মিচেল মার্শ, ডেভিড ওয়ার্নার, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের মতো অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারদের কথা বোঝাতে চেয়েছেন স্টার্ক। যাঁদের ধরে রাখেনি আইপিএলের সংশ্লিষ্ট দলগুলি।

২০২৩ সালের প্রতিযোগিতায় ১৩ ম্যাচে ১৭ উইকেট নেওয়া স্টার্ককে এ বার নিলামের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। স্টার্ক নিজের নাম নিলামের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করালে, আগামী আইপিএলে খেলার সুযোগ পেতে পারেন। কেকেআর আবার তাঁকে নিলাম থেকে কিনতে পারে।

রোহিতের এই দলকে পাকিস্তানও হারিয়ে দেবে: ওয়াসিং আক্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাস খানেক আগে ছবিটা অন্য রকম ছিল। বাংলাদেশকে সিরিজে চুনকাম করে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় সকলের উপরে ছিল ভারত। অন্য দিকে বাংলাদেশের কাছে ঘরের মাঠে হেরে একেবারে শেষে ছিল পাকিস্তান। সেই ছবিটা বদলে গিয়েছে। নিউ জল্যান্ডের কাছে ০-৩ হেরেছে ভারত। পাকিস্তান হারিয়েছে ইংল্যান্ডকে। ভারত হারতেই রোহিত শর্মাদের খোঁচা দিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ওয়াসিম আক্রম। তাঁর মতে, ঘূর্ণি উইকেটে ভারতকে এখন পাকিস্তানও হারিয়ে দেবে।

অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তানের এক দিনের ম্যাচে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন আক্রম। সেখানে তাঁর সহ-ধারাভাষ্যকার মাইকেল ভনের সঙ্গে আলোচনার সময় এ কথা বলেন আক্রম। ভন প্রথমে বলেন, আমি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে টেস্ট সিরিজ দেখতে চাই।দ জবাবে আক্রম বলেন, তথা হলে তো খুব ভাল হয়। দুটো ক্রিকেট পাগল দেশের মধ্যে সিরিজ ক্রিকেটের পক্ষেই ভাল বিজ্ঞাপন।

আক্রমের কথার প্রেক্ষিতে ভন বলেন, এখন তো পাকিস্তান ভারতকে হারাতে পারবে। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়কের কথায় সম্মতি জানান আক্রম। খোঁচার সুরে তিনি বলেন, এখন ঘূর্ণি উইকেটে ভারতের এই দলকে পাকিস্তানও হারিয়ে দেবে। ওরা ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ডের কাছে ০-৩ ব্যবধানে হেরেছে।

তিন টেস্টের সিরিজে ভারতের যে ৫৭টি উইকেট পড়েছে তার মধ্যে ৩৭টি উইকেট নিয়েছেন নিউ জল্যান্ডের স্পিনারেরা। অজাজ পটেল, মিচেল স্যান্টনার ও গ্লেন ফিলিপ্সের স্পিন সামলাতে হিমশিম খেয়েছেন রোহিত, কোহলিরা। ভারতের ব্যাটারদের সমালোচনা ঘরেই শুরু হয়েছে। সুনীল গাওস্কর, সঞ্জয় মঞ্জরেকরের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটারেরা ভারতীয় ব্যাটারদের টেকনিক ও মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

সামনেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলবে ভারত। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে হলে সেই সিরিজ জিততে হবে রোহিতদের। তবে দলের যা বর্তমান পরিস্থিতি তাতে কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে ভারতীয় ক্রিকেটারদের সামনে।

রোহিত-কোহলির টেস্ট কেরিয়ার কি শেষের পথে

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেস্টে সর্বশেষ ১০ ইনিংসে রোহিত শর্মার রান ১৩৩, বিরাট কোহলির ১৯২। দুজনেরই ফিফটি মাত্র একটি করে। ভারত জিতলে না হয় ব্যাট হাতে রোহিত, কোহলির ছন্দহীনতা কিছুটা হলেও আড়ালে পড়ে যেত। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে নিজেদের মাটিতে ভারত যেভাবে অপদস্থ হলো, তাতে দুজনের সাম্প্রতিক ব্যাটিং পরিসংখ্যান আরও বেশি করে সামনে আসছে। তা দেখার পর তাঁদের টেস্ট দল থেকে বাদ দেওয়ার আলোচনাও শুরু হয়ে গেছে।

গত ২৫ অক্টোবর নিউজিল্যান্ড সিরিজ চলার সময়ই অস্ট্রেলিয়া সফরে বোর্ডার,গাভাস্কার ট্রফির স্কোয়াড ঘোষণা করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। যথারীতি সেই সিরিজেও নেতৃত্ব দেবেন রোহিত। আছেন কোহলি, রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজাও। অশ্বিনের বয়স ৩৮ পেরিয়েছে, রোহিতের পেরিয়েছে ৩৭। আগামীকাল কোহলি ৩৬তম জন্মদিনের কেক কাটবেন। ডিসেম্বরে জাদেজারও ৩৬ পূর্ণ হবে। খুব সম্ভবত এটাই ৪ সিনিয়র ক্রিকেটারের একসঙ্গে শেষ অস্ট্রেলিয়া সফর হতে যাচ্ছে।

তবে এই সফরে যদি রোহিত, কোহলি, অশ্বিন ও জাদেজা ব্যর্থ হন; আরও স্পষ্ট করে বললে ভারত যদি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে না পারে, তাহলে ৪ জনেরই টেস্ট ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যেতে পারে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘ইন্ডিয়া টুডে’ বলছে, সিনিয়রদের ভবিষ্যৎ ঠিক করতে বিসিসিআইয়ের সঙ্গে শিগগিরই আলোচনায় বসতে পারেন প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর ও প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার।

গতকাল মুম্বাই টেস্ট হেরে নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩,০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হয়েছে ভারত। দেশের মাটিতে টেস্ট সিরিজে ভারতীয়দের ধবলধোলাই হওয়ার মাত্র দ্বিতীয় ঘটনা এটি।

রোহিত,কোহলিরা অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের থেকে স্পিন ভালো খেলেন;এমন কথা প্রচলিত থাকলেও এই সিরিজে তা পুরোপুরি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ৩ ম্যাচে ভারতের ৬০ উইকেটের ৩৭টিই নিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের স্পিনাররা। ম্যাচে এজাজ প্যাটেল, গ্লেন ফিলিপসদের সামলাতে মুম্বাই টেস্টের আগে ৩৫ জন নেট বোলার ডেকে এনেছিল ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট, এঁদের মধ্যেই বেশির ভাগই ছিলেন স্পিনার। কিন্তু টিম ম্যানেজমেন্টের এই কৌশলও কোনো কাজে আসেনি।

মুম্বই টেস্টেও ভারতের ২০ উইকেটের ১৬টি নিয়েছেন কিউই স্পিনাররা। দুজন ব্যাটসম্যান হয়েছেন রানআউট; এর একজন কোহলি প্রথম ইনিংসে পাগলাটে দৌড় দিয়ে ব্যক্তিগত ৪ রানে থাকতে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। আজ দ্বিতীয় ইনিংসে ১ রান করে

আউট হয়েছেন এজাজ প্যাটেলের বলে। ১১৮ টেস্টের ক্যারিয়ারে এই প্রথম এক টেস্টের দুই ইনিংসেই এক অঙ্কের ঘরে আউট হয়েছেন।

বাঁহাতি স্পিনারদের বলে কোহলির সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ভারতীয় সমর্থকদের জন্য উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০২০ সাল থেকে ১২ বার বাঁহাতি স্পিনে উইকেট দিয়ে ফিরেছেন কোহলি। এই সময়ে তাঁদের বিপক্ষে ব্যাটিং গড় মাত্র ২০.৪১।

সর্বশেষ ৮ ইনিংসেই তিন বাঁহাতি স্পিনার সাকিব আল হাসান, মিচেল স্যান্টনার ও এজাজ প্যাটেলের শিকার হয়েছেন ৪ বার। ঘরের মাঠে লাগাতার স্পিন সামলাতে ব্যর্থ হলেও প্রথম শ্রেণির ঘরোয়া ক্রিকেটে তিনি অনীহা দেখিয়ে চলেছেন। বিস্ময়কর হলেও সত্য, কোহলি সর্বশেষ রঞ্জি ট্রফিতে খেলেছেন ২০১২ সালের নভেম্বরে, তাঁর আদর্শ শচীন টেন্ডুলকার অবসর নেওয়ারও এক বছর আগে!

মুম্বই টেস্টের দুই ইনিংসেই ভারতের উইকেট পতনের শুরু হয়েছে অধিনায়ক রোহিতকে দিয়ে। ম্যাচে ভারতের মাত্র ২টি উইকেট গেছে নিউজিল্যান্ডের পেসারদের দখলে। ২টিই নিয়েছেন ম্যাট হেনরি। তবে ব্যাটসম্যান একজনই;রোহিত। সর্বশেষ ১০ ইনিংসে ৬ বারই এক অঙ্কের ঘরে থাকতে তাঁকে ড্রেসিংরুমে ফিরতে হয়েছে। ২০ রানের কম করেছেন দুবার। কোহলি স্পিনে ভুগলেও রোহিতের সমস্যাটা ডানহাতি পেসে। সর্বশেষ ১০ ইনিংসের ৬টিতেই হাসান মাহমুদ, তাসকিন আহমেদ, টিম সাউদি (২ বার) ও ম্যাট হেনরির (২ বার) বলে রোহিত আউট হয়েছেন।

গত বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপ থেকে ইনিংসের শুরুতেই মারমুখী হতে দেখা যাচ্ছে রোহিতকে। ওয়ানডের পর টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও এভাবে সফল হয়েছেন। কিন্তু ধৈর্যের খেলা টেস্টেও তিনি একই কৌশলে খেলে যাচ্ছেন। পিচ যেমনই হোক, পরিস্থিতি যেমনই হোক, আক্রমণাত্মক ব্যাটিংকেই যেন অভ্যাস বানিয়ে ফেলেছেন ‘দ্য হিটম্যান’খ্যাত ব্যাটসম্যান। এ কারণেই ইনিংসগুলো বড় করতে পারছেন না। অনেক ক্ষেত্রে ভালো বলগুলোতেও বড় শট খেলতে গিয়ে উইকেটে বিলিয়ে দিয়ে আসছেন।

রোহিতের শট নির্বাচন নিয়ে তাই প্রশ্ন তুলেছেন অনিল কুম্বলে। ভারতের সাবেক এই টেস্ট অধিনায়ক ও প্রধান কোচ বলেছেন, ‘রোহিতের শট নির্বাচন ও ব্যাটিং অ্যাপ্রোচ দেখে আমি কিছুটা বিস্মিত। ইনিংসের শুরুর দিকে ফাস্ট বোলারের ওপর চড়াও হওয়া ইতিবাচক বার্তা দেয় না। যখন এটা কাজে লাগে, শুধু তখনই মুগ্ধতা ছড়ায়। এটা বোঝায় যে পিচ খেলার অযোগ্য এবং এটিই রান করার একমাত্র উপায়।’

এমন হতশ্রী পারফরম্যান্সের পর গতকাল সংবাদ সম্মেলনে রোহিতকেও নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে অধিনায়কত্ব ও ব্যাটিং ভালো হয়নি, সেটা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু টেস্টে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, এখন অস্ট্রেলিয়া সফরে গুরুত্বপূর্ণ সিরিজের দিকে মনোযোগ দিতে চান।

নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩,০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হওয়ার পর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে নেমে গেছে ভারত। অন্য দলগুলোর ওপর নির্ভর না করে টানা তৃতীয় চক্রের ফাইনালে উঠতে হলে বোর্ডার,গাভাস্কার ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৪,১ ব্যবধানে জিততে হবে ভারতকে। সেই সিরিজে যদি রোহিত, কোহলি, অশ্বিন ও জাদেজা ব্যর্থ হন; এরপরও ভারত যদি ভারতে ওঠে, তবু তাঁদেরকে বাদ দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন বিসিসিআইয়ের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে সেই কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, ‘অবশ্যই পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হবে, যেহেতু দল ১০ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে রওনা হচ্ছে।

এরই মধ্যে স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়েছে। এখন পরিবর্তন আনলে একধরনের বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। কিন্তু ভারত যদি ইংল্যান্ডে (লর্ডসে) টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে না পারে, তাহলে সবচেয়ে সিনিয়র ৪ জনের যুক্তরাজ্যের বিমানে ওঠা না,ও হতে পারে। এমনও হতে পারে, এটাই (মুম্বাই টেস্ট) ঘরের মাঠে ৪ জনের একসঙ্গে শেষ টেস্ট।’

বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে ভারতের সহ,অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ফাস্ট বোলার যশপ্রীত বুমরাকে। কিন্তু বুমরা চোটপ্রবণ ও দলের প্রধান পেসার হওয়ায় তাঁকে বেছে বেছে খেলানো হয়। এ কারণে তিনি সহ,অধিনায়ক হলেও রোহিত, পরবর্তী সময়ে হয়তো তাঁকে নেতৃত্বে আনা হবে না। রোহিতের পর ভারতের টেস্ট অধিনায়ক হতে পারেন শুবমান গিল অথবা ঋষভ পন্ত। এ দুজন নিউজিল্যান্ড সিরিজে দারুণ ব্যাটিং করেছেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Puhlished at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata-700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663, Email: dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।

RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**